CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-287 ■ 27 July, 2025 ■ আগরতলা ২৭ জুলাই, ২০২৫ ইং ■ ১০ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কার্গিল বিজয় দিবস

মাতৃভূমির জন্য আত্মবলিদানের উদ্দীপনা প্রতিটি প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নতুন দিল্লি, ২৬ জুলাই ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'এই দিনটি আমাদের মাতৃভূমির সেই বীর সন্তানদের অতুলনীয় সাহস ও বীরত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যাঁরা জাতির আত্মসম্মান রক্ষায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।' প্রধানমন্ত্রী তাঁর ''এক্স '' পোস্টে বলেছেন: 'দেশবাসীকে কার্গিল বিজয় দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। এই দিনটি আমাদের মা ভারতীর সেই বীর পুত্রদের অতুলনীয় সাহস এবং বীরত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যাঁরা দেশের আত্মমর্যাদা রক্ষায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। মাতৃভূমির জন্য তাঁদের আত্মবলিদানের উদ্দীপনা প্রতিটি প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে যাবে। জয় হিন্দ!'

গোটা জাতি যখন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে ১৯৯৯ সালের কারগিল যুদ্ধে শহিদ হওয়া বীর জওয়ানদের, ভারতীয় সেনাবাহিনী গভীর গৌরব ও শ্রদ্ধায় উদযাপন করল ২৬তম কারগিল বিজয় দিবস। দ্রাসের কারগিল যুদ্ধ স্মৃতিসৌধে দু'দিনব্যাপী এই প্রধান অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে অংশ নেন কেন্দ্রীয় শ্রম ও যুব কল্যাণমন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডাভিয়া, প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী শ্রী সঞ্জয় শেঠ, লাদাখের লেফটেন্যান্ট গভর্নর শ্রী কভিন্দর গুপ্ত এবং সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। অনুষ্ঠানে অংশ নেন শীর্ষ সামরিক ও বেসামরিক আধিকারিক, ভীর নরী, শহিদদের পরিবার এবং সাধারণ মানুষ। শহিদ ৫৪৫ জন জওয়ানের স্মরণে প্রজ্বলিত হয় ৫৪৫টি দীপ, এবং সেনা প্রধানের হাত ধরে উদ্বোধন হয় একাধিক 'লিগেসি প্রকল্প' যেমন ইন্ডাস ভিউ পয়েন্ট, ই-শ্রদ্ধাঞ্জলি পোর্টাল এবং কিউআর-ভিত্তিক অডিও গেটওয়ে। এছাড়াও, সেনাবাহিনী আধুনিক ভারত গঠনে তাদের ভূমিকা তুলে ধরে প্রদর্শন করে উন্নত যুদ্ধপ্রযুক্তি ও নতুন উদ্ভাবন, যার মধ্যে ছিল ড্রোন, নজরদারি ও মোবিলিটি সিস্টেম।

২৫ জুলাই শুরু হয় যুদ্ধ স্মরণ সভা ও 'শৌর্য্য সন্ধ্যা'। দ্রাসের লামোচেন ভিউ পয়েন্টে যুদ্ধক্ষেত্রের পটভূমিতে আয়োজিত হয় এক স্মরণীয় যুদ্ধ ব্রিফিং অনুষ্ঠান, যেখানে প্রাক্তন এবং বর্তমান সেনা সদস্যরা ভাগ করে নেন তাঁদের অভিজ্ঞতা, সাহস এবং আত্মত্যাগের কাহিনি। এরপরে শহিদদের পরিবারবর্গকে সংবর্ধনা জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা, এবং অনুষ্ঠিত হয় 'বিজয় ভোজ', একটি ঐক্যবদ্ধ স্মারক আহার অনুষ্ঠান। সেনা ব্যান্ড পরিবেশিত করে 'গৌরব গাথা', যা সঙ্গীতের মাধ্যমে তুলে ধরে বীরত্বগাথা। পাঁচটি প্রধান ধর্মের ধর্মগুরুরা শহিদদের আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় দীপ জ্বালিয়ে শহিদদের শ্রদ্ধা জানানো হয়, এবং ৯ জন শহিদের পরিবারকে সংবর্ধিত করেন উত্তর কমান্ডের জিওসি-ইন-চিফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল প্রতীক শর্মা। ২৬ জুলাই কারগিল বিজয় দিবসে স্মৃতিসৌধে অনুষ্ঠিত হয় পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের ☛৫ এর পাতায় দেখুন

অস্ত্র ও বিপুল গোলাবারুদ সহ ৩ জঙ্গি গ্রেপ্তার মণিপুরে

ইম্ফল, ২৬ জুলাই ।। মণিপুর পুলিশ, সিআরপিএফ, বিএসএফ, সেনাবাহিনী এবং আসাম রাইফেলসের যৌথ সমন্বয়ে শনিবার ভোরের দিকে রাজ্যের উপত্যকা জেলাগুলিতে একাধিক গোয়েন্দা-ভিত্তিক অভিযান চালিয়েছে। এই অভিযানে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং যুদ্ধ সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে, যা অবৈধ সশস্ত্র নেটওয়ার্ক ভেঙে দেওয়া এবং জনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার চলমান প্রচেষ্টার প্রতিফলন।

গোপন অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং যুদ্ধ-সদৃশ সামগ্রীর উপস্থিতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ইম্ফল পূর্ব, ইম্ফল পশ্চিম, থৌবল, কাকচিং এবং বিষ্ণুপুর জেলায় একই সাথে লক্ষ্যবস্তু অনুসন্ধান ও জব্দ অভিযান শুরু করা হয়েছিল।

মনিপুরে নিরাপত্তা বাহিনীর এক বিস্তৃত ও সফল অভিযান চালিয়ে মোট ৯০টি আগ্নেয়াস্ত্র, ৭২৮ রাউন্ড গুলি এবং বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক ও যুদ্ধ-সদৃশ সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। যৌথভাবে পরিচালিত এই অভিযানটি মনিপুর পুলিশ, সিআরপিএফ, বিএসএফ, সেনাবাহিনী এবং আসাম রাইফেলসের সমন্বয়ে সংঘটিত হয়। উদ্ধারকৃত অস্ত্রের তালিকায় রয়েছে ৩টি এ-কে সিরিজের রাইফেল, ১টি এম-১৬, ১টি ইনসাস এলএমজি, ৫টি ইনসাস রাইফেল, ৪টি এসএলআর, ৭টি .৩০৩ রাইফেল, ২০টি পিস্তল, ৪টি কার্বাইন, ৮টি অন্যান্য রাইফেল, ২০টি এসবিবিএল/বোর অ্যাকশন গান, ৩টি অ্যান্টি-রায়ট গান, ১টি ল্যাঠোড গান, ৩টি ডিবিএল, ৬টি বোল্ট অ্যাকশন গান, ৩টি দুই ইঞ্চি মর্টার এবং একটি স্থানীয়ভাবে তৈরি পাইপ গান।

গোলাবারুদের মধ্যে উদ্ধার করা হয়েছে ৩৯৯ রাউন্ড ৭.৬২ মিমি, ২২৮ রাউন্ড ৫.৫৬ মিমি, ৩৫ রাউন্ড .৩০৩, ২৩ রাউন্ড ৯ মিমি, ৬ রাউন্ড .৩২ মিমি গুলি, ২১টি গ্রেনেড, একটি এইচই মর্টার শেল, ৯টি টিউব লঞ্চিং ডিভাইস এবং ৬টি ইমপ্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি)। এছাড়া, জব্দ করা সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ২১টি ম্যাগাজিন এবং ২৪টি ওয়্যারলেস হ্যান্ডসেট। কর্মকর্তারা জানান, সংঘাত-সংবেদনশীল উপত্যকা অঞ্চলে অবৈধ অস্ত্রের বিস্তার রোধে এই অভিযান একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। এই পদক্ষেপগুলি মনিপুরে দীর্ঘমেয়াদী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত একটি বৃহত্তর গোয়েন্দা-চালিত কৌশলের অংশ বলে জানানো হয়েছে।

মনিপুর পুলিশ নাগরিকদের নিরাপত্তা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে এবং জনগণকে অবৈধ অস্ত্র মজুদের বিষয়ে সন্দেহজনক কোনো তথ্য পেলে নিকটস্থ থানায় বা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে অবহিত করার আহ্বান জানিয়েছে।

অন্যদিকে, ২৪ ও ২৫শে জুলাই ইম্ফল ☛৫ এর পাতায় দেখুন

জনজাতি এলাকায় ২০টি নতুন হোস্টেল নির্মাণ করা হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই অন্ধকার থেকে আলোর পথে আসা যায়। যত বেশি জ্ঞান অর্জন করা যাবে তত বেশি নিজেকে সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয় জীবন থেকেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে সমাজের জন্য ভালো কিছু করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে অল ত্রিপুরা এন.জি.ও. বোর্ডিং ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এবং অল ত্রিপুরা এন.জি.ও. বোর্ডিং ডেভেলপমেন্ট কমিটির যৌথ উদ্যোগে টি.বি.এস.ই. এবং সি.বি.এস.ই. বোর্ড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বোর্ডিং হাউসগুলির জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী জনজাতিদের সার্বিক কল্যাণে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছেন। রাজ্য সরকারও রাজ্যের জনজাতিদের আর্থসামাজিক মানোন্নয়নে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। রাজ্যের জনজাতিদের শিক্ষা, সংস্কৃতির বিকাশে প্রয়োজনীয় অর্থও ব্যয় করা হচ্ছে। জনজাতিদের হোস্টেলগুলির উন্নয়নে রাজ্য সরকার প্রতি বছর অর্থ বরাদ্দ করছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেলের জন্য ২৩ লক্ষ টাকা সহায়তা দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের জনজাতিদের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান চালু করা হয়েছে। রাজ্যেও জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে এই অভিযানের মাধ্যমে নানা সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এই কর্মসূচিতে জনজাতি এলাকায় ২০টি নতুন হোস্টেল নির্মাণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও জনজাতি এলাকাগুলিতে শিক্ষার পরিকাঠামো, পানীয়জল, স্বাস্থ্য, মৎস্যচাষ, কৃষি, বন, ইত্যাদি ক্ষেত্রের উন্নয়নে রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। অনুষ্ঠানে জনজাতি ☛৫ এর পাতায় দেখুন

কর্মমুখী শিক্ষা নীতি গ্রহণ করা হয়েছে উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। *শিক্ষা নীতিকে দ্রুত ১০০ শতাংশ বাস্তবায়িত করার জন্য ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সমস্ত শিক্ষাকর্মী, সরকার একযোগে কাজ করতে হবে। আজ আগরতলার মহিলা মহাবিদ্যালয়ের মাতঙ্গিনী প্রীতিলতা হলে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শিক্ষা মহা সংঘের উদ্যোগে একদিনের সেমিনারের একথা বলেন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মণ। এদিন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মন বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২০ সালে যে জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছেন সেই শিক্ষানীতি অনুযায়ী দেশের প্রতিটি ছেলে মেয়েকে সুশিক্ষিত করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক ছেলে মেয়ে যাতে শিক্ষার আঙ্গিনায় আসে সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এ ধরনের শিক্ষানীতি গ্রহণ* ☛৫ এর পাতায় দেখুন

গোমতী জেলায় দিশা কমিটির বৈঠক

বিভিন্ন উন্নয়মূলক কাজ্যের খোঁজ নিলেন সাংসদ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। গোমতী জেলায় দিশা কমিটির সভা আজ গোমতী জিলা পরিষদের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

সভায় জেলাশাসক রিঙ্কু লাথের জানান, সংসদ আদর্শ গ্রাম যোজনার অধীন কিল্লা ব্লকের দার্জিলিং এডিসি ভিলেজে ১০৯টি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এরমধ্যে ৯৫টি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। অমরপুর ব্লকের বীরগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতে ১১১টি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এরমধ্যে ৯৫টি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। গোমতী জেলায় মোট জব কার্ড রয়েছে ৯৪ হাজার ৪৫১টি। ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন প্রকল্পে চলতি অর্থবর্ষে গোমতী জেলায় ১ হাজার ৮৯০ পরিবারকে সরকারি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। নতুন ১৮৯টি স্বসহায়ক দল মিলিয়ে এখন পর্যন্ত গোমতী জেলায় মোট ৭ হাজার ৪৩৫টি স্বসহায়ক দল রয়েছে। চলতি অর্থবর্ষে এখন পর্যন্ত ৪৪৯ জনকে ব্যাংক লোন প্রদান করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (গ্রামীণ) অনুমোদিত ৫৩ হাজার ৮৮৩টি ঘরের মধ্যে ৫২ হাজার ৭৭৮টি ঘরের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। পি.এম. জনমন প্রকল্পের অধীন ৩ হাজার ৪৩২ জন সুবিধাভোগীকে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ৩ হাজার ৪২টি গৃহ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়া এম.জি.এন. রেগা, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা, বিদ্যুৎ, মৎস্য, কৃষি, ☛৫ এর পাতায় দেখুন

নেশা সামগ্রী বিক্রি করতে গিয়ে আটক এক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। নেশা সামগ্রী বিক্রি করতে গিয়ে জনতার হাতে আটক এক যুবক। সাথে সাথেই খোয়াই থানায় খবর পাঠিয়েছেন। পুলিশ তাকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, খোয়াই শহর জুড়ে ড্রাগস ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতার পরেও ড্রাগস ব্যবসায়ীদের বাড় বাড়ন্তে অতিষ্ঠ খোয়াইবাসী। শনিবার দুপুর ১২:০০ টা নাগাদ খোয়াই অরবিন্দু পার্কের সামনে একটি টমটম দিয়ে ড্রাগস ব্যবসায়ী একজনকে ড্রাগস দেওয়ার জন্য আসে। এলাকাবাসী দীর্ঘদিন ধরে ওই ব্যবসায়ীকে নজরে রেখেছিলেন। ওই ব্যবসায়ী প্রায় সময় বিভিন্ন লোকদের ☛৫ এর পাতায় দেখুন

যাত্রীবাস থেকে ২০ কিলো গাঁজা সহ আটক ২ মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। যাত্রীবাহী বাস থেকে তল্লাশি চালিয়ে ২০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। সাথে দুইজন মহিলাকে আটক করা হয়েছে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক এক লক্ষাধিক টাকা হবে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, লেফুঙ্গা থানাধীন লেম্বুছড়াস্থিত মোহনপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কার্যালয়ের সামনে পুলিশের রুটিন চেকিংয়ের সময় সিমনা থেকে আগরতলাগামী টিআর০১সি১৩০৬ নম্বরের একটি যাত্রীবাহীকে আটক করা হয়েছে। ওই সময় সন্দেহভাজন একটি যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ।এই বিষয়ে লেফুঙ্গা থানার ওসি সহদেব দাস সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান তাদের কাছ থেকে ২০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ১ লক্ষ টাকা হবে। তাদের বিরুদ্ধে এন ডি পি এস আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত করেছে পুলিশ।

মহিলাদের দাবি, তারা আসামের এবং তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত এক মাত্র পরিচয় পত্র আধার কার্ড প্রাথমিক ভাবে জাল বলে ধারণা। মহিলারা জানান গতকাল তারা রেলের মাধ্যমে রাজ্যে আসেন এবং আজ সকালে মোহনপুর যান এবং সিধাই থানাধীন মোহনপুর শনিতলা এলাকায় এক যুবকের কাছ থেকে গাঁজা কিনে যাওয়ার পথে আটক হয়।

দেহ ব্যবসার অভিযোগে আটক মহিলা সহ দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। *মনুবাজার থানা এলাকার নবগ্রামের একটি বাড়িতে দেহ ব্যবসা চলছে বলে গুরুতর অভিযোগ মিলেছে। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হলে পুলিশ এসে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পেয়েছে। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মৌনবাজার থানার নবগ্রামে একটি বাড়িতে ঘর ভাড়া নিয়ে দেহ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে এক মহিলা ও দুই যুবক। সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ তাদেরকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছেবাড়ি ভাড়া নিয়ে দেহ ব্যবসা চালানোর অভিযোগ।এই ঘটনায় এক মহিলা ও দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে মনুবাজার থানার পুলিশ।সাতচাঁদ ব্লকের অন্তর্গত নবগ্রামের* ☛৫ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষিকার বকুনিতে অভিমানী ছাত্রীর জীবন সঙ্কটাপন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। শিক্ষিকার বকুনিতে অভিমানী মেধাবী ছাত্রীর জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে। বিলোনিয়ার দশম শ্রেণীর ছাত্রীর বাবার অভিযোগ, তার মেয়েকে অপদস্থ করেছেন শিক্ষিকা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ছাত্রীকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বিলোনিয়া মহকুমার বরপাথরি সোনাপুর এলাকার বাসিন্দা সমর মজুমদারের কন্যা তৃষা মজুমদার বরপাথরি সোনাপুর স্কুলে দশম শ্রেনীতে পাঠরত অবস্থায় রয়েছে। তৃষা মজুমদার লেখাপড়ায় খোবই মেধাবী। সে দশম শ্রেনীতে প্রথম স্থানে রয়েছে। তৃষা মজুমদারের পিতা দিনমজুরের কাজ করেনতাই তৃষা মজুমদারের এই ধরনের ফলাফল ভালোভাবে মেনে নিতে পারছেনা বিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক শিক্ষিকা।

এর মধ্যে বিদ্যালয়ে টেষ্ট পরিক্ষায় বায়োলজিতে ১৪ নাম্বারের মধ্যে ১৩ নাম্বার পেয়েছে তৃষা। জানা যায় পরিক্ষার উত্তর পত্রে শেষের উত্তরটি অন্যকলম ব্যবহার করে লেখেছে তৃষা। উত্তরটি সঠিক হবার পরেও এক নাম্বার কেটে নেওয়াতে বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা বিনা দাস পাটারির নিকট গেলে তিনি তৃষা মজুমদারকে নকল করেছে বলে সকলের সামনে অপমান করে নানান ভাষায় কটুক্তি করেছে বলে অভিযোগ।

শিক্ষিকা বিনা দাস পাটারির এইধরনের ব্যাবহারে মর্মাহত হয়ে তৃষা মজুমদার বাড়িতে গিয়ে বিষ পান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। ঘটনাটি জানাজানির পর পরিবারের লোকজনেরা তৃষাকে নিয়ে বরপাথরি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গেলে সেখানে কর্মরত চিকিৎসক তৃষার অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে উন্নত চিকিৎসার জন্য তৃষাকে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে একদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর আজ তৃষাকে পুনরায় আগরতলা জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করে। এই নিয়ে শিক্ষিকার বিরুদ্ধে শাস্তির দাবি করে তৃষার পরিবারের লোকজনেরা সংবাদ মাধ্যমের দারস্ত হন। পরিবাররের পক্ষ থেকে শিক্ষিকার বিরুদ্ধে শাস্তির বাজার থানায় মামলা ☛৫ এর পাতায় দেখুন

অভিযোগ পিতার

দিবালোকে চুরি করতে গিয়ে আটক চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। দিবালোকে একটি স্বর্ণের দোকানে চুরি করতে গিয়ে জনগনেট হাতে আটক এক চোর। আজ শহরের বড়দোয়ালী স্কুলের বিপরীতে স্টেট ব্যাংক সংলগ্ন এলাকায় ওই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। পরবর্তী সময়ে চোরকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন জনতা।

ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে, আজ সকালে শহরের বড়দোয়ালী স্কুলের বিপরীতে স্টেট ব্যাংক সংলগ্ন এলাকায় একটি স্বর্ণের দোকানে থেকে এক যুবক চুরি করতে গিয়ে জনগণের হাতে ধরা পরে। পরবর্তী সময় স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় যুবকটিকে আটক করা হয়েছে। সাথে সাথে এডিনগর থানায় খবর ☛৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ২৭ জুলাই, ২০২৫ ইং
১০ শ্রাবণ, রবিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

আশায় কৃষকরা

মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে লাভের আশায় ভারতীয় কৃষকরা।

ব্রিটেনের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করিল ভারত। ব্রিটেন সফরে সেদেশের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারকে পাশে নিয়া একথা ঘোষণা করিলেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মোদি ও স্টারমারের উপস্থিতিতে এদিন চুক্তি সই করেন দুই দেশের বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ও জনাথান রেনল্ডস। একইসঙ্গে নতুন কম্প্রিহেনসিভ অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপে স্বাক্ষর করেন দুই রাষ্ট্রনেতা।বাণিজ্য চুক্তি নিয়া এক্স হ্যান্ডলে মোদি লেখেন, 'ভারত-ব্রিটেন অর্থনৈতিক অংশিদারিত্বের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। বাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে মহিলা, কৃষক, যুব সমাজকে সুযোগ দিতে আমরা যৌথভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'স্টারমার চুক্তিকে যুগান্তকারী আখ্যা দিয়া বলেন, এরফলে ব্রিটেনের হাজার হাজার কর্মসংস্থান হইবে। বিনিয়োগ বাড়িবে।'ব্রিটিশ বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিনিয়োগ আর রপ্তানিতে প্রায় ৬০০ কোটি পাউন্ড আয় হইবে।' এদিন বিকেলে স্যান্ড্রিংহাম এস্টেটে রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গে দেখা করেন মোদি। চার্লসের হাতে গাছ তুলিয়া দেন তিনি। শরৎকালে সেটি বসানো হইবে।

২০২০ সালে ব্রেক্সিটের পর এটাই ব্রিটেনের সবথেকে বড় বাণিজ্যিক চুক্তি। এতে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য প্রায় ৩৯ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে। বছরে প্রায় ২ হাজার ৫৫০ কোটি পাউন্ডের বাণিজ্য হইবে। চুক্তি অনুযায়ী, ভারতীয় বস্ত্র, জুতো, মূল্যবান রত্ন, গয়না, প্রক্রিয়াজাত সামুদ্রিক পণ্য ব্রিটিশ বাজারে আরও বেশি পাওয়া যাইবে।এতে উপকৃত হইবেন ভারতীয় কৃষকরা। লন্ডনের বাজারে হলুদ, গোলমরিচ, আচার, ডালের মতো বেশকিছু কৃষি ওপ্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্যের আমদানিতে কোনও শুল্ক লাগিবে না। বিনা শুল্কে চিংড়ি, টুনার মতো সামুদ্রিক মাছও আমদানি করা যাইবে। এতদিন বিনা শুল্কে ব্রিটেন আর ইউরোপে বস্ত্র রপ্তানি করিত বাংলাদেশ, কম্বোডিয়ার মতো দেশ। এইবার ভারতও সেই সুযোগ পাইতে চলিয়াছে।

ভারতীয় বাজারেও ব্রিটিশ পণ্যের উপর শুল্ক কমিবে। ব্রিটেন থেকে আমদানি করা স্কচ, হুইস্কি, চকোলেট, গাড়ি সহ একাধিক পণ্যের দাম কমিবে।তবে আপেল, ভোজ্য তেল, দুগ্ধজাত পণ্যকে চুক্তির আওতায় আনেনি ভারত। একইসঙ্গে ভারতে নতুন ব্যবসা শুরু করিয়াছে ২৬টি ব্রিটিশ সংস্থা। ফলে কর্মসংস্থান বাড়িবে। ক্ষমতায় আসার পর থেকেই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে জর্জরিত স্টারমার প্রশাসন। এই চুক্তির ফলে কর্মীদের বেতন বাড়িবে। সবমিলিয়ে বছরে ২২০ কোটি পাউন্ড। অন্যদিকে, দেশের বার্ষিক জিডিপি ৪৮০ কোটি পাউন্ড বৃদ্ধি পাইবে। ব্রিটেন সফরে মোদিকে স্বাগত জানান ভারতীয় অভিবাসীরা। মোদির সঙ্গে ছিল ১৬ শিল্পপতির প্রতিনিধি দল। নেতৃত্বে সুনীল ভারতী মিত্তল। তিনি বলেন, 'ভারতের শিল্প সমাজ খোলা মনে এই বাণিজ্য চুক্তিকে স্বাগত জানাইতেছে।' কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির ডিরেক্টর জেনারেল চন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এই চুক্তি আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভিত আরও মজবুত করিল।'

সমগ্র বিশ্ব এখন "যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ"

শোভনলাল চক্রবর্তী

পশ্চিম এশিয়ার একটি সুখ্যাত সংবাদমাধ্যম সংবাদ-শিরোনাম করেছে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দৌলতে বিশ্ব দুনিয়া এখন "যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ"। প্রশংসাযোগ্য বটে; অনেক বক্তব্য এক সঙ্গে পেশ করাই যে-হেতু সার্থক। শিরোনামের লক্ষ্য। ইরানের পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে আমেরিকা যে বোমাবর্ষণ করেছে, তার ভয়ঙ্করতা এখনও বহিঃপৃথিবীর কাছে পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। কতখানি ক্ষত ও ক্ষতি হল ইরানের, তা নিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দেশ যে দাবিই করুক না কেন, বাস্তব - পরিস্থিতি বোঝা কঠিন। তবে সন্দেহ নেই, যে। ভাবে অভাবিত ও অপ্ররোচিত বোমা বর্ষণ হল ইরানের পরমাণু কেন্দ্রের উপর, তা "সফল" - না হলে কিন্তু বিপদ আগের থেকে অনেক বাড়তে পারে। প্রমাণিত হল যে, বাইরের দেশ -এ ভাবেই ভয়ঙ্করতম হানা দিতে পারে, ফলে তার জন্য "অস্ত্র" মজুত রাখা ভাল।

ইরান আগাগোড়াই বলে আসছে যে তারা পরমাণু শক্তি নির্মাণ করছে, পরমাণু অস্ত্র। নয় যে দাবি ইজরায়েল বিশ্বাস করে না এবং ইরান তাদের আক্রমণ করতে পারে এই আতঙ্কে ভুগেই তারা যুদ্ধ শুরু করেছে। আমেরিকার শাসক মহলের মতও ইজরায়েলের মতের সঙ্গে মেলে, বোঝাই যাচ্ছে। তবে কিনা, এও ঠিক যে আমেরিকার। সামরিক ও প্রশাসনিক মহল এ বিষয়ে। একমত নয়- তাদের একাংশের বিবেচনায় সাম্প্রতিক কালে ইরান পরমাণু অস্ত্র নির্মাণে অগ্রসর হয়েছে এমন কোনও প্রমাণ নেই। এত। কাল প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নেকনজরে থাকা ভারতীয় বংশোদ্ভূত তুলসী গাবার্ড এই মতে - বিশ্বাসী বলেই এখন ট্রাম্পের বিদ্বেষভাজন। - তবে কিনা, ইরান এত দিন পরমাণু অস্ত্রে মন দিয়ে থাকুক না থাকুক, এই সংঘর্ষের ফলে তাদের পরমাণু সক্ষমতা বা "নিউক্লিয়ার কেপেবিলিটি" বিচূর্ণ না হয়ে গিয়ে থাকলে - তারা নিশ্চিত ভাবে আবার উঠে দাঁড়াবে এবং ভয়ঙ্করতর "কেপেবিলিটি"র দিকে ধাবিত হবে। সেই অর্থেই বিশ্ব এখন আরও অনেক - যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত সে কথা বলাই যায়।আশঙ্কাই শেষে সত্যি হল। আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (আইএইএ)-র সঙ্গে দেশের সহযোগিতা কার্যকর ভাবে স্থগিত রাখতে এ বার বিল পাস করল ইরানের পার্লামেন্ট। তেহরানের দাবি, তাদের পারমাণবিক স্থানগুলির উপরে ইজরায়েল এবং আমেরিকার সাম্প্রতিক বিমান হামলার জেরেই এই পদক্ষেপ করতে বাধ্য হল তারা। সেই সঙ্গে তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, কোনও পরিস্থিতিতেই অসামরিক দ পারমাণবিক কর্মসূচি ত্যাগ করা হবে না। তাদের অভিযোগ, আইএইএ পক্ষপাতদুষ্ট - হওয়ার কারণেই ইরানের পারমাণবিক স্থানগুলির উপরে হামলার নিন্দা করতে। অস্বীকার করে। তেহরানের এমনও দাবি, এই মাসে ইরানের বিরুদ্ধে আইএইএ-র পরমাণু অ-সম্প্রসারণের বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘনের ঘোষণাই শেষে তাদের বিরুদ্ধে ইজরায়েলের আক্রমণের পথ প্রশস্ত করে। বস্তুত, আমেরিকার হামলার পরেই পারমাণবিক অ-সম্প্রসারণ চুক্তি (এনপিটি) ছাড়ার হুমকি দেয় তেহরান। ১৯৬৮ সালে স্বাক্ষরিত এবং ১৯৭০ সালে কার্য্যকর হয় এনপিটি। এই আন্তজাতিক চুক্তির লক্ষ্য হল পারমাণবিক অস্ত্র ও প্রযুক্তির বিস্তার রোধ, পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার এবং সেই সঙ্গে নিরস্ত্রীকরণে সহযোগিতা বৃদ্ধি। চুক্তিটি রাষ্ট্রপুঞ্জের পারমাণবিক পর্যবেক্ষণ সংস্থা, আইএইএ-র তত্ত্বাবধানে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে সকল স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রের পারমাণবিক প্রযুক্তি ব্যবহারের অধিকারকে সমর্থন করে। অন্য দিকে, চুক্তির ১১টি অনুচ্ছেদের একটিতে এটি ত্যাগ করার পদ্ধতিও উল্লিখিত আছে। এতে বলা হয়েছে, প্রতিটি পক্ষেরই চুক্তি থেকে সরে আসার অধিকার আছে, যদি এই চুক্তির কোনও কিছু তাদের দেশের স্বার্থকে গুরুতর বিপন্ন করে। লক্ষণীয়, ১৯৬৮ থেকেই এই চুক্তি স্বাক্ষরকারীদের তালিকায় রয়েছে ইরান। আবার সেই সময় থেকেই অভিযোগ, পারমাণ-বিক উপাদান সংগ্রহ এবং পরমাণু সংক্রান্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে আইএইএ-কে পূর্ণ সহযোগিতা করেনি ইরান। ভুললে চলবে না যে, পারমাণবিক পদার্থ ব্যবহার, সংরক্ষণ বা পরিচালনাকারী প্রতিটি দেশকে তাদের অবস্থা আইএইএ-কে জানানোর কথা। তবে এটাও সত্য যে, সহযোগিতা না করলেও, আমেরিকার জাতীয় গোয়েন্দা বিভাগের অধিকর্তা তুলসী গ্যাবার্ড গত মার্চেই দাবি করেছিলেন যে ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির চেষ্টা করছে না। ফলে যুদ্ধের হেতু বোঝা মুশকিল। অথচ, বিনা উস্কানিতে চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ চালাল ইজরায়েল ও আমেরিকা। এই পরিস্থিতিতে তেহরানের চুক্তি ছেড়ে বেরিয়ে আসা দুর্ভাগ্যজনক, তবে অপ্রত্যাশিত বলা চলে না।

বলা বাহুল্য, চুক্তি থেকে বেরিয়ে এলে এনপিটি-র প্রয়োজনীয়তা মেনে চলার বাধ্যতা থাকবে না ইরানের। সে ক্ষেত্রে আইএইএ-র সুরক্ষা ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিদর্শক এবং বাকি বিশ্ব ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকবে। ফলে গোপনে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করার পথ আরও সুগম হয়ে যাবে ইরানের ক্ষেত্রে। শুধু তা-ই নয়,

তাৎপর্যপূর্ণভাবে ইউরোপ এখনও সে ভাবে স্বর চড়াচ্ছে না, অপেক্ষা করছে। তবে সূত্রের মতে, অবশ্যই তারা প্রশ্ন তুলবে, কেন আমেরিকা দুরের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করেছে? কেন আমেরিকা তাদের সুরক্ষার জন্য নেটো শরিকদের মূল্য দিতে বাধ্য করছে কেন মাঝপথে ইউক্রেনের হাত ছেড়ে দেওয়া হয়েছে? ইরান-ইজরায়েল অশান্তির ফলে সরাসরি দুর্ভোগে পড়েছে ইউরোপ।

ইরানের এ-হেন পদক্ষেপ অন্যান্য রাষ্ট্রের জন্য একটি আন্তর্জাতিক কাঠামো ত্যাগের নজির স্থাপন করতে পারে। ফলে, এই আক্রমণের তথাকথিত সাফল্যে "মোহিত" আমেরিকা ও ইজরায়েলের পদক্ষেপ আগামী দিনে তাদেরই আহত করে কি না, সময়ই তা বলবে দু'টি বিষয় স্পষ্ট। প্রথমত, ইজরায়েলের জন্য বর্তমান আমেরিকা কত দূর যেতে পারে, তার সম্পূর্ণ নতুন মাইলফলক তৈরি হল। ইতিমধ্যেই গাজায় ইজরায়েলের মর্মান্তিক ধ্বংসকাণ্ডের বিরুদ্ধে আমেরিকার মাটিতে প্রতিবাদীদের লাগাতার নিষ্পেষণ চলেছে। এ বার তার সঙ্গে যোগ হল- ইজরায়েলের পক্ষ নিয়ে আমেরিকার প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অবতরণ। আমেরিকার রাজনীতিকরাই অনেকে বিস্মিত: এ যুদ্ধ তো "তাঁদের" নয়, তা হলে কেন এই প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। বস্তুত, ইরানের সঙ্গে আমেরিকার শত্রুতা অনেক পুরনো, ১৯৭৯ সালের "ইরানি বিপ্লব"-এর পর থেকেই তা চলছে। এই শতকের গোড়ায় প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ (জুনিয়র) ঘোষণা করেছিলেন এক দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই পরমাণু-প্রশ্নটি বিশ্বকূটনীতিতে একেবারে ভিন্ন মাত্রার বিপদ সূচিত করে। ট্রাম্পের আমেরিকা বুঝিয়ে দিল, তারা নিজের (এবং ইজরায়েলের) স্বার্থে বাকি পৃথিবীকে ভয়ঙ্করতম বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিতে দ্বিধা করে না। প্রত্যাঘাতে ইরান যদি হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে, তবে বিশ্বদুনিয়ায় অর্থনৈতিক সঙ্কটও পৌঁছবে ভিন্ন মাত্রায়। অন্য শক্তিধর দেশগুলি (ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, চিন), এবং রাষ্ট্রপুঞ্জ বিপদ ঠেকাতে এখনই প্রয়াসী হোক। নতুবা এই নতুন "একমেরু বিশ্ব" ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়াবে। আপাতত ইরান এবং ইজরায়েলের মধ্যে যুদ্ধকে ধামাচাপা দিয়ে বিরতির প্রয়াস চলছে। কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, সংঘাত যে পর্যায়ে পৌঁছেছিল আপাতত কিছু দিনের জন্য তা শান্ত হবে। কিন্তু এই ঘটনা নিঃসন্দেহে পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে যুক্ত অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত ক্ষেত্রে বড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি করল। প্রাথমিক ভাবে ইরানকে আক্রমণের প্রশ্নে আমেরিকা ইজরায়েলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার পর পশ্চিম এশিয়ায় অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা বেড়েছে। আপাতত তাতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিরতি দিলেও ভবিষ্যতের জন্য ফাটল ধরেই রইল। সেখানে আবারও সঙ্কট তৈরি হতে পারে খুব শীঘ্রই। সে ক্ষেত্রে ওই অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের ক্রমবর্ধমান সংযোগের পরিকল্পনা ব্যাহত হবে, অন্য দিকে সার্বিক ভাবে বিশ্ব রাজনীতিতেও ব্লক রাজনীতি আরও মাথাচাড়া গিয়ে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে।

"অশুভ অক্ষ"-এর কথা- যার মধ্যে ইরানের নামটি জ্বলজ্বল করত। কিন্তু ইতিপূর্বে বুশ বা কোনও আমেরিকান প্রেসিডেন্টই ইরানের সঙ্গে সম্মুখসমরে প্রবৃত্ত হননি, বরং সন্তর্পণে সে সম্ভাবনা এড়িয়ে গিয়েছেন। ট্রাম্প বুঝিয়ে দিলেন, তিনি কেবল দেশাভ্যন্তরে নন, বিদেশনীতির ক্ষেত্রেও দুমদাম বেমক্কা বল পিটিয়ে দিতে পারেন। বলটি কোথায় পড়ল, তাতে ভয়ঙ্করতম বিপদতোরঙ্গের দ্বার খুলে গেল কি না, এ সবই তাঁর কাছে তুচ্ছ। যুদ্ধ, এমনকি পরমাণুকেন্দ্রের উপর বোমাবর্ষণের মতো যুদ্ধের আগেও তিনি তাঁর দেশের অন্য জনপ্রতিনিধিদের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করলেন না- গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বর্তমানের আমেরিকায় এতটাই নগণ্য। কূটনৈতিক শিবিরের মতে, পশ্চিম এশিয়ার এই অশান্তির একাধিক কূটনৈতিক দিক রয়েছে। প্রথমত, পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে ভারতের বৃহত্তর পরিকল্পনাগুলি ভেস্তে যাওয়া। জ্বালানির দাম বাড়বে, অঞ্চলের কৌশলগত চিড়গুলিও এমনভাবে বাড়বে যে নয়াদিল্লির পক্ষে তাকে অস্বীকার করে এগিয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে। এই অঞ্চলে বসবাসকারী বড় সংখ্যক অনাবাসী, প্রবাসী ভারতীয় বিদেশি মুদ্রা পাঠান দেশে। সেখানেও অনিশ্চয়তা কমবেশি তৈরি হয়েছে বলে খবর। ভারতে আয়োজিত জি২০ সম্মেলনে যে স্বপ্ন দেখা হয়েছিল, সেই ভারত-পশ্চিম এশিয়া-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডর এবং চাবাহার প্রকল্পের কাজও আপাতত বিশ বাঁও জলে। ওই বন্দরকে মধ্য এশিয়ার দরজা হিসাবে ব্যাখ্যা করেছিল নয়াদিল্লি। যতই সংঘর্ষ বিরতি হোক, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হতে এখনও সময় লাগবে। কূটনৈতিক শিবিরের মতে, পশ্চিম এশিয়ায় অস্থিরতার প্রভাব বৃহত্তর। এটা ঘটনা যে ইরানের সঙ্গে তার অনেক প্রতিবেশী রাষ্ট্রেরই সদ্ভাব নেই। কিন্তু সে দেশের পরমাণু ভাঁড়ারে আমেরিকার বোমা বর্ষণের সিদ্ধান্ত এবং ইজরায়েলের সঙ্গে হাত মেলানোর ফলে ইরানের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির পক্ষে তেল আভিভের সঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে করমর্দন করা কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সুন্নি অধ্যুষিত পশ্চিম এশিয়ায় ইরান খুব জনপ্রিয় নয় ঠিকই, কিন্তু ইজরায়েলও ঘৃণ্য তাদের কাছে। বিশেষ করে গাজার নিরপরাধ মানুষের উপর আক্রমণের পর। এই সুযোগে রাশিয়া এবং চিন তাদের ভূকৌশলগত প্রভাব এই অঞ্চলে খাটাতে শুরু করেছে। ইজরায়েল এবং আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ ছোড়ার এ এক নতুন মঞ্চ তাদের কাছে। ফলে এই অঞ্চলের অঙ্ক আরও জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে ইউরোপ এখনও সে ভাবে স্বর চড়াচ্ছে না, অপেক্ষা করছে। তবে সূত্রের মতে, অবশ্যই তারা প্রশ্ন তুলবে, কেন আমেরিকা দূরের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করেছে? কেন আমেরিকা তাদের সুরক্ষার জন্য নেটো শরিকদের মূল্য দিতে বাধ্য করছে কেন মাঝপথে ইউক্রেনের হাত ছেড়ে দেওয়া হয়েছে? ইরান-ইজরায়েল অশান্তির ফলে সরাসরি দুর্ভোগে পড়েছে ইউরোপ। কারণ, রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের শান্তির টেবিলে বসার সুযোগ অনেকটাই পিছিয়ে গেল। ইউক্রেনের সঙ্গে সমঝোতার কোনও লক্ষণই মস্কো দেখাচ্ছে না। সব শেষে আমেরিকা এবং ইজরায়েলের যৌথ হামলা কোনও আন্তর্জাতিক আইনকানুনের ধার ধারেনি। এর ফলে রাষ্ট্রপুঞ্জের গ্রহণযোগ্যতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা আরও বেশি করে খাটো হচ্ছে। আমেরিকার এই আক্রমণ আন্তর্জাতিক আইনের দুর্বলতা হিসেবেই প্রতিপন্ন হচ্ছে বলে মনে করছে কূটনৈতিক শিবির।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বিশ্বের সবচেয়ে প্রাণঘাতী ১০ সামরিক উড়োজাহাজ দুর্ঘটনা

বিশেষ প্রতিবেদন।। ২১ জুলাই, ঘড়ির কাঁটা সবে বেলা একটার ঘর ছাড়িয়েছে। রাজধানী ঢাকার উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের স্কুল শাখায় খানিক্ষণ আগে ছুটির ঘণ্টা বেজেছে। শিশুরা কোলাহল করে শ্রেণিকক্ষের বাইরে বেরিয়ে কেউ মাঠে খেলছে, কেউ ক্যানটিনে গেছে খাবার কিনতে, কেউ তখনো শ্রেণিকক্ষে বই—খাতা গুছিয়ে ব্যাগে ভরছে। সন্তানদের স্কুল থেকে নিতে আসা অভিভাবকেরা মাঠে ছড়িয়ে—ছিটিয়ে আছেন, অপেক্ষা করছেন সন্তানকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার। হঠাৎই স্কুলের মাঠে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর এফ-৭ বিজিআই মডেলের একটি যুদ্ধবিমান আছড়ে পড়ে সেটিতে আগুন ধরে যায় এবং তীব্র গতিতে সেটি সবকিছু ভেঙেচুরে মাঠের পাশে থাকা একটি দোতলা ভবনের ভেতর ঢুকে পড়ে। আগুনের গোলায় পরিণত হওয়া বিধ্বস্ত উড়োজাহাজটি চারপাশের সব কিছু নিয়ে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে উঠে যাচ্ছে। এ ভয়াবহ দুর্ঘটনায় এখন পর্যন্ত ৩২ জন নিহত ও ১৬৫ জন আহত হয়েছেন। হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া হতাহত ব্যক্তিদের প্রায় সবাই শিশু। আহত ব্যক্তিদের বেশির ভাগের শরীরের অনেকাংশ পুড়ে যাওয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা হয়তো আরও বাড়বে। দেশে দেশে সামরিক উড়োজাহাজ ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে আগেও পড়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে প্রাণঘাতী ১০টির সামরিক উড়োজাহাজ দুর্ঘটনা একনজরে দেখে নেওয়া যাক।

১ ইলিউশন ইল—৭৬ সামরিক উড়োজাহাজ দুর্ঘটনা (২০০৩) ২০০৩ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি, ইরানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের কেরমানের কাছে দেশটির অভিজাত বাহিনী ইরান রেভল্যুশনারি গার্ডের একটি ইলিউশন ইল—৭৬ সামরিক পরিবহন উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয় এবং এতে থাকা ২৭৫ সেনাসদস্য ও ক্রুর সবাই নিহত হন।

উড়োজাহাজটি উড্ডয়নের এক ঘণ্টা পর কেরমান বিমানবন্দরে খারাপ আবহাওয়ার কারণে জরুরি অবতরণের অনুরোধ জানায়। এর পরই রাডার থেকে উড়োজাহাজটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং একটি পাহাড়ি এলাকায় আছড়ে পড়ে। এটি ইরানের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাণঘাতী সামরিক উড়োজাহাজ দুর্ঘটনা। ২ অ্যারো এয়ার ফ্লাইট দুর্ঘটনা (১৯৮৫)

উড়োজাহাজটিতে করে মিসরের কায়রো থেকে মার্কিন সেনাদের যুক্তরাষ্ট্রের কেন্টাকিতে তাদের ঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ওই সামরিক পরিবহণ উড়োজাহাজটি নিজের গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেনি। ১৯৮৫ সালের ১২ ডিসেম্বর সকালে উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পরই সেটি বিধ্বস্ত হয়। ভয়াবহ ওই দুর্ঘটনায় উড়োজাহাজে থাকা ২৪৮ আরোহী ও ৮ জন ক্রুর সবাই নিহত হন। উড়োজাহাজটি কানাডার আকাশে বিধ্বস্ত হয়েছিল। এটিকে এখন পর্যন্ত কানাডায় বিধ্বস্ত হওয়া সবচেয়ে প্রাণঘাতী উড়োজাহাজ দুর্ঘটনা ধরা হয়। অ্যারো এয়ার ফ্লাইট ১২৮৫আর দুর্ঘটনাটি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ সামরিক বিমান দুর্ঘটনা। এটি ছিল আন্তর্জাতিক চার্টার ফ্লাইট। উড়োজাহাজটিতে করে মিসরের কায়রো থেকে মার্কিন সেনাদের যুক্তরাষ্ট্রের কেন্টাকিতে তাদের ঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ৩ খাম ডাক সি—১৩০ উড়োজাহাজ (১৯৬৮) যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীর লকহিড সি—১৩০বি হারকিউলিস উড়োজাহাজ খাম ডাক যুদ্ধের সময় দক্ষিণ ভিয়েতনামি নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়ার কাজে অংশ নিচ্ছিল। দুর্ঘটনার কবলে উড়োজাহাজটিতে ভিয়েতনামের ১৮৩ নাগরিক ও সামরিক বাহিনীর ৬ জন কর্মী ছিলেন। তাঁদের সবাই ওই দুর্ঘটনায় নিহত হন। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় প্রায় ১৫ শতাংশের বেশি সি---১৩০ হারকিউলিস উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়েছি বা হারিয়ে গিয়েছিল। দুর্ঘটনায় পড়া উড়োজাহাজটিতে ভিয়েতনামের ১৮৩ নাগরিক ও সামরিক বাহিনীর ৬ জন কর্মী ছিলেন। তাঁদের সবাই ওই দুর্ঘটনায় মারা যান। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় প্রায় ১৫ শতাংশের বেশি সি-১৩০ হারকিউলিস উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়েছি বা হারিয়ে গিয়েছিল। ৪ টান সন নিউট সি—৫ সামরিক উড়োজাহাজ (১৯৭৫) ১৯৭৫ সালে অপারেশন বেবিলিফটে অংশ নেওয়া একটি লকহিড সি—৫এ গ্যালাক্সি উড়োজাহাজ জরুরি অবতরণের সময় দুর্ঘটনায় পতিত হয় এবং ১৩৪ আরোহী নিহত হন। দক্ষিণ ভিয়েতনামের টান সন নিউট বিমানঘাঁটির রানওয়েতে ওই দুর্ঘটনা ঘটেছিল। পরে দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে উড়োজাহাজটির নিয়ন্ত্রণ হারানোর কথা উল্লেখ করা হয়। এটি ছিল সি---৫ গ্যালাক্সির প্রথম প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা এবং ভিয়েতনামে হওয়া ভয়াবহ সামরিক উড়োজাহাজ দুর্ঘটনা। এটি ৫ তাচিকাওয়া এয়ার ডিজাস্টার (১৯৫৩) এ উড়োজাহাজ দুর্ঘটনাটি ঘটে ১৯৫৩ সালে। ওই বছর গ্রীষ্মকালে একটি ডগলাস সি—১২৪ উড়োজাহাজ জাপানের তাচিকাওয়া থেকে রওনা হয়েছিল। কিন্তু উড্ডয়নের তিন মিনিটের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের মালিকানাধীন সামরিক উড়োজাহাজটি বিধ্বস্ত হয় এবং সেটিতে থাকা ১২৯ যাত্রী ও ক্রুর সবাই নিহত হন। এ দুর্ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ১০ বছরের বেশি সময় ধরে সবচেয়ে প্রাণঘাতী সামরিক উড়োজাহাজ দুর্ঘটনা ছিল। পরে ১৯৬৮ সালের খাম ডাক উড়োজাহাজ বিধ্বস্তের ঘটনায় প্রাণহানি এ দুর্ঘটনাকে ছাড়িয়ে যায়। ২০১৭ সালের ৭ জুন, মিয়ানমার বিমানবাহিনীর একটি শানসি ওয়াই-৮-২০০এফ পরিবহণ উড়োজাহাজ মিয়েক থেকে ইয়াঙ্গুনগামী পথে সাগরে বিধ্বস্ত হয়। উড়োজাহাজে ১২২ জন সামরিক সদস্য ও তাঁদের পরিবার ছিল। বৈরী আবহাওয়ার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উড়োজাহাজটি বিধ্বস্ত হয় এবং সবাই নিহত হন।

৬ লকহিড সি—১৩০ হারকিউলিস দুর্ঘটনা (২০০৫) ২০০৫ সালের ৬ ডিসেম্বর ইরানের রাজধানী তেহরানে একটি সামরিক পরিবহণ উড়োজাহাজ একটি ১০ তলা ভবনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে বিধ্বস্ত হয়। লকহিড সি—১৩০ হারকিউলিস উড়োজাহাজটি ইরানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যমের সাংবাদিকদের নিয়ে দক্ষিণ ইরানে একটি সামরিক মহড়ার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। উড্ডয়নের পরই সেটির ইঞ্জিনে সমস্যা দেখা দেয় এবং পাইলট জরুরি অবতরণের অনুমতি চেয়ে নিয়ন্ত্রণকক্ষে বার্তা পাঠান। কিন্তু অবতরণের আগেই সামরিক উড়োজাহাজটি বিধ্বস্ত হয় এবং ৯৪ আরোহীর সবাই নিহত হন। তাঁদের মধ্যে ৮৪ জন যাত্রী ও ১০ জন ক্রু ছিলেন। এ ছাড়া ভবন ও আশপাশের এলাকায় থাকা কমপক্ষে আরও ২১ জন নিহত হন। ফলে মোট মৃত্যু ১১৫ জনে গিয়ে দাঁড়ায়। এ দুর্ঘটনা ইরানের ইতিহাসে অন্যতম প্রাণঘাতী সামরিক উড়োজাহাজ দুর্ঘটনা হিসেবে বিবেচিত। ৭ মিয়ানমার সামরিক উড়োজাহাজ দুর্ঘটনা (২০১৭) ২০১৭ সালের ৭ জুন, মিয়ানমার বিমানবাহিনীর একটি শানসি ওয়াই—৮—২০০এফ পরিবহন উড়োজাহাজ মিয়েক থেকে ইয়াঙ্গুনগামী পথে সাগরে বিধ্বস্ত হয়। বিমানে ১২২ জন সামরিক সদস্য ও তাঁদের পরিবার ছিল। বৈরী আবহাওয়ার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উড়োজাহাজটি বিধ্বস্ত হয় এবং সবাই নিহত হন। বিমানের পাইলট ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল নিয়েন চ্যান এবং সহকারী পাইলট ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল সো থু উইন ও মেজর থান্ট জিন থেই। যাত্রী তালিকা অনুযায়ী, উপকূলীয় অঞ্চল কমান্ড ও মিয়েক বিমানঘাঁটির ছয়জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, তাঁদের মধ্যে তিনজন মেজর এবং আরও ২৯ জন সামরিক সদস্য দুর্ঘটনা কবলিত সামরিক উড়োজাহাজে ছিলেন। ৮ স্মোলেনস্ক উড়োজাহাজ দুর্ঘটনা (২০১০) ২০১০ সালের ১০ এপ্রিল, পোলিশ এয়ারফোর্সের তুপোলেভ তু—১৫৪ উড়োজাহাজটি রাশিয়ার স্মোলেনস্কের কাছে বিধ্বস্ত হয়। উড়োজাহাজটিতে পোল্যান্ডের সে সময়ের প্রেসিডেন্ট লেখ কাচিনস্কি, তাঁর স্ত্রী, উচ্চপদস্থ সামরিক ও রাজনৈতিক কর্মকর্তাসহ ৯৬ আরোহী ছিলেন। এটি পোলিশ সামরিক বাহিনীর পরিবহন বিমান ছিল। লেখ কাচিনস্কি একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সফরে যাচ্ছিলেন। পরে দুর্ঘটনার তদন্তে বলা হয়, চরম বিরূপ আবহাওয়া ও পাইলটদের অবতরণের ভুলের কারণে উড়োজাহাজটি বিধ্বস্ত হয়। ৯ ফেয়ারচাইল্ডসি—১২৩বি সামরিক উড়োজাহাজ দুর্ঘটনা (১৯৬৫) ১৯৬৫ সালের ১১ ডিসেম্বর, ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় একটি ফেয়ারচাইল্ড সি—১২৩বি সামরিক উড়োজাহাজ দুর্ঘটনায় পড়ে। উড়োজাহাজটি তুয় হোয়া বিমানঘাঁটিতে যাচ্ছিল। পথে পাহাড়ের চূড়ার ওপর থাকা গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে উড়োজাহাজটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিধ্বস্ত হয়। উড়োজাহাজটিতে ৪ মার্কিন সেনা ও ৮০ জনের বেশি দক্ষিণ ভিয়েতনামি প্যারাট্রুপার ছিলেন, যাঁদের সবাই নিহত হন। যদিও অন্যান্য সামরিক উড়োজাহাজ দুর্ঘটনার মতো বিস্তারিত তথ্য এ দুর্ঘটনায় পাওয়া যায় না। এটি ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় ঘটে যাওয়া সবচেয়ে প্রাণঘাতী দুর্ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি। ১৯৭৮ সালের ১৯ নভেম্বর, ভারতের লেহ বিমানবন্দরের কাছে একটি সামরিক পরিবহন উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়। অ্যান্টোনোভ এএন-১২বি উড়োজাহাজটি চণ্ডীগড় থেকে লেহ যাত্রা করছিল। ১০অ্যান্টোনোভ এএন—১২বি দুর্ঘটনা (১৯৭৮) ১৯৭৮ সালের ১৯ নভেম্বর, ভারতের লেহ বিমানবন্দরের কাছে একটি সামরিক পরিবহন উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়। অ্যান্টোনোভ এএন---১২বি উড়োজাহাজটি চণ্ডীগড় থেকে লেহ যাত্রা করছিল। সেটি হিমালয়ের ১২ হাজার ৮৭০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত লেহ বিমানবন্দরে অবতরণের সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি কুঁড়েঘরে আঘাত করে। এতে এক নারী নিহত হন। দুর্ঘটনায় উড়োজাহাজে থাকা ৭৭ আরোহীর সবাই প্রাণ হারান। এটি ছিল ভারতের সামরিক বিমান ইতিহাসের অন্যতম প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার আগরতলায় সিপিএম কার্যালয়ে মনচন্দা দিবস পালিত হয়।

২৬তম কারগিল বিজয় দিবস উদযাপন করল ভারতীয় সেনাবাহিনী

দ্রাস, ২৬ জুলাই : গোটা জাতি যখন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে ১৯৯৯ সালের কারগিল যুদ্ধে শহিদ হওয়া বীর জওয়ানদের, ভারতীয় সেনাবাহিনী গভীর গৌরব ও শ্রদ্ধায় উদযাপন করল ২৬তম কারগিল বিজয় দিবস। দ্রাসের কারগিল যুদ্ধ স্মৃতিসৌধে দু'দিনব্যাপী এই প্রধান অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে অংশ নেন কেন্দ্রীয় শ্রম ও যুব কল্যাণমন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডাভিয়া, প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী শ্রী সঞ্জয় শেঠ, লাদাখের লেফটেন্যান্ট গভর্নর শ্রী কভিন্দর গুপ্ত এবং সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। অনুষ্ঠানে অংশ নেন শীর্ষ সামরিক ও বেসামরিক আধিকারিক, ভীর নরী, শহিদদের পরিবার এবং সাধারণ মানুষ। শহিদ ৫৪৫ জন জওয়ানের স্মরণে প্রজ্বলিত হয় ৫৪৫টি দীপ, এবং সেনা প্রধানের হাত ধরে উদ্বোধন হয় একাধিক 'লিগেসি প্রকল্প' যেমন ইন্ডাস ভিউ পয়েন্ট, ই-শ্রদ্ধাঞ্জলি পোর্টাল এবং কিউ আর-ভিত্তিক অডিও গেটওয়ে। এছাড়াও, সেনাবাহিনী আধুনিক ভারত গঠনে তাদের ভূমিকা তুলে ধরে প্রদর্শন করে উন্নত যুদ্ধপ্রযুক্তি ও নতুন উদ্ভাবন, যার মধ্যে ছিল ড্রোন, নজরদারি ও মোবিলিটি সিস্টেম।

২৫ জুলাই শুরু হয় যুদ্ধ স্মরণ সভা ও 'শৌর্য সন্ধ্যা'। দ্রাসের লামোচেন ভিউ পয়েন্টে যুদ্ধক্ষেত্রের পটভূমিতে আয়োজিত হয় এক স্মরণীয় যুদ্ধ ব্রিফিং অনুষ্ঠান, যেখানে প্রাক্তন এবং বর্তমান সেনা সদস্যরা ভাগ করে নেন তাঁদের অভিজ্ঞতা, সাহস এবং আত্মত্যাগের কাহিনি। এরপরে শহিদদের পরিবারবর্গকে সংবর্ধনা জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা, এবং অনুষ্ঠিত হয় 'বিজয় ভোজ', একটি ঐক্যবদ্ধ স্মারক আহার অনুষ্ঠান। সেনা ব্যান্ড পরিবেশিত করে 'গৌরব গাথা', যা সঙ্গীতের মাধ্যমে তুলে ধরে বীরত্বগাথা। পাঁচটি প্রধান ধর্মের ধর্মগুরুরা শহিদদের আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় দীপ জ্বালিয়ে শহিদদের শ্রদ্ধা জানানো হয়, এবং ৯ জন শহিদের পরিবারকে সংবর্ধিত করেন উত্তর কমান্ডের জিওসি-ইন-চিফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল প্রতীক শর্মা।

২৬ জুলাই কারগিল বিজয় দিবসে স্মৃতিসৌধে অনুষ্ঠিত হয় পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মূল অনুষ্ঠান। সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী তাঁর ভাষণে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, "ভারত শান্তিপ্রিয় দেশ হলেও যেকোনো প্ররোচনার মোকাবিলায় দেশ প্রস্তুত।" তিনি তুলে ধরেন সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া 'রুদ্র' ব্রিগেড, 'ভৈরব' কমান্ডো ইউনিট, 'শক্তিবান' আর্টিলারি রেজিমেন্ট, 'দিব্যাস্ত্র' ব্যাটারি এবং ড্রোন সজ্জিত পদাতিক বাহিনীযা সেনাবাহিনীকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করছে। সেনাবাহিনীর তরফ থেকে দেশগঠনে অবদান যেমন সীমান্ত উন্নয়ন, পর্যটন, অর্থনীতি ও ভেটেরান কল্যাণের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, "ভবিষ্যতের 'বিকসিত ভারত' গঠনে সেনা সদস্যরা সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।"

এই বছর বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে সেনাবাহিনীর ৩৭টি দল ৫৪৫ জন শহিদের পরিবারবর্গের বাড়ি গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে, যা তাঁদের মধ্যে গর্ব ও আবেগের সঞ্চার ঘটায়। ডিজিটাল ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে কারগিল যুদ্ধের প্রধান অধ্যায়গুলি তুলে ধরা হয় তরুণ প্রজন্মের কাছে। এছাড়াও, কারগিল, দ্রাস ও বাটালিক সেক্টরে আয়োজিত হয় নানা অ্যাডভেঞ্চার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যেখানে অংশ নেন স্থানীয় বাসিন্দা, প্রাক্তন সেনা ও শিক্ষার্থীরা।

কারগিল যুদ্ধ স্মৃতিসৌধে যখন জাতীয় পতাকার আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছিল, তখন তা যেন ঘোষণা করছিলশহিদদের স্মৃতি শুধু পাথরে নয়, জাতির হৃদয়ে চিরন্তনভাবে খোদাই হয়ে রয়েছে। ২৬তম কারগিল বিজয় দিবস শুধু ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা নয়, এক অঙ্গীকারএই দেশ, এর স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব চিরকাল অটুট থাকবে।

অসমে কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে কার্গিল বীরদের মহিমা গাওয়া হল

গুয়াহাটি, ২৬ জুলাই : আজ ভারত গভীর শ্রদ্ধা ও দেশপ্রেমের সঙ্গে কার্গিল বিজয় দিবস পালন করেছে, যা ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধে ভারতের চূড়ান্ত বিজয় এবং 'অপারেশন বিজয়'-এর সফলতার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ছিল। এই দিনটি বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়, কারণ ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী পাক অধিকৃত উঁচু উচ্চতার পোস্টগুলি পুনরুদ্ধার করে এবং লাইন অফ কন্ট্রোল (এলওসি)-এর মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।

অসম রাজ্যে, গুয়াহাটি শহরের ডিঘলিপুখুড়িতে সাইনিক কল্যাণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে কার্গিল যুদ্ধের শহীদ বীর সেনাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি মোমেন্টো প্রদান এবং মাল্যদান অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অসমের মাননীয় রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য্য। রাজ্যপাল পূর্ণ সামরিক সম্মান সহকারে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এর মধ্যে ছিল একটি বাজু কলা স্বাগত, ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (এনসিসি) গার্ডের পক্ষ থেকে জেনারেল স্যালুট এবং জাতীয় সঙ্গীত। পরবর্তী সময়ে, অমর যোদ্ধার প্রতি সম্মান জানিয়ে একটি মাল্যদান করা হয়।

অসম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পক্ষ থেকেও ব্রিগেডিয়ার পলাশ চৌধুরী (অবসরপ্রাপ্ত), সাইনিক কল্যাণ অধিদপ্তরের পরিচালক এবং একাধিক কার্গিল যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সেনা কর্মকর্তার মাধ্যমে মাল্যদান করা হয়। ভারতীয় সেনা, নৌবাহিনী এবং বায়ু বাহিনীর প্রতিনিধিরাও ফুলের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এছাড়া, কার্গিল যুদ্ধের শহীদ পরিবারের সদস্য, প্রাক্তন সেনা, বীর মাতা এবং বীর নারীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং তাদের আত্মত্যাগ ও সাহসিকতার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। কার্গিল যুদ্ধে ১৮ গ্রেনেডিয়ারের অধিনায়ক কর্নেল দিলীপ কুমার বোরা (অবসরপ্রাপ্ত) তার যুদ্ধের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন।

এদিন, বিশেষভাবে বীর নারী ও বীর মাতাদের সম্মানিত করা হয়। এই মহিলাদের শক্তি, সহনশীলতা এবং শহীদদের পরিবারের অগণিত আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রখ্যাত সামরিক ভেটেরানরা, যেমন লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর. পি. কলিতা, পিভিএসএম, ইউওয়াইএসএম, এভিএসএম, এসএম, ভিএসএম (অবসরপ্রাপ্ত) এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল পি. কেএ. ভরালি, ভিএসএম (অবসরপ্রাপ্ত) তাদের ভাষণে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর অভূতপূর্ব সাহস ও বীরত্বের কথা স্মরণ করেন।

রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য্য তার মূল বক্তব্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ত্যাগ, দেশপ্রেম এবং নিঃস্বার্থ কর্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, "তাদের ত্যাগ আমাদের জাতির ভাগ্য নির্ধারণ করেছে এবং কখনোই তা ভুলে যাওয়া উচিত নয়।"

অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনীর এনসিসি ক্যাডেটরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন এবং দেশপ্রেমিক গানে অংশ নেন, যা উপস্থিত সকলের মধ্যে গর্ব, সম্মান এবং ঐক্যের অনুভূতি সৃষ্টি করে।

এদিন, অরুণাচল প্রদেশের রাজ্যপাল কেটি পার্নাইক ২৫ জুলাই কার্গিল যুদ্ধের শহীদ সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তিনি বলেন, 'কার্গিল বিজয় দিবস শুধুমাত্র একটি বিজয়ের উৎসব নয়, এটি ভারতীয় সেনাবাহিনীর অসাধারণ সাহস, আত্মত্যাগ এবং দেশপ্রেমের একটি গভীর স্মরণ।'

তিনি আরো বলেন, 'অসম্ভব পরিস্থিতির মধ্যে এবং সবচেয়ে কঠিন ভৌগোলিক স্থানগুলিতে আমাদের সেনারা দাঁড়িয়ে ছিলেন মাতৃভূমির রক্ষা করতে, যা ভারতীয় আত্মা ও দেশপ্রেমের প্রকৃত প্রতিফলন।'

রাজ্যপাল কার্গিল বিজয় দিবসের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি সকল ভারতীয়কে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ এবং আত্মত্যাগের স্পিরিটে উদ্বুদ্ধ করবে বলেও আশা প্রকাশ করেন।

অরুণাচল প্রদেশের সীমান্ত রক্ষায় সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং রাজ্যের দূরবর্তী অঞ্চলগুলির উন্নয়নে সেনার অবদান তুলে ধরেন তিনি। তিনি সেনা কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান, তারা যাতে বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে যুদ্ধের প্রস্তুতি আরো শক্তিশালী করেন।

তিনি বলেন, 'সম্ভাব্য হুমকির আগাম সতর্কতা নেওয়া এখন একটি অপরিহার্য ব্যাপার, এটি কোনো অপশন নয়,'এবং আধুনিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির গুরুত্ব তুলে ধরেন।গণসংযোগ এবং সাম্ভাবনা প্রকল্পের অংশ হিসেবে সেনাবাহিনী যে এলাকার জনগণের মধ্যে আস্থা এবং সম্পর্ক গড়ে তুলছে, সেই প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন রাজ্যপাল। তিনি সেনাবাহিনীর এ ধরনের প্রচেষ্টা আরও বাড়ানোর জন্য উতাহিত করেন।এদিন, ২ মাউন্টেন ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল ভি এস দেশপান্ডে রাজ্যপালকে তাদের বিভাগের অপারেশনাল কাজ এবং সাম্ভাবনা প্রকল্প সম্পর্কে ব্রিফ করেন।

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে অনিশ্চয়তা, দালাল স্ট্রিটে সতর্ক থাকার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই: ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে চলমান অনিশ্চয়তার মধ্যে গত সপ্তাহে ভারতীয় শেয়ারবাজারে ব্যাপক দরপতন দেখা গেছে। নিফটি ৫০ সূচক তার সাপ্তাহিক উচ্চতা থেকে প্রায় ৪০০ পয়েন্ট কমে ২৪,৯০০-এর ৫০-ডিইএমএ সাপোর্টের নিচে বন্ধ হয়েছে। প্রধান বেঞ্চমার্ক ও বৃহত্তর বাজার সূচকে আরও নিম্নমুখী প্রবণতার আশঙ্কার মধ্যে, বিশেষজ্ঞরা খুচরা বিনিয়োগকারীদের ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির 'উচ্ছ্বাস' থেকে বেরিয়ে আসার পরামর্শ দিয়েছেন। তারা বিনিয়োগকারীদের সতর্ক করেছেন যে, চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও ট্রাম্পের শুল্কের বাস্তবতা উপেক্ষা করা উচিত নয়। তাদের মতে, চুক্তি স্বাক্ষর দালাল স্ট্রিটে সাময়িক উচ্ছ্বাস তৈরি করলেও, চুক্তি-পরবর্তী ট্রাম্পের শুল্ক বাজারকে প্রভাবিত করবে।

এসইবিআই-নিবন্ধিত ফান্ডামেন্টাল মার্কেট অ্যানালিস্ট অবিনাশ গোরাক্ষকর খুচরা বিনিয়োগকারীদের ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির উচ্ছ্বাস সম্পর্কে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়ে বলেন, 'ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি উভয় অর্থনীতির স্বার্থ নিশ্চিত করার বিষয়ে। ভারতের আইটি, ফার্মা এবং বস্ত্র শিল্পের জন্য কী পাওয়া যাচ্ছে, সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। যদি চুক্তিটি ভারতীয় আইটি, ফার্মা এবং বস্ত্র শিল্পের স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হয়, তাহলে দালাল স্ট্রিটে আরও বড় পতন দেখতে পারি।'

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও ট্রাম্পের শুল্কের বাস্তবতা তুলে ধরে অবিনাশ গোরাক্ষকর বলেন, 'বাজারের উচ্ছ্বাস সত্ত্বেও, বাস্তবতা হলো গত বছরের ৩১শে ডিসেম্বরে, আমদানি করা পণ্যের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গড় সম্মিলিত শুল্ক ছিল প্রায় ২.৫। সুতরাং, যদি এটি প্রত্যাশিত ১৫-২০ সীমার মধ্যে এসেও দাঁড়ায়, তাহলেও কয়েক মাস আগের তুলনায় এটি কমপক্ষে ছয় গুণ বেশি হবে এবং ১৯৩০-এর দশক থেকে এটি সর্বোচ্চ হবে।'

জিওজিত ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের প্রধান বিনিয়োগ কৌশলবিদ ভি.কে. বিজয়াকুমার খুচরা বিনিয়োগকারীদের ট্রেডিং অংশীদারদের বিরুদ্ধে আপেক্ষিক শুল্ক দেখার পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, 'মূল বিষয়টা পরম শুল্ক হার নয়, বরং আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রেডিং পার্টনারদের তুলনায় আপেক্ষিক শুল্ক। সাম্প্রতিক বাণিজ্য চুক্তিগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ার উপর ১৯ এবং ভিয়েতনামের উপর ২০ শুল্ক আরোপ করেছে। বেশিরভাগ দেশের উপর ১৫ এর বেশি শুল্কের সম্ভাবনা রয়েছে।'

সুতরাং, যদি ভারত ১৫ থেকে ২০ এর মধ্যে একটি শুল্ক হার নিয়ে আলোচনা করতে সফল হয়, তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে এটিকে যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। ট্রাম্প প্রশাসনের কাছ থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করার এবং তার থেকে সুবিধা পাওয়ার জন্য একটি কম শুল্ক হার আশা করা যায় না, কারণ তারা "মাগা" নীতিতে মনোযোগী।

ভি.কে. বিজয়াকুমার বলেন, 'বর্তমান প্রবণতা ইঙ্গিত দেয় যে বেশিরভাগ দেশের জন্য ১৫ এর একটি বেস ট্যারিফ হার থাকবে। এমনকি যখন যুক্তরাজ্যের মতো দেশের জন্য বেস ট্যারিফ হার ১০ এর কম, তখনো ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামের মতো পণ্যের জন্য উচ্চতর হার প্রযোজ্য হয়।'

মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট সম্প্রতি অনুমান করেছেন যে, এই বছর শুল্ক রাজস্ব ৩০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে, যা মার্কিন জিডিপি-র প্রায় ১ এর সমতুল্য। গত বছরের ৩.৩ ট্রিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানির হিসাবে, ১৫ শুল্ক প্রায় ৫০০ বিলিয়ন ডলার বা জিডিপি-র ১.৫ এর বেশি রাজস্ব আদায় করতে পারে।

১৬তম অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান অরবিন্দ পানাগরিয়া সম্প্রতি বলেছেন যে, প্রস্তাবিত ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি একটি বড় উদ্দীপনা হবে, যা ভারতকে বিনিয়োগকারীদের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় গন্তব্যে পরিণত করবে এবং দেশটির উদারীকরণ ঘটাবে। পানাগরিয়া গত সপ্তাহে নিউইয়র্কে ভারতের কনস্যুলেট জেনারেল আয়োজিত একটি মতবিনিময় অনুষ্ঠানে বলেন, 'বর্তমানে চলমান অনেক কিছুই অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ।' তিনি আরও যোগ করেন, 'বিশেষ করে, আমি মার্কিন-ভারত বাণিজ্য চুক্তি যা নিয়ে আলোচনা চলছে, সেটির কথা উল্লেখ করতে চাই। এছাড়াও, ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন চুক্তিও।'

তিনি বলেন, একবার ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি হলে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথেও চুক্তি হবে এবং 'সেই দরজা খুব সহজে খুলে যাবে।' এই দুটি বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভারতের একটি উন্মুক্ত বাজার থাকবে। 'এই দুটি বৃহত্তম বাজার। যেকোনো ভবিষ্যৎ বিনিয়োগকারীর জন্য, এটি ভারতকে একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় গন্তব্যে পরিণত করে, কারণ কার্যকরভাবে, সীমান্তে যে ঘর্ষণ রয়েছে তা গলে যাবে এবং এটি একটি সম্পূর্ণ গেম চেঞ্জার হতে চলেছে,' পানাগরিয়া বলেছেন।

মৎস্য ও জলজ পালনে সহযোগিতা বাড়াতে ভারত ও মালদ্বীপের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

২৬ জুলাই, দিল্লি: মৎস্য ও জলজ পালন খাতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদার করতে ভারত ও মালদ্বীপের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ভারতের মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধজাত দ্রব্য মন্ত্রকের মৎস্য বিভাগ এবং মালদ্বীপের মৎস্য ও মহাসাগর সম্পদ মন্ত্রকের মধ্যে এই চুক্তিটি সম্পন্ন হয়েছে। এটি ২৫শে জুলাই, ২০২৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মালদ্বীপ রাষ্ট্রীয় সফরের সময় স্বাক্ষরিত ৬টি সমঝোতা স্মারকের একটি অংশ। এই অংশীদারিত্বের লক্ষ্য হলো টেকসই টুনা ও গভীর সমুদ্রের মৎস্য চাষের প্রসার, জলজ পালন ও টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনার শক্তিশালীকরণ, মৎস্য-ভিত্তিক পরিবেশ-পর্যটনের উন্নয়ন এবং উভয় দেশে উদ্ভাবন ও বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে সমর্থন করা।

এই সমঝোতা স্মারকে উল্লেখিত প্রধান ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে মূল্য শৃঙ্খল উন্নয়ন, সামুদ্রিক চাষের অগ্রগতি, বাণিজ্য সহজীকরণ এবং মৎস্য খাতে সক্ষমতা বৃদ্ধি। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে, মালদ্বীপ তার মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কোল্ড স্টোরেজ পরিকাঠামোতে বিনিয়োগ করবে এবং হ্যাচারি উন্নয়ন, উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি এবং চাষকৃত প্রজাতির বৈচিত্র্যকরণের মাধ্যমে জলজ পালন খাতকে শক্তিশালী করবে। এছাড়াও, এই সমঝোতা স্মারকটি প্রশিক্ষণ ও জ্ঞান বিনিময়ের কর্মসূচির সুবিধা দেবে, যেখানে জলজ প্রাণীর স্বাস্থ্য, জৈব-নিরাপত্তা স্ক্রিনিং, জলজ পালন খামার ব্যবস্থাপনা এবং রেফ্রিজারেশন, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো বিশেষায়িত প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রগুলিতে দীর্ঘমেয়াদী দক্ষতা বিকাশের উপর জোর দেওয়া হবে।

এই সহযোগিতা ভারত ও মালদ্বীপের মৎস্য শিল্পের জন্য আরও স্থিতিস্থাপক, উদ্ভাবনী এবং টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ১০৯টি মামলার শুনানির জন্য এনএইচআরসি''র হায়দ্রাবাদে ''খোলা শুনানি ও ক্যাম্প সিটিং'' আয়োজন

নতুন দিল্লি, ২৬ জুলাই : ভারতের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আগামী ২৮-২৯ জুলাই, ২০২৫ তারিখে হায়দ্রাবাদে দুই দিনব্যাপী ''খোলা শুনানি ও ক্যাম্প সিটিং'' আয়োজন করতে চলেছে। তেলেঙ্গানার ১০৯টি মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি ঘটাতে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

২৮শে জুলাই, ২০২৫ তারিখে সকাল ১০টা থেকে হায়দ্রাবাদের জুবিলি হিলস-এর এমসিআর এইচআরডি ইনস্টিটিউটে এই শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। এনএইচআরসি-র চেয়ারপার্সন, বিচারপতি ভি. রামাসুব্রামানিয়ান, সদস্য বিচারপতি (ড.) বিদ্যুত রঞ্জন সারেঙ্গী এবং বিজয়া ভারতী সায়ানি অভিযোগকারী ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে মামলাগুলির শুনানি করবেন। এনএইচআরসি, ভারতের সেক্রেটারি জেনারেল ভারত লাল, ডিরেক্টর জেনারেল (তদন্ত) আর.পি. মীনা, রেজিস্ট্রার (আইন) যোগিন্দর সিং এবং অন্যান্য ঊর্ধতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত থাকবেন।

এই শুনানিতে যে সকল মামলার বিষয়গুলি উত্থাপন করা হবে তার মধ্যে রয়েছে পুলিশ কর্মীদের দ্বারা ক্ষমতার অপব্যবহার, সরকারের বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা প্রদানে অস্বীকার, কারাগারের অনিয়ম, তফসিলি জাতি ও উপজাতির মানুষের মানবাধিকার রক্ষায় অবহেলা, রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের অধিকার, নারী অধিকার (বিশেষ করে গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা সহ) এবং মানব পাচার ইত্যাদি।

পরের দিন, ২৯শে জুলাই, ২০২৫ তারিখে সকাল ১১টায় কমিশন রাজ্য সরকারের ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করবে। এর উদ্দেশ্য হলো মানবাধিকারের বিভিন্ন বিষয় এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকারদের দ্রুত ন্যায়বিচার প্রদানের গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁদের সংবেদনশীল করা। কমিশন সমাজ ও বিভিন্ন স্তরের মানুষের কল্যাণের জন্য তাদের বিভিন্ন পরামর্শের ভিত্তিতে তেলেঙ্গানা সরকার এবং তার সংস্থাগুলির নেওয়া সক্রিয় পদক্ষেপগুলিও পর্যালোচনা করবে।

এরপর দুপুর ২টায় কমিশন সুশীল সমাজের সংগঠন, এনজিও এবং মানবাধিকার রক্ষকদের প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করবে রাজ্যের মানবাধিকার সম্পর্কিত সমস্যাগুলি বুঝতে। এই বৈঠকের পর বিকেল ৩:৩০ মিনিটে একটি সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে ক্যাম্প সিটিং-এর ফলাফল সম্পর্কে জানানো হবে। এর ফলে রাজ্যের মানবাধিকার সমস্যা এবং এনএইচআরসি দ্বারা গৃহীত পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে ব্যাপক তথ্য প্রচার করা সম্ভব হবে।

এনএইচআরসি, ভারত ২০০৭ সাল থেকে বিভিন্ন রাজ্যে সময়ে সময়ে ক্যাম্প সিটিং করে আসছে, যাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকারদের ঘটনাস্থলেই দ্রুত ন্যায়বিচার প্রদান করা যায়। গত সপ্তাহে, তারা ওড়িশার ভুবনেশ্বরে একটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ ''খোলা শুনানি ও ক্যাম্প সিটিং'' আয়োজন করেছিল। এর আগে, উত্তর প্রদেশ, বিহার, কর্ণাটক, গুজরাট, আসাম, মেঘালয়, ছত্তিশগড়, মণিপুর, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, কেরালা, পুদুচেরি, অন্ধ্রপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, আন্দামান ও নিকোবর, নাগাল্যান্ড, উত্তরাখণ্ড, রাজস্থান, অরুণাচল প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু এবং মহারাষ্ট্রেও ''ক্যাম্প সিটিং'' অনুষ্ঠিত হয়েছে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- e-PT-4/EE/ RDUD/G/2025-2026 DATED- 23-07-2025

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, R.D Udaipur Division, Udaipur,Gomati District invites percentage rate e-tender from the eligible Bidders up to 15.00 Hrs on 31-07-2025 for the following work-

1. Hiring Charges for Centering Shuttering including strutting propping complete for casting of RCC for any construction work against various Scheme under the jurisdiction of RD Udaipur Division.

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact by e-mail to rdud.division@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/161525

(Er. T.K. Sarkar)
Executive Engineer R.D Udaipur
Division Gomati District, Tripura.

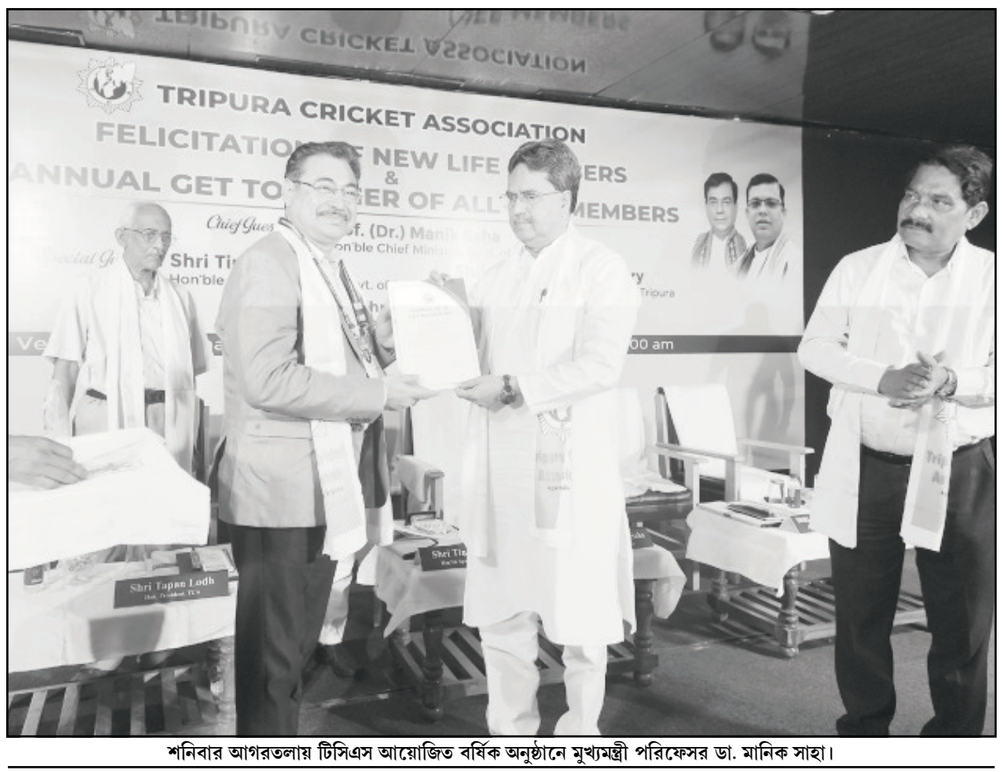

শনিবার আগরতলায় টিসিএস আয়োজিত বর্ষিক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী পরিফেসর ডা. মানিক সাহা।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

ওজন কমাতে সাইকেলিং জগিং নাকি

ওজন কমানোর জন্য জগিং এবং সাইকেল চালানো অন্যতম জনপ্রিয় এবং কার্যকর উপায়।তবে প্রশ্ন হলো, এই দুটি কার্যকলাপের মধ্যে কোনটি বেশি উপকারী এবং কাদের জন্য কোনটি আদর্শ? চলুন জেনে নেওয়া যাক:

জগিং

জগিং বা দৌড়ানো, শরীরের মোট পেশী গ্রুপের সাথে কাজ করে এবং এটি একদিকে যেমন ক্যালোরি পোড়াতে সহায়ক, তেমনি হৃদযন্ত্রের কার্যক্ষমতাও উন্নত করে।

উপকারিতা

ক্যালোরি পোড়ানো: জগিং দ্রুত ক্যালোরি পোড়াতে সহায়তা করে, কারণ এটি আপনার পুরো শরীরের পেশীকে সক্রিয় করে তোলে। প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৪৫০ থেকে ৭০০ ক্যালোরি পোড়া সম্ভব, নির্ভর করে আপনার গতি এবং শারীরিক অবস্থার উপর।

হৃৎপিণ্ডের স্বাস্থ্য: এটি হৃদপিণ্ডের গতি বাড়িয়ে, সুষম রক্ত সঞ্চালনে সহায়তা করে, যার ফলে হার্টের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে।

মানসিক চাপ কমানো: দৌড়ানোর ফলে শরীরের এন্ডোরফিন নামক হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, যা মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে।

হাড়ের স্বাস্থ্য: এটি হাড়ের ঘনত্ব বাড়াতে সাহায্য করে এবং অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধে সহায়ক।

সতর্কতা জমি থেকে শক লাগা: দীর্ঘ সময় ধরে জগিং করার ফলে হাঁটু, কোমর ও পায়ে চাপ পড়তে পারে, বিশেষত যদি পৃষ্ঠ অখণ্ড না হয়। শুরুতে সাবধানতা: যারা নতুন, শারীরিক সমস্যা বা অতিরিক্ত ওজনের অধিকারী, তাদের জন্য দৌড়ানো শুরুতে কিছুটা কঠিন হতে পারে।

সাইকেল চালানো

সাইকেল চালানো একটি শক্তিশালী ও কম আঘাতজনক কার্যকলাপ। এটি বিভিন্ন শারীরিক উপকারিতা প্রদান করে এবং বিশেষ করে নন-ইনভেসিভ মানসিক ও শারীরিক উপকারিতা রয়েছে।

উপকারিতা

কম ঝুঁকি: সাইকেল চালানো সাধারণত কোমর, হাঁটু ও অন্যান্য পেশীতে কম চাপ ফেলে। এতে শরীরের কম্পন কম হওয়ার কারণে ইনজুরি হওয়ার সম্ভাবনা কম।

কার্ডিওভাসকুলার উপকারিতা: সাইকেল চালানো হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করে এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের সক্ষমতা বাড়ায়।

ক্যালোরি পোড়ানো: সাইকেল চালানোর মাধ্যমে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৪০০ থেকে ৬০০ ক্যালোরি পোড়ানো সম্ভব, তবে এর ফলাফল কিছুটা ধীর হতে পারে জগিংয়ের তুলনায়। পেশী টোনিং: সাইকেল চালানোর মাধ্যমে পায়ের পেশীগুলি বিশেষত হ্যামস্ট্রিংস, কুইডস ও গ্লুটস শক্তিশালী হয়।

সতর্কতা স্থির থাকা: যদি আপনি দীর্ঘসময় সাইকেল চালান, তবে একটানা বসে থাকা, বা সঠিকভাবে সাইকেল চালাতে না পারা কোমরের জন্য সমস্যা তৈরি করতে পারে।

সরঞ্জাম এবং সেটিংস: সাইকেলের সঠিক সাইজ এবং সঠিক পোজিশন নিশ্চিত না করলে শরীরের অন্যান্য অংশে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। কাদের জন্য কোনটি উপকারী? যারা দ্রুত ফল চান: যদি আপনি দ্রুত ক্যালোরি পোড়াতে চান এবং শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে চান, তবে জগিং হতে পারে আপনার জন্য আদর্শ। এটি তুলনামূলকভাবে দ্রুত ক্যালোরি পোড়ায় এবং সারা শরীরের ফিটনেস বাড়াতে সহায়তা করে। যারা ইনজুরি থেকে সতর্ক থাকতে চান: যদি আপনার হাঁটু বা কোমর সংক্রান্ত সমস্যা থাকে বা আপনি কোনো ইনজুরি থেকে সেরে উঠছেন, তবে সাইকেল চালানো হতে পারে ভালো বিকল্প। এটি কম চাপ ফেলে এবং আরো সহজে করা যায়। যারা দীর্ঘসময় ধরে ফিটনেস বজায় রাখতে চান: সাইকেল চালানো দীর্ঘ সময় ধরে চালানো সম্ভব এবং এর মাধ্যমে অনেক মানুষ তাদের স্ট্যামিনা বাড়াতে সক্ষম হয়। এটি একটি মজাদার এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ উপায়।

যারা বিভিন্ন পেশী গঠন করতে চান: সাইকেল চালানো বিশেষত পায়ের পেশী শক্তিশালী করে, তবে জগিং আপনার শরীরের অধিকাংশ পেশীকে কাজে লাগায়, তাই এটি বেশি উপকারী হতে পারে।

কোনটি বেছে নেবেন?

দুটি কার্যকলাপই উপকারী এবং স্বাস্থ্যকর, তবে আপনার শারীরিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে আপনি কোনটি বেছে নেবেন তা নির্ধারণ করতে হবে। যদি আপনি দ্রুত ওজন কমাতে চান এবং আপনার শরীরের অবস্থা অনুমতি দেয়, তবে জগিং শুরু করতে পারেন। অন্যদিকে, যদি আপনি কম আঘাতে ও দীর্ঘ সময় ধরে ফিটনেস বজায় রাখতে চান, তবে সাইকেল চালানো আপনার জন্য আদর্শ হতে পারে। এটি মনে রাখা জরুরি যে, সঠিক ডায়েট, পর্যাপ্ত পানি পান এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিশ্চিত করলেই আপনি সেরা ফলাফল পেতে সক্ষম হবেন।

রাগ নিয়ন্ত্রণ করার কিছু উপায়

ভালোবাসা, দুঃখ-বেদনার মত রাগও একটি আবেগ। ছোট কিংবা বড় বিভিন্ন ঘটনায় আমরা রাগ প্রকাশ করি। কিন্তু এই আবেগটি বেশি প্রকাশ পেলে নানা বিপত্তি তৈরি হয়। অনেকেই রেগে গেলে ভাঙচুর করেন, উচ্চস্বরে চিৎকার করেন, এমনকি গায়ে হাতও তুলে ফেলেন। অতিরিক্ত রাগের প্রভাব পড়তে পারে ব্যক্তিজীবন, সামাজিক ও পেশাগত জীবনে। তাই আসুন জেনে নিই যে ১১ উপায়ে রাগ নিয়ন্ত্রণ করবেন-

কথা বলার আগে ভাবুন

প্রচণ্ড উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে চেষ্টা করতে হবে কোনো কিছু না বলতে। কারণ এমন মানুষ না ভেবে অনেক কিছু বলে থাকে। এতে সম্পর্ক কিংবা পরিস্থিতি খারাপের দিকে চলে যায়। মুহূর্তের উত্তেজনায় এমন কিছু বলা যাবে না যার জন্য পরবর্তীতে অনুশোচনা করতে হতে পারে। একবার শান্ত হয়ে তারপর উদ্বেগ প্রকাশ করা উচিত। অন্যদের আঘাত না করে বা তাদের নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা না করে, উদ্বেগ ও চাহিদা স্পষ্টভাবে এবং সরাসরি বলার চেষ্টা করতে হবে। কল্পনায় স্টপ সাইন দেখুন। এটি মূলত আবেগ থামানোর কথা মনে করিয়ে দেবে।

দ্রুত স্থান ত্যাগ করুন

হঠাৎ বেশি রাগ করে ফেললে সেই সময় ওই স্থান দ্রুত ত্যাগ করার চেষ্টা করতে হবে। যে মানুষটির ওপর আপনার রাগ তার কাছ থেকে কিছু সময়ের জন্য দূরে থাকলে কিছুক্ষণ পর রাগ নিজে থেকেই কমে আসতে পারে। নিজেকে পরাজিত মনে করবেন না। বরং ভাবুন আপনি রাগকে পরাজিত করে নিজে জয়ী হয়েছেন। স্থান ত্যাগ করা যদি সম্ভব না হয়, অবস্থান পরিবর্তন করুন। যেমন আপনি দাঁড়িয়ে থাকলে বসে পড়ুন।

নিজেকে বলুন ‘টাইমআউট’

টাইমআউট কেবল শিশুদের জন্য নয়। দিনের যে সময়গুলো সাধারণত চাপ পূর্ণ সেই সময়গুলোতে নিজের কাজ থেকে ছোট একটি বিরতি নিন। কিছুক্ষণের নীরবতা বিরক্ত বা রাগান্বিত না হয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হতে সাহায্য করে। নিজেকে কিছু সময়ের জন্য আলাদা রাখুন, একা থাকুন, ভাবুন রাগ কমে যাবে।

লিখে রাখুন

কোন পরিস্থিতিতে আপনি কেন রাগ করছেন বা কেমন প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন, কীভাবে আপনি অনুভূতিকে প্রকাশ করছেন সেগুলো একটি খাতায় লিখে রাখুন। কীভাবে আপনি আপনার রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান সেটিও লিখে ফেলুন এবং বারবার নোটটি পড়ুন।এই পদ্ধতিটি আপনাকে আপনার অনুভূতি প্রকাশ করার সুযোগ দেবে, পাশাপাশি নিজের রাগকে নিজেই নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি যোগাবে। কিছু ব্যায়াম করুন রাগের কারণ হতে পারে এমন চাপ কমাতে সাহায্য করে শারীরিক কার্যকলাপ বা ব্যায়াম। ধরুন রাগ আরও বেড়ে যাচ্ছে, তাহলে দ্রুত হাঁটুন বা দৌড়ান। অথবা অন্যান্য উপভোগ্য শারীরিক কার্যকলাপ করার জন্য কিছু সময় ব্যয় করুন। এটা অনেকেই নিজের অজান্তে করে থাকেন। ঘাড় ও কাঁধ ঘোরানোর মতো সহজ ব্যায়াম রাগ কমাতে সাহায্য করে। ধাপে ধাপে শরীরের প্রতিটি অংশে টান দিন এবং ধীরে ধীরে ছেড়ে দিন। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে এই ব্যায়াম করুন। অথবা সুযোগ পেলে একটু সাইকেল চালিয়ে নিন।

গভীর শ্বাস নিন, কল্পনা করুন

রাগ বাড়লে আমাদের নিশ্বাস ছোট ও দ্রুত হয়। এটা প্রতিহত করুন। নাক দিয়ে ধীরে শ্বাস নিন এবং মুখ দিয়ে ছাড়ুন। অথবা সংখ্যা গণনা করতে পারেন। অর্থাৎ ১ থেকে ১০ পর্যন্ত গুনুন। যদি খুব রেগে যান তাহলে ১০০ পর্যন্ত গুনুন। এতে আপনার হৃৎস্পন্দন ধীর হবে এবং রাগ অনেকটাই কমে আসবে। নিজেকে শান্ত করার জন্য একটি শব্দ বা বাক্য বারবার বলুন, যেমন, ‘শান্ত থাক’, ‘সব ঠিক হয়ে যাবে’, ‘নিজেকে সামলাও’, এমন কিছু। চোখ বন্ধ করে নিজেকে একটি শান্ত পরিবেশে কল্পনা করুন। কিছুক্ষণ চুপ থাকুন, ঠোঁট বন্ধ রাখুন।

উল্টো গণনা শুরু করুন

বহুকাল ধরে প্রচলিত এই প্রক্রিয়াটি রাগ নিয়ন্ত্রণে সত্যিই ভাল কাজ করে। মনে হচ্ছে কোন ঘটনায় আপনি বিরক্ত হচ্ছেন, ভেতরে ভেতরে রেগে যাচ্ছেন তখন পিছন দিক থেকে ১০০ গুনতে শুরু করুন। এটি সাময়িকভাবে আপনার মনোযোগকে সরিয়ে দেবে এবং কোনো নেতিবাচক চিন্তা করার আগে বেশ কিছুটা সময় পাওয়া যাবে রাগকে নিয়ন্ত্রণে আনার।

সম্ভাব্য সমাধানগুলো চিহ্নিত করুন

অনেক সময় এমন হয় যে, কারও কোনো কাজে রেগে গেছেন। কিন্তু সেই মানুষটি আপনার সামনে নেই। সে ক্ষেত্রে কাজটা সহজ। কিসের ওপর রাগ করেছেন তার ওপর মনোযোগ না দিয়ে, সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা করুন। যেমন সন্তানের অগোছালো ঘর দেখতে বিরক্ত লাগলে সেই ঘরের দরজাটা বন্ধ করে রাখুন কিছুক্ষণ। বাড়ির লোকজন প্রতি রাতে দেরিতে খাবার খেতে চাইলে সন্ধ্যার পরে খাবারের সময়সূচি নির্ধারণ করে দিন। সব জিনিস নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। নিজের বাধা ও ক্ষমতা দুটি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে রাখতে হবে। নিজের সম্পর্কে বাস্তববাদী হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। নিজেকে মনে করিয়ে দিন, রাগ কিছুই ঠিক করবে না বরং পরিস্থিতি আরও খারাপ করতে পারে। সমালোচনা করা বা দোষারোপ করা কেবল উত্তেজনা বৃদ্ধি করতে পারে। অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোন। কথা বলার ধরনে পরিবর্তন আনুন।

ক্ষমা করতে শিখুন

ক্ষমা একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। রাগ ও অন্যান্য নেতিবাচক অনুভূতিকে ইতিবাচক অনুভূতি দিয়ে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এতে নিজের তিক্ততা বা অন্যায়ের অনুভূতি ভুলে থাকা সম্ভব। যার ওপরে রাগ, তাকে ক্ষমা করে দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করে নিতে হবে নিজে নিজেই। মুখের ওপরে বলে যদি কাউকে ক্ষমা করতে না-ও পারেন, অন্তত মনে মনে তাকে ক্ষমা করার চেষ্টা করুন। তাহলে রাগ চলে যাবে।

কখন সাহায্য চাইতে হবে তা জানুন রাগ নিয়ন্ত্রণ করা শেখা মাঝে মাঝে চ্যালেঞ্জের বিষয় হতে পারে। যদি আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, আপনাকে এমন কিছু করতে বাধ্য করে যার জন্য আপনি অনুতপ্ত হতে পারেন, তাহলে রাগের সমস্যা সমাধানের জন্য সাহায্য নিন। কীভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করবেন তা আগে থেকে অনুশীলন করুন। আপনার জীবনে যা ভালো, তা মনে করুন। এটা রাগ প্রশমিত করতে সাহায্য করে।

মনোযোগ অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলুন। যিনি আপনাকে বুঝবেন। আবার যিনি আপনাকে উসকে দিতে পারে, তেমন বন্ধুর কাছ থেকে রাগের সময় দূরত্ব বজায় রাখুন। খুব ভালো বন্ধুর সঙ্গে রাগের কারণ নিয়ে আলোচনা করুন। এতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি পেতে পারেন। জার্নাল বা ডায়েরিতে মনের কথা লিখে ফেলুন। কী বলবেন তা না ভেবে লিখে ফেলুন, এতেও রাগ কমে যাবে। অথবা গান শুনুন। প্রিয় গান চালিয়ে দিন, হেডফোন পরুন বা গাড়িতে গিয়ে গান শুনুন। এতে রাগ সহজে দূর হবে। যার ওপর আপনি রেগে আছেন, তাকে উদ্দেশ্য করে একটি চিঠি বা ইমেইল লিখুন, তারপর মুছে ফেলুন। এতে মন হালকা হবে। সৃষ্টিশীল কিছুর মাধ্যমে রাগ প্রকাশ করুন। রাগ কাজে লাগান আঁকায়, কবিতায়, বাগান করায় অথবা সংগীত সৃষ্টিতে। সৃষ্টিশীলতা রাগ প্রশমনের শক্তিশালী মাধ্যম।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে কী করবেন

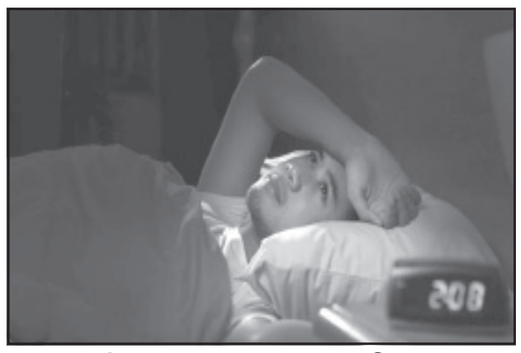

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যাওয়া খুবই পরিচিত সমস্যা। এটি অনেকেই নিয়মিতভাবে অনুভব করেন। তবে এ সমস্যা যদি দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে, তবে তা মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এর কারণ কী এবং কীভাবে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ তারেক রহমান। চলুন জেনে নিই মাঝরাতে ঘুম ভাঙার কারণগুলো এবং এর কার্যকর প্রতিকার সম্পর্কে। মাঝরাতে ঘুম ভাঙার সম্ভাব্য কারণ

মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা: আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মানসিক চাপ, কাজের চাপ বা ব্যক্তিগত জীবনের দুশ্চিন্তা ঘুমের সময়ও মস্তিষ্ককে শান্ত থাকতে বাধা দেয়। মস্তিষ্ক বারবার এই উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, ফলে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়। খারাপ ঘুমের অভ্যাস: অনিয়মিত ঘুমের সময়সূচি ঘুমের চক্রকে ব্যাহত করে। রাতে ঘুমানোর আগে মোবাইল বা ল্যাপটপ ব্যবহারের ফলে মস্তিষ্ক অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে। মোবাইলের নীল আলো মেলাটোনিন হরমোনের ক্ষরণ কমিয়ে দেয়, যা ঘুমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শরীরের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলো: ঘুমানোর আগে কফি, চা বা সিগারেট গ্রহণের ফলে ঘুম গভীর হয় না। স্লিপ অ্যাপনিয়া হলে ঘুমের মধ্যে বারবার শ্বাসকষ্ট অনুভূত হয়, যা ঘুম ভেঙে দেয়। বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে মেনোপজ বা মাসিক চক্রের সময় হরমোনের ওঠানামার কারণে ঘুমে ব্যাঘাত ঘটে।

বাইরের পরিবেশের প্রভাব: আশপাশের অতিরিক্ত শব্দ, তাপমাত্রার পরিবর্তন, বা ঘরের ভেতর অতিরিক্ত আলো থাকলেও ঘুম ভেঙে যেতে পারে। বিশেষত গরম আবহাওয়ায় ঘুম গভীর হতে বাধা পায়।

মাঝরাতে ঘুম ভাঙলে কী করবেন? গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস নিন: ধীরে ধীরে গভীর শ্বাস নিলে মস্তিষ্কে অক্সিজেনের প্রবাহ বাড়ে এবং মস্তিষ্কের চাপ কমে যায়। এভাবে মন শান্ত হয়ে পুনরায় ঘুমানোর জন্য প্রস্তুত হয়।

শান্ত ও আরামদায়ক পরিবেশ তৈরি করুন: ঘুমের ঘর যেন অন্ধকার ও নীরব থাকে তা নিশ্চিত করুন। যদি ঘুমের সমস্যা হয়, তবে হালকা মিউজিক বা সাদা শব্দ (ন্দ্রহুন্তত্র দ্রব্রহ্ম্ন্ত্র) চালিয়ে রাখা যেতে পারে। এটি মস্তিষ্ককে শান্ত রাখে।

মোবাইল ও স্ক্রিন এড়িয়ে চলুন: ঘুম ভাঙার পর মোবাইল ফোন বা টিভি দেখার পরিবর্তে বই পড়ুন বা ধ্যান করুন। এতে মস্তিষ্ক শিথিল হবে এবং ঘুম ফিরে আসতে সাহায্য করবে।

এক গ্লাস পানি পান করুন: কখনো কখনো ঘুম ভাঙার কারণ হতে পারে শরীরে পানির ঘাটতি। এক গ্লাস হালকা গরম পানি পান করলে শরীর পুনরায় শিথিল হয়ে যায়।

মাঝরাতে ঘুম ভাঙা এড়ানোর উপায়

নিয়মিত ঘুমের রুটিন মেনে চলুন: প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে যাওয়ার এবং ওঠার অভ্যাস গড়ে তুলুন। এটি মস্তিষ্ককে একটি নির্দিষ্ট সময় ঘুমানোর সংকেত দেয়।

শোয়ার আগে হালকা ব্যায়াম বা যোগব্যায়াম করুন: ঘুমানোর আগে হালকা ব্যায়াম, যেমন হাঁটা বা যোগব্যায়াম করলে শরীর ও মনের প্রশান্তি বৃদ্ধি পায়। এটি ঘুমকে গভীর করতে সাহায্য করে।

হালকা এবং সহজপাচ্য খাবার গ্রহণ: রাতে ভারী খাবার এড়িয়ে চলুন। সহজপাচ্য খাবার গ্রহণ করলে হজমের সমস্যা হবে না এবং ঘুম গভীর হবে।

ক্যাফেইন ও অ্যালকোহল এড়িয়ে চলুন: রাতে ঘুমানোর অন্তত ৪-৫ ঘণ্টা আগে কফি বা ক্যাফেইনযুক্ত পানীয় পান এড়িয়ে চলুন। একইভাবে অ্যালকোহলও ঘুমের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখুন: ঘুমানোর ঘরের তাপমাত্রা আরামদায়ক রাখা উচিত। অতিরিক্ত গরম বা ঠাণ্ডা পরিবেশ ঘুম ভাঙার কারণ হতে পারে।

কখন বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হবেন? যদি নিয়মিতভাবে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায় এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। ঘুমের ব্যাঘাত স্লিপ অ্যাপনিয়া, ইনসমনিয়া বা মানসিক সমস্যার পূর্বাভাস হতে পারে। সুস্থ জীবনযাপনের জন্য পর্যাপ্ত ও গভীর ঘুম অপরিহার্য। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যাওয়া একটি সাধারণ সমস্যা হলেও তা অবহেলা করলে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলতে পারে। তাই নিয়মিত ঘুমের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা উচিত। মনে রাখবেন, সঠিক ঘুমই সুস্থ, সুন্দর ও প্রাণবন্ত জীবনের মূল চাবিকাঠি।

সামান্য নাক খোঁটা থেকেই নেমে আসতে পারে বড় বিপদ

নাক খোঁটা একটা অভ্যাস। অনেকে অজান্তে বা অবচেতনভাবে করে থাকেন এই কাজ। কেউ হয়তো একা থাকলে নাক খোঁটেন, কেউ আবার লোক সমক্ষে নাক খোঁটেন। এই অভ্যাস যতটা অস্বস্তিকর এবং খারাপ, স্বাস্থ্যের জন্যও কিন্তু ততটাই ক্ষতিকারক। জানেন নাক খুঁটলে কী কী হতে পারে? কী মত চিকিৎসদের। ১. সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে — আমাদের নাকের ভেতর অতি সূক্ষ্ম ঝিল্লি বা মিউকাস মেমব্রেন থাকে, যা খুব স্পর্শকাতর। আঙুলের ময়লা, ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস থাকলে তা সহজেই নাকের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করতে পারে। ফলে সর্দি, সাইনাস ইনফেকশন, বা অন্যান্য শ্বাসনালির সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। ২. নাকের ভেতরের ক্ষতি হয় — বারবার নাক খোঁটার ফলে নাকের ভেতরের ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে রক্তপাত, জ্বালা, এমনকি দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত বা ইনফ্লেমেশনও দেখা দিতে পারে। এমনকি নাকের ভেতরের টিস্যুও এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে তা সারতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। ৩. নাক রক্তপাত — অনেকেই লক্ষ্য করেন, নাক খোঁটার পর হঠাৎ রক্ত বেরিয়ে আসে। এর কারণ নাকের ভেতরে থাকা ছোট রক্তনালীগুলির ফেটে যাওয়া। এটি সাধারণত ক্ষণিকের হলেও, বারবার ঘটলে তা চিন্তার কারণ হতে পারে। ৪. সামাজিক অস্বস্তি তৈরি করে — নাক খোঁটা একটি অশোভন সামাজিক আচরণ হিসেবে গণ্য হয়। এটি দেখতে যেমন অস্বস্তিকর, তেমনই এটি অন্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে আপনার প্রতি নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। ৫. মানসিক সমস্যা — মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, কেউ কেউ অতিরিক্ত স্ট্রেস বা অস্থিরতায় পড়ে অবচেতনভাবে নাক খোঁটে। একে বলা হয় রাইনোটিলেক্সোম্যানিয়া ।

খালি পেটে ঘি খাওয়া কতটা নিরাপদ

খালি পেটে ঘি খাওয়া এখন সেলিব্রিটি ট্রেন্ড হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। মালাইকা অরোরা, শিল্পা শেঠি বা কৃতী শ্যাননের মতো বলিউড অভিনেত্রীরা তাদের দৈনন্দিন রুটিনে ঘি অন্তর্ভুক্ত করে এটিকে সুস্থতা ও টানটান ত্বকের গোপন চাবিকাঠি হিসেবে দাবি করছেন। তারা বিশ্বাস করেন যে, এটি হজমেও সহায়ক।তারকাদের আয়ুর্বেদিক লাইফস্টাইলের অংশ হিসেবে দিনের শুরুতে এক চামচ ঘি খাওয়ার এই অভ্যাস অনেকেই অনুসরণ করছেন। কিন্তু এটি কি আসলেই কার্যকর?

খাদ্যাভ্যাস ও আয়ুর্বেদিক ঐতিহ্যে ঘি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলেও, এর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেক বিশেষজ্ঞ, বিশেষ করে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরা।তারা বলেছেন, প্রতিদিন বিশেষ করে ইনফ্লুয়েন্সারদের দেখানো পরিমাণ অনুযায়ী ঘি সেবন করলে তা হৃদরোগের ঝুঁকি অনেকাংশে বাড়িয়ে দিতে পারে। ঘি হলো ১০০ শতাংশ ট্রাইগ্লিসারাইড। এক গ্রাম ফ্যাটে থাকে ৯ ক্যালোরি। রুটি অথবা ডালের তুলনায় এর প্রতি গ্রামে থাকে ৪ থেকে ৫ ক্যালোরি। অর্থাৎ ঘি হলো উচ্চ ক্যালোরির খাবার। যদি তা অতিরিক্ত খাওয়া হয়, তাহলে তা ওজনের জন্য খারাপ হতে পারে।আয়ুর্বেদের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, আগেকার দিনে মানুষ কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করত। তাই সেক্ষেত্রে উপকারী ছিল ঘি। কিন্তু এখন আমরা সেভাবে কাজ করি না। অথচ ঘি সেবনের নিয়ম কিন্তু মেনে চলি। চিকিৎসকদের মতে দিনের শুরুতে এক চামচ ঘি সেবন করার ট্রেন্ডটি সম্পূর্ণ ভুল। ঘি পরিপাক ক্রিয়ার উন্নতি সাধন ঘটায় এই ধারণাকেও তারা বাতিল করে দেন।

পিঠ ও কাঁধের ব্যথা শুধু বসার ভুলেই নয়! লুকিয়ে আরও কারণ

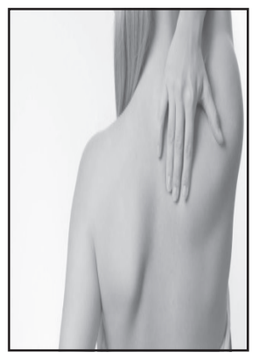

গলার পেছনে, কাঁধে বা পিঠে ব্যথা এখন যেন নিত্যদিনের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাঁরা এক্সারসাইজ করেন, তাঁদের অবশ এই সম্ভাবনা কিছুটা কম। ব্যস্ততা এবং সময় বের করতে না পারা কিংবা স্রেফ অনীহার কারণে অনেকেই নিয়মিত এক্সারসাইজ করেন না। প্রত্যেকের কাজের ধরনও আলাদা। পেশাগত জীবনের প্রভাব পড়ে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়। মানসিক এবং শারীরীক ধকল। অনেকে আবার ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে কাজ করেন। একটা ধারনা প্রত্যেকের মধ্যেই থাকে, শারীরীক পরিশ্রমের মধ্যে না থাকলে এই ব্যথা হওয়াটাই স্বাভাবিক। শুধুই কি বডি পশ্চার বা বসার ধরনের কারণেই কাঁধে কিংবা পিঠে ব্যথা হয়ে থাকে? থাকতে পারে অন্য কারণও। চলুন জেনে নেওয়া যাক।

সর্বোদয় হাসপাতালের অর্থোপেডিক বিভাগের প্রধান ডাঃ অঞ্চিত উপ্পল এর নানা কারণ জানিয়েছেন। নিয়মিত কাঁধ ও পিঠের ব্যথা হালকা ভাবে না নেওয়াই শ্রেয়। শরীরের ভারসামের উপর বড় রকমের প্রভাব ফেলতে পারে। স্পাইনাল কর্ডে টান ধরলে পুরো শরীরের পশ্চারেই সমস্যা হতে পারে। এর ফলে ক্লান্তি, মাথা ব্যথা, মনসংযোগে ঘাটতি এবং ঘুমের সমস্যাও হতে পারে। এই ব্যথার কারণে একটা সহজ কাজও কঠিন মনে হতে পারে।

কাঁধ ও পিঠের ব্যথার নেপথ্যে যে আরও তিনটি কারণ থাকতে পারে, সে কথাই জানিয়েছেন চিকিৎসক।

অনিয়মিত ঘুম-শরীর পর্যাপ্ত বিশ্রাম না পেলে মাংসপেশীতে এর প্রভাব পড়ে। রিকোভারির সময় মেলে না। রাত-ভর এপিঠ-ওপিঠ করতে থাকেন। কিন্তু পর্যাপ্ত এবং ভালো ঘুমের অভাব। এর ফলে মেরুদন্ড দুর্বল হয়ে পড়ে। যে কারণে কাঁধ এবং পিঠে বাড়তি চাপ পড়ে এবং অসহ্য যন্ত্রণা হয়। যা নিয়মিত হয়ে দাঁড়াতে পারে।

পুষ্টির অভাব-ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি, ম্যাগনেশিয়ামের মতো উপাদান পেশী সুস্থ-সবল রাখতে খুবই জরুরি। এর অভাবে পেশিতে টান ধরে, ব্যথা হওয়াটাও স্বাভাবিক। অনিয়মিত খাওয়া-দাওয়া সমস্যা বাড়ায়। এর থেকে বাঁচার উপায়?

চিকিৎসকের মতে-

দিনে অন্তত ৩০-৪০ মিনিট পর পর শরীরে পশ্চার ঠিক করা উচিত। দীর্ঘ সময় বসে কিংবা দাঁড়িয়ে অর্থাৎ একই পজিশনে না থাকাই শ্রেয়।

স্ট্রেস কমানোর জন মেডিটেশন, যোগাসন, ফ্রি-হ্যান্ড এক্সারসাইজ করা যেতেই পারে।

অন্তত ৭-৮ ঘণ্টার গভীর ঘুম প্রয়োজন। এটা করতে ভুলবেন না। ডায়েটে রাখুন এমন খাবার যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে কালসিয়াম ও ভিটামিন ডি থাকে।

সমস্যা না মিটলে অবশ্যই ফিজিওথেরাপিস্টের সাহায্য নেওয়া উচিত। নিয়মিত চলতে থাকলে সমস্যা ক্রমশ বাড়বেই।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ: এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র তথ্য জানানো। কোনও রকম সমস্যা কিংবা দ্বিধা থাকলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

শনিবার আগরতলায় আয়োজিত চেস প্রতিযোগিতায় কর্পোরেটর অভিজিৎ নাথ।

সৈন্যদের জন্য নালসা''র নতুন আইনি সহায়তা প্রকল্প 'নালসা বীর পরিবার সহায়তা যোজনা ২০২৫'

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই: ভারতের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো, সৈন্যদের পরিবারকে সক্রিয়ভাবে আইনি সহায়তা প্রদান করা হবে। 'নালসা বীর পরিবার সহায়তা যোজনা ২০২৫' নামক এই নতুন উদ্যোগটির লক্ষ্য হল ভারতীয় সৈন্যদের দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্তব্যরত থাকাকালীন পারিবারিক আইনি বোঝা থেকে মুক্তি দেওয়া। এই যুগান্তকারী বিচার বিভাগীয় পদক্ষেপের মাধ্যমে স্পষ্ট বার্তা হলো: 'আপনি সীমান্তে দেশের সেবা করুন, আমরা বাড়িতে আপনার পরিবারের যত্ন নেব।'

আজ শ্রীনগরে একটি সম্মেলনে ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি-এর কার্যনির্বাহী চেয়ারম্যান এবং ভারতের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি বিচারপতি সূর্য্য কান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রকল্পের সূচনা করেন।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল, জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা এবং জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ।

এই কর্মসূচির উৎপত্তি ''অপারেশন সিঁদুর''-এর পরে। এনডিটিভি-কে সূত্রের খবর অনুযায়ী, বিচারপতি সূর্য্য কান্ত অপারেশন চলাকালীন সশস্ত্র বাহিনীর আত্মত্যাগে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং বিচার বিভাগ কীভাবে তাদের কল্যাণে আরও সরাসরি অবদান রাখতে পারে, তা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন।সূত্র মতে, বিচারপতি সূর্য্য কান্ত মন্তব্য করেছেন যে, দেশের সুরক্ষায় নিযুক্ত সৈন্যরা ব্যক্তিগত আইনি সংকটে একা না থাকেন, তা নিশ্চিত করার জন্য আইনি ভ্রাতৃত্বকে তার ভূমিকা পালন করতে হবে।এই চিন্তাটি পরবর্তীকালে নালসা বীর পরিবার সহায়তা যোজনায় পরিণত হয়েছে, যা বিচারপতি কান্ত ২৪শে নভেম্বরের মধ্যে ভারতের প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের আগে চালু করতে প্রস্তুত।

এই নতুন প্রকল্পটি দীর্ঘদিনের একটি সমস্যা সমাধানের জন্য তৈরি করা হয়েছে: বিচ্ছিন্ন এলাকায় মোতায়েন সৈন্যদের প্রায়শই পারিবারিক সম্পত্তি, গার্হস্থ্য বিবাদ বা ভূমি সংক্রান্ত আইনি মামলাগুলি অনুসরণ করার ক্ষমতা থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, জম্মু ও কাশ্মীর-এ মোতায়েন একজন সৈনিকের কেরালা বা তামিলনাড়ুতে বাড়িতে আদালত কার্যক্রমে উপস্থিত হওয়ার জন্য সীমিত বা শূন্য ছুটি থাকতে পারে। এই প্রকল্পের আওতায়, নালসা দেশের বিভিন্ন আদালতে এই ধরনের মামলাগুলির সঠিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হস্তক্ষেপ করবে।

এই সহায়তা সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স, ইন্দো-তিব্বত বর্ডার পুলিশ এবং অন্যান্য আধাসামরিক কর্মীদের জন্যও প্রযোজ্য হবে, যাঁরা একই ধরনের বিচ্ছিন্ন এবং উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে সেবা করেন।

দিল্লি কর্ণাটক ভবনে শিবকুমার ও সিদ্দারামাইয়ার কর্মীদের বিবাদ: জুতা পেটার অভিযোগ

নতুন দিল্লি, ২৬ জুলাই : দিল্লির কর্ণাটক ভবনে কর্ণাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারের বিশেষ আধিকারিক এইচ আঞ্জনিয়া, মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার সহকারী আবাসিক কমিশনার এবং বিশেষ আধিকারিক সি মোহন কুমারের বিরুদ্ধে জুতা দিয়ে মারধরের অভিযোগ আনার পর এক মৌখিক বিতর্ক ভয়ঙ্কর মোড় নেয়।

এইচ আঞ্জনিয়া আবাসিক কমিশনার ইমকংলা জামিরের কাছে একটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করার পর বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে এবং তিনি সি মোহন কুমারের বিরুদ্ধে ফৌজদারি ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন।

সংবাদে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী আঞ্জনিয়ার অভিযোগ, 'আমাকে জুতা দিয়ে মারা হয়েছে, এবং এতে আমার সম্মান ও মর্য্যাদাহানি হয়েছে। তার (কুমারের) বিরুদ্ধে ফৌজদারি বিচার করুন এবং আমাকে ন্যায়বিচার দিন।'

জামির এই ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। পিটিআই-এর খবরে জামিরের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, 'আমরা ২২শে জুলাই তারিখের অভিযোগ পেয়েছি। যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে।'

অভিযোগপত্রে, গ্রুপ-বি অফিসার আঞ্জনিয়া অভিযোগ করেছেন যে কুমার নিয়মিতভাবে তার কাজে বাধা দিচ্ছেন। আঞ্জনিয়া লিখেছেন, 'তিনি সকলের সামনে অফিসের চেম্বারে আমাকে জুতা দিয়ে মারার হুমকি দিয়েছেন।'

আঞ্জনিয়া আরও যোগ করেন যে, উপমুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ আধিকারিক হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় তিনি নিজের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। আঞ্জনিয়া তার চিঠিতে সতর্ক করে বলেছেন, 'যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, তবে কুমারই দায়ী থাকবেন।'

অভিযোগে কুমারের পূর্ববর্তী আচরণেরও উল্লেখ করা হয়েছে, দাবি করা হয়েছে, 'যদি আপনি অতীতের সার্ভিস বুক দেখেন, তাহলে দেখা যাবে তিনি এম এম জোশিকে মেরেছেন এবং ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের সম্মান দেননি এবং মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ আধিকারিক হিসেবে অহংকারী আচরণ করেছেন।'আঞ্জনিয়া বলেছেন যে, উপমুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ আধিকারিক হিসেবে কাজ করার সময় এই ধরনের সংঘাত এড়াতে তিনি এর আগে কর্ণাটক ভবন থেকে বদলির আবেদন করেছিলেন।

আবাসিক কমিশনারের কার্যালয় অভিযোগের বিষয়ে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করার বিষয়টি নিশ্চিত করায় এই ঘটনার সরকারি তদন্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

যুক্তরাজ্যে ভারতীয় সিনেমার প্রদর্শনী মাঝপথে বন্ধ: দর্শক কর্তৃক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগ

লন্ডন, ২৬ জুলাই: যুক্তরাজ্যে একটি তেলুগু চলচ্চিত্র ''হরি হারা ভীরা মাল্লু'' প্রদর্শনী চলাকালীন দর্শক কর্তৃক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং প্রেক্ষাগৃহে আবর্জনা ফেলার অভিযোগে সিনেমার প্রদর্শনী মাঝপথে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, প্রেক্ষাগৃহের কর্মীরা দর্শকদের পরিবেশ নোংরা করার জন্য তিরস্কার করছেন।

''মেরু ভাইয়া'' নামের একজন ব্যবহারকারী ''এক্স''-এ একটি ভিডিও শেয়ার করে লিখেছেন, 'যুক্তরাজ্যে হরি হারা ভীরা মাল্লু সিনেমার প্রদর্শনী চলাকালীন একদল লোক কনফেটি ছুড়ে শো-তে বিঘ্ন ঘটায়।' তিনি আরও যোগ করেন, 'কর্মীরা ঠিকই ফিল্ম বন্ধ করে তাদের তিরস্কার করেছেন। এই ধরনের গুন্ডামি অগ্রহণযোগ্য এবং এর তীব্র নিন্দা হওয়া উচিত।'

সর্বশেষ আপডেট অনুযায়ী, ভিডিওটি প্রায় ৩০ লাখ ভিউ এবং শত শত মন্তব্য পেয়েছে। বেশিরভাগ ব্যবহারকারীই সিনেমা কর্মীদের দর্শকদের তিরস্কার করার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন।

অনেকে বলেছেন, দর্শকদের উচিত ছিল আবর্জনা ফেলার পর প্রেক্ষাগৃহ পরিষ্কার করার প্রস্তাব দেওয়া।

একজন ব্যবহারকারী মন্তব্য করেছেন, 'দুঃখজনক হলেও ভারতীয়দের সত্যিই যুক্তরাজ্যে বসবাসের জন্য কিছু শিষ্টাচার শেখা প্রয়োজন... সর্বত্রই জঘন্য আচরণ।' আরেকজন যোগ করেছেন, 'তাদের বের করে দেওয়া হয়নি কেন?!'

তৃতীয় একজন মন্তব্য করেছেন, 'অন্তত তারা দুঃখিত বলতে পারত এবং পরিষ্কার করার প্রস্তাব দিতে পারত। তর্ক করার চেয়ে এটা আরও মার্জিত হত।'

যখন একজন ব্যবহারকারী বলেন যে, জনপ্রিয় সিনেমা চলাকালীন কনফেটি এবং অন্যান্য জিনিস ছোঁড়া দক্ষিণাঞ্চলের ভারতীয়দের একটি সাংস্কৃতিক বিষয়, তখন পোস্টদাতা তাৎক্ষণিকভাবে এর বিরোধিতা করেন। তিনি লিখেছেন, 'তারা দক্ষিণ বা উত্তরের, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। যুক্তরাজ্যে এই ধরনের আচরণ সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। ভারতীয় সিনেমায় যা স্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে, এখানে তাকে আবর্জনা ফেলা এবং অসম্মানজনক আচরণ হিসেবে দেখা হয়।'

বিভিন্ন উন্নয়মূলক

● প্রথম পাতার পর

উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ, বিদ্যালয় শিক্ষা, পূর্ত, পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান, জলসম্পদ, স্বাস্থ্য, বন, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা, গ্রামোন্নয়ন, ব্যাঙ্ক সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ তাঁদের নিজ নিজ দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজগুলির বাস্তবায়নের তথ্য সভায় তুলে ধরেন।

আজকের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, টিটিএএডিসি-র কার্যনির্বাহী সদস্য ডলি রিয়াং, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বিধায়ক রঞ্জিৎ দাস, বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, উদয়পুর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার, অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান বিকাশ সাহা, জেলার বিভিন্ন ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতি এবং ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যানগণ, গোমতী জেলার পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা, উদয়পুর, অমরপুর এবং করবুক মহকুমার মহকুমা শাসকগণ, জেলার বিভিন্ন ব্লকের বিডিও-গণ, জেলায় কর্মরত প্রত্যেকটি দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভায় সাংসদ শ্রীদেব কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সমস্ত প্রকল্পকে যথা সময়ে শেষ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বিরোধী দলের উপর সতর্কতা জারি করলেন

নতুন দিল্লি, ২৬ জুলাই : সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বিরোধী দলকে সতর্ক করে বলেছেন যে, সংসদের কার্যক্রম বারবার ব্যাহত হওয়ার কারণে তারা নিজেদের 'গণতন্ত্রে ভূমিকা' নষ্ট করছেন, কারণ এতে তাদের সরকারকে প্রশ্ন করার সুযোগ হারিয়ে যাচ্ছে।

রিজিজুর এই মন্তব্য আসে বর্তমান মনসুন অধিবেশনের প্রথম সপ্তাহের পর, যখন বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা বারবার প্রতিবাদ জানিয়ে সংসদের কার্যক্রম ব্যাহত করেছেন। তাদের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের চলমান বিশেষ তীব্র পুনর্নির্ধারণ (এসআইআর) প্রক্রিয়া নিয়ে তারা উদ্বেগ প্রকাশ করছেন।

রিজিজু বলেন, 'যখন সংসদের কার্যক্রম ব্যাহত হয়, তখন কঠিন প্রশ্নগুলি উত্থাপন করা যায় না। আমি আপনাদের বলছি, যখন সংসদ চলছিল না, কর্মকর্তারা মুক্তি পাচ্ছিলেন কারণ তারা জিজ্ঞাসাবাদ থেকে রেহাই পাচ্ছিলেন। সংসদে সরকারের জবাবদিহিতা করা যায়। যখন সংসদ চলে, মন্ত্রীদের কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। যখন সংসদ কয়েক মিনিটের মধ্যে মুলতুবি হয়ে যায়, তখন সেই প্রশ্নগুলো উত্থাপনও হয় না। সংসদে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে বিরোধী দল সরকার থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।'

তিনি আরও বলেন, 'যারা সংসদ মুলতুবি করে, তারা মনে করেন তারা সরকারের ক্ষতি করছেন, কিন্তু বাস্তবে তারা নিজেদের গণতন্ত্রে ভূমিকা দুর্বল করছেন। যেকোনো গণতন্ত্রে, সরকারকে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয় সংসদের মাধ্যমে। এজন্য সংসদের কার্যক্রম চালু রাখা একটি কার্যকর গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

রিজিজু অতীতের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির তুলনা করে বলেন, 'তখন নেতারা যেমন অটল বিহারি বাজপেয়ী এবং এল কে আডবাণী সম্মানিত ছিলেন, এমপি-রা কথা বলার আগে দুইবার ভাবতেন। কিন্তু এখন প্রথম দিন থেকেই প্রতিবাদ শুরু হয়ে যায়। হয়তো সোশ্যাল মিডিয়া খেলাটা বদলে দিয়েছে।'

এদিকে, সংসদের মনসুন অধিবেশনের প্রথম সপ্তাহটি ছিল নাটকীয় ও রাজনৈতিক সংঘর্ষে পূর্ণ, যেখানে ভাইস প্রেসিডেন্ট জগদীপ ধনখর 'স্বাস্থ্যজনিত কারণে' পদত্যাগের ঘোষণা দেন। এছাড়াও, অপারেশন সিন্ধুর উপর ১৬ ঘন্টার বিশেষ আলোচনা ২৮ জুলাই লোকসভার এবং ২৯ জুলাই রাজ্যসভায় নির্ধারিত হয়েছে। রিজিজু এও নিশ্চিত করেছেন যে বিচারপতি যশবন্ত বর্মার বিরুদ্ধে অভিশংসন প্রক্রিয়া শীঘ্রই শুরু হবে, যা দ্বিতীয় সপ্তাহে সম্ভাব্য উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে।

অস্ত্র ও বিপুল

● প্রথম পাতার পর

পশ্চিম এবং থৌবল জেলায় পৃথক অভিযানে নিষিদ্ধ সংগঠন কেসিপি (পিপলস ওয়ার গ্রুপ) এবং আরপিএফ/পিএলএ-এর তিনজন সক্রিয় ক্যাডারকে গ্রেফতার করা হয়। ২৪শে জুলাই, কেসিপি (পিডব্লিউজি)-এর সদস্য সোরোখাইবম ইনাওচা সিং ওরফে রমেশ (৪৭) ইম্ফল পশ্চিম জেলার পাতসৈ পুলিশ স্টেশনের অধীনে সালাম মামাং লেইকাইয়ের নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার হন। অভিযোগ রয়েছে, তিনি চাঁদাবাজি কার্যক্রমে জড়িত ছিলেন। তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় তিনটি মোবাইল হ্যান্ডসেট, একটি প্যান কার্ড, কেসিপি (পিডব্লিউজি)-এর লেটারহেডযুক্ত পাঁচটি চাঁদাবাজির নোট এবং 'কেসিপি (পিডব্লিউজি)' ও 'রেভিনিউ অফিসার (আরও)' চিহ্নিত দুটি সিল স্ট্যাম্প।

২৫শে জুলাই থৌবল জেলার ওয়াইনাম সাওমবুং মায়াই লেইকাইয়ে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয় আরপিএফ/পিএলএ-এর এক নারী ক্যাডার, ওয়াইনাম রঞ্জিতা দেবী ওরফে ইরাই লেইমা (৩৮)-কে। গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী, তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল পরিবহন সংস্থা, স্থানীয় ব্যবসায়ী ও দোকান মালিকদের কাছ থেকে চাঁদাবাজিতে জড়িত ছিলেন। তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় তিনটি মোবাইল ফোন, একটি আধার কার্ড এবং একটি নোটপ্যাড যাতে ভুক্তভোগীদের নাম ও যোগাযোগের বিবরণ রয়েছে।

এই অভিযানের অংশ হিসেবে, একই দিনে থৌবল জেলার লেইরংথেল পিত্রা এলাকা থেকে ওয়াংজিং এসকে লেইকাইয়ের বাসিন্দা আরপিএফ/পিএলএ-এর আরও এক সক্রিয় সদস্য অহান্তেম সুরজিৎ সিং (২৯)-কে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি চাঁদাবাজি, নতুন ক্যাডার নিয়োগ এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের হুমকি দেওয়ার কাজ করতেন।

এই তিনজন বর্তমানে হেফাজতে রয়েছে এবং তাদের নিজ নিজ সংগঠনের চাঁদাবাজি নেটওয়ার্ক ও রিক্রুটমেন্ট কৌশল সম্পর্কে আরও তথ্য বের করার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ চলছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা কর্মকর্তারা।

একই দিনে তৃতীয় একটি অভিযানে, আরপিএফ/পিএলএ-এর আরেক সক্রিয় ক্যাডার, ওয়াংজিং এসকে লেইকাইয়ের বাসিন্দা অহান্তেম সুরজিৎ সিং (২৯)-কে থৌবল জেলার নংপোক সেকমাই পুলিশ স্টেশনের অধীনে লেইরংথেল পিত্রা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। সুরজিৎ সিং আর্থিক চাঁদাবাজি, নতুন ক্যাডার নিয়োগ এবং জেলার বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের হুমকি দেওয়ার সাথে জড়িত ছিলেন বলে জানা গেছে।

এই তিনজন ব্যক্তি বর্তমানে হেফাজতে রয়েছেন এবং তাদের নিজ নিজ জঙ্গি গোষ্ঠীর চাঁদাবাজি নেটওয়ার্ক এবং নিয়োগ অভিযান সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

মাতৃভূমির জন্য আত্মবলিদানের উদ্দীপনা প্রতিটি প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

মূল অনুষ্ঠান। সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী তাঁর ভাষণে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, ''ভারত শান্তিপ্রিয় দেশ হলেও যেকোনো প্ররোচনার মোকাবিলায় দেশ প্রস্তুত।'' তিনি তুলে ধরেন সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া 'রুদ্র' ব্রিগেড, 'ভৈরব' কমান্ডো ইউনিট, 'শক্তিবান' আর্টিলারি রেজিমেন্ট, 'দিব্যাস্ত্র' ব্যাটারি এবং ড্রোন সজ্জিত পদাতিক বাহিনীযা সেনাবাহিনীকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করছে। সেনাবাহিনীর তরফ থেকে দেশগঠনে অবদান যেমন সীমান্ত উন্নয়ন, পর্যটন, অর্থনীতি ও ভেটেরান কল্যাণের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, ''ভবিষ্যতের 'বিকসিত ভারত' গঠনে সেনা সদস্যরা সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।''

এই বছর বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে সেনাবাহিনীর ৩৭টি দল ৫৪৫ জন শহিদের পরিবারবর্গের বাড়ি গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে, যা তাঁদের মধ্যে গর্ব ও আবেগের সঞ্চার ঘটায়। ডিজিটাল ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে কারগিল যুদ্ধের প্রধান অধ্যায়গুলি তুলে ধরা হয় তরুণ প্রজন্মের কাছে। এছাড়াও, কারগিল, দ্রাস ও বাটালিক সেক্টরে আয়োজিত হয় নানা অ্যাডভেঞ্চার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যেখানে অংশ নেন স্থানীয় বাসিন্দা, প্রাক্তন সেনা ও শিক্ষার্থীরা।

কারগিল যুদ্ধ স্মৃতিসৌধে যখন জাতীয় পতাকার আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছিল, তখন তা যেন ঘোষণা করছিলশহিদদের স্মৃতি শুধু পাথরে নয়, জাতির হৃদয়ে চিরন্তনভাবে খোদাই হয়ে রয়েছে। ২৬তম কারগিল বিজয় দিবস শুধু ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা নয়, এক অঙ্গীকারএই দেশ, এর স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব চিরকাল অটুট থাকবে।

দিবালোকে চুরি করতে গিয়ে

● প্রথম পাতার পর

পাঠানো হয়েছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, ওই যুবকের নাম দীপঙ্কর শীল। পুলিশ যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে।

শিক্ষিকার বকুনিতে

● প্রথম পাতার পর

দায়ের করার জন্য থানার কর্তব্যরত এস আই রতন দেবনাথকে জানালে তিনি মামলা নেওয়া যাবেনা বলে জানান।

নেশা সামগ্রী বিক্রি করতে

● প্রথম পাতার পর

কাছে ড্রাগস বিক্রি করে। আজ একজনের কাছে ড্রাগস বিক্রি করার জন্য আসা মাত্রই থাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। সাথে সাথেই খোয়াই থানায় খবর পাঠান। থানা থেকে এসে তাকে ধরে নিয়ে যায়।

দেহ ব্যবসার অভিযোগে আটক

● প্রথম পাতার পর

বাসিন্দা কাজল দে'র বাড়ী থেকে থেকে তাদের উদ্ধার করে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

কর্মমুখী শিক্ষা নীতি গ্রহণ করা

● প্রথম পাতার পর

করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এই শিক্ষা-নীতিতে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত কর্মমুখী শিক্ষা নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁর কথায়, যে কোন সমাজ রাজ্য বা দেশ উন্নত হতে হলে ওই দেশের ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষিত করতে হয়। সেই লক্ষ্য পেয়ে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছে বলে উল্লেখ করেন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী। অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শিক্ষা মহাসংঘ কেন্দ্রীয় সরকারের এই শিক্ষানীতিকে পর্যালোচনা করার লক্ষ্যেই এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করায় তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মন।

জনজাতি এলাকায় ২০টি

● প্রথম পাতার পর

কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, শিক্ষা ছাড়া কোনও জাতিরই উন্নয়ন সম্ভব নয়। রাজ্য সরকার জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মানোন্নয়নে স্কলারশিপ প্রদান সহ নানা কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অল ত্রিপুরা এন.জি.ও. বোর্ডিং ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সভাপতি তপতী কলই, সম্পাদক বিমল দেববর্মা, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিপিন দেববর্মা প্রমুখ।

শনিবার আগরতলায় এআইএলইউ আয়োজিত সেমিনার আয়োজিত হয়।

থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া সীমান্ত সংঘাতে মৃতের সংখ্যা ৩২: জাতিসংঘের রুদ্ধদ্বার বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক, ২৬ জুলাই : থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার সীমান্ত সংঘাত তৃতীয় দিনে গড়িয়েছে, যা একটি দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের আশঙ্কা বাড়িয়ে দিয়েছে। এই সংঘাতে মৃতের সংখ্যা ৩২-এ পৌঁছেছে এবং হাজার হাজার মানুষ আশ্রয়প্রার্থী হয়েছে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ শুক্রবার নিউইয়র্কে রুদ্ধদ্বার জরুরি বৈঠক করেছে, অন্যদিকে মালয়েশিয়া, যা উভয় দেশকে অন্তর্ভুক্ত করে এমন ১০-জাতির আঞ্চলিক ব্লকের সভাপতিত্ব করছে, শত্রুতা অবসানের আহ্বান জানিয়েছে এবং মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়েছে।

পরিষদ কোনো বিবৃতি জারি করেনি, তবে একজন কূটনীতিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন যে, ১৫ সদস্যই পক্ষগুলিকে উত্তেজনা প্রশমন, সংযম প্রদর্শন এবং শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধ নিষ্পত্তির আহ্বান জানিয়েছে। কূটনীতিক আরও জানান, পরিষদ আঞ্চলিক জোট আসিয়ানকেও সীমান্ত সংঘাত সমাধানে সহায়তা করার আহ্বান জানিয়েছে।

কম্বোডিয়ার জাতিসংঘ রাষ্ট্রদূত ছিয়া কেও সাংবাদিকদের বলেছেন যে, তার দেশ, যারা জরুরি বৈঠকের আহ্বান জানিয়েছিল, 'অবিলম্বে, শর্তহীন যুদ্ধবিরতির জন্য অনুরোধ করেছে এবং আমরা বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানেরও আহ্বান জানাচ্ছি।' থাইল্যান্ডের উপর কম্বোডিয়ার হামলার অভিযোগের জবাবে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন যে, একটি ছোট দেশ, যার বিমান বাহিনী নেই, তারা কীভাবে তিনগুণ বড় একটি সেনাবাহিনীর একটি বৃহত্তর দেশকে আক্রমণ করতে পারে, জোর দিয়ে বলেন, 'আমরা তা করি না।'

কেও বলেন যে, নিরাপত্তা পরিষদ উভয় পক্ষকে 'সর্বোচ্চ সংযম অবলম্বন এবং কূটনৈতিক সমাধানের আশ্রয়' নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে, যা কম্বোডিয়াও চাইছে। পরবর্তী কী আশা করছেন জিজ্ঞাসা করা হলে রাষ্ট্রদূত বলেন: 'দেখা যাক সেখানে থাকা সকল সদস্য কিভাবে এই আহ্বান শুনতে পায়।' থাইল্যান্ডের জাতিসংঘ রাষ্ট্রদূত সাংবাদিকদের সাথে কথা না বলে বৈঠক থেকে চলে যান।

থাই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় শুক্রবার জানিয়েছে যে, চারটি ক্ষতিগ্রস্ত সীমান্ত প্রদেশের গ্রামগুলি থেকে ৫৮,০০০ এরও বেশি মানুষ অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে পালিয়েছে, অন্যদিকে কম্বোডিয়ার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে, সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা থেকে ২৩,০০০ এরও বেশি মানুষ স্থানান্তরিত হয়েছে।

দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের সীমান্ত বিরোধে সাম্প্রতিক উত্তেজনা বাড়ায় থাইল্যান্ডে অন্তত ১৯ জন নিহত হয়েছে - যাদের বেশিরভাগই বেসামরিক নাগরিক। অন্যদিকে, কম্বোডিয়া শনিবার জানিয়েছে যে, তাদের পক্ষে আরও ১২ জন নিহত হয়েছে, যার ফলে তাদের মৃতের সংখ্যা ১৩-তে পৌঁছেছে।

থাইল্যান্ডের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী ফুমথাম ওয়েচায়াচাই শুক্রবার বলেছেন যে, বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যু এবং একটি হাসপাতালের ক্ষতির কারণে কম্বোডিয়া যুদ্ধাপরাধের জন্য দোষী হতে পারে। তিনি বলেন যে, থাইল্যান্ড কম্বোডিয়ার 'উস্কানি ও আগ্রাসনের মুখে সর্বোচ্চ সংযম ও ধৈর্য' প্রদর্শন করেছে।

বুধবার সীমান্তে একটি ল্যান্ডমাইনের বিস্ফোরণে পাঁচজন থাই সৈন্য আহত হওয়ার পর একটি বিতর্কিত সীমান্ত এলাকা নিয়ে উত্তেজনা লড়াইয়ে পরিণত হয়।

থাই সামরিক বাহিনী শুক্রবার সীমান্তের একাধিক এলাকায় সংঘর্ষের খবর দিয়েছে, যার মধ্যে প্রাচীন টা মুয়েন থম মন্দিরের কাছেও সংঘর্ষ হয়েছে, যা উভয় পক্ষই দাবি করে। সীমান্তের কাছাকাছি অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সাংবাদিকরা সকাল থেকে কামানের শব্দ শুনতে পেয়েছেন।

থাই সেনাবাহিনী জানিয়েছে যে, কম্বোডিয়ার বাহিনী ভারী কামান এবং রাশিয়ান তৈরি বিএম-২১ রকেট লঞ্চার ব্যবহার করেছে, যার প্রতিক্রিয়ায় থাই কর্মকর্তারা 'উপযুক্ত সমর্থনকারী গুলি' চালানোর কথা বলেছেন।

থাইল্যান্ড জানিয়েছে যে তাদের ছয়জন সৈনিক এবং ১৩ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে, যেখানে ২৯ জন সৈনিক এবং ৩০ জন বেসামরিক নাগরিক আহত হয়েছে।

শনিবার সকালে, কম্বোডিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জেনারেল মালি সোচিয়াটা সাংবাদিকদের জানান যে, দুই দিনের লড়াইয়ে আরও সাতজন বেসামরিক নাগরিক এবং পাঁচজন সৈনিক মারা গেছেন। এর আগে তারা একজন নিহত হওয়ার খবর জানিয়েছিল - একজন ব্যক্তি যিনি থাই রকেটের আঘাতে লুকিয়ে থাকা প্যাগোডাটি বিধ্বস্ত হলে নিহত হন।

কম্বোডিয়ার শিক্ষা মন্ত্রণালয় দাবি করেছে যে, শুক্রবার দুটি থাই রকেট ওদার মিয়ানচে প্রদেশের একটি স্কুল প্রাঙ্গণে আঘাত হানে, তবে কোনো আঘাতের ঘটনা ঘটেনি। তারা জানিয়েছে যে, প্রদেশের সমস্ত স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

থাই সেনাবাহিনী কম্বোডিয়ায় বেসামরিক স্থানে হামলা চালানোর অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং কম্বোডিয়ার বিরুদ্ধে আবাসিক এলাকার কাছে তাদের অস্ত্র স্থাপন করে 'মানব ঢাল' ব্যবহারের অভিযোগ এনেছে। লড়াই তীব্র হওয়ায় উভয় দিকের গ্রামবাসীরা ক্রসফায়ারের শিকার হয়েছে, যার ফলে অনেকেই পালিয়ে গেছে।

প্রায় ৬০০ জন থাইল্যান্ডের সুরিনে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমন্যাসিয়ামে আশ্রয় নিয়েছে, যা সীমান্ত থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার (৫০ মাইল) দূরে। আশ্রয়প্রার্থীরা দলবদ্ধভাবে মাদুর ও কম্বলে বসেছিল এবং খাবার ও পানীয়ের জন্য সারিবদ্ধ হয়েছিল।

সেলাইকর্মী পর্নপান সুকসাই দুটি কাপড়ের ক্যারিয়ারে চারটি বিড়াল নিয়ে এসেছেন। তিনি বলেন যে, বৃহস্পতিবার গোলাগুলি শুরু হলে তিনি টা মুয়েন থম মন্দিরের কাছে তার বাড়িতে কাপড় ধুচ্ছিলেন।

তিনি স্মরণ করে বলেন, 'আমি কেবল শুনলাম, বুম, বুম। আমরা ইতিমধ্যেই খাঁচা, কাপড় এবং সবকিছু প্রস্তুত করে রেখেছিলাম, তাই আমরা দৌড়ে আমাদের জিনিসপত্র গাড়িতে তুলে নিলাম। আমি ভীত ছিলাম, আতঙ্কিত ছিলাম।'

আরেকজন আশ্রয়প্রার্থী রত্তনা মিয়িং বলেন যে, তিনি ২০১১ সালের দুই দেশের মধ্যে সংঘর্ষেও বেঁচে ছিলেন, তবে এইবারের উত্তেজনাকে আরও খারাপ বলে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন, 'শিশু, বৃদ্ধ মানুষ, অপ্রত্যাশিতভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। আমি কখনো ভাবিনি যে এটি এত সহিংস হবে।'

কাছাকাছি ফানম ডং রাক হাসপাতালে শুক্রবার পর্যায়ক্রমে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছিল এবং একটি সামরিক ট্রাক তিনজন আহত থাই সৈনিককে নিয়ে আসে, যার মধ্যে একজনের দুটি পা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। বৃহস্পতিবারের গোলাগুলিতে হাসপাতালের একটি ভবনের জানালা ভেঙে যায় এবং এর ছাদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রতিবেশী সিসাকেট প্রদেশে, শুক্রবার একটি সরে যাওয়ার আদেশ পাওয়ার পর আরও গ্রামবাসী তাদের জিনিসপত্র নিয়ে গাড়ি, ট্রাক এবং মোটরসাইকেলের একটি সারিতে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।

কম্বোডিয়ার সীমান্ত জুড়ে, ওদার মিয়ানচে প্রদেশের বাইরের গ্রামগুলি প্রায় জনশূন্য ছিল। বাড়িগুলি তালাবদ্ধ ছিল, যখন মুরগি এবং কুকুর বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

কিছু গ্রামবাসী এর আগে অস্থায়ী ভূগর্ভস্থ বাঙ্কার তৈরি করার জন্য গর্ত খনন করেছিল, সেগুলিকে কাঠ, ত্রিপল এবং জিঙ্ক শীট দিয়ে ঢেকে গোলাগুলি থেকে নিজেদের রক্ষা করেছিল। শিশুদের নিয়ে পরিবারগুলিকে বাড়িতে তৈরি ট্র্যাক্টরে তাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে চলে যেতে দেখা গিয়েছিল, যদিও কয়েকজন পুরুষ যেতে অস্বীকার করেছিল। ধানক্ষেত দ্বারা বেষ্টিত একটি প্রত্যন্ত বৌদ্ধ মন্দির কয়েকশ স্থানান্তরিত গ্রামবাসীকে আশ্রয় দিয়েছে। মহিলারা দোলনায় বিশ্রাম নিচ্ছিল, কেউ কেউ শিশুদের কোলে নিয়ে, যখন শিশুরা চারপাশে দৌড়াচ্ছিল। গাছের নিচে অস্থায়ী প্লাস্টিকের তাঁবু স্থাপন করা হচ্ছিল।

৭৪ বছর বয়সী ভেং চিন উভয় সরকারের কাছে একটি নিষ্পত্তির জন্য আলোচনা করার আবেদন জানিয়েছেন 'যাতে আমি আমার বাড়িতে ফিরে যেতে পারি এবং খামারে কাজ করতে পারি।'

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পিয়াজিও'র বৈদ্যুতিক থ্রি হুইলারের দুটি নতুন ব্র্যান্ড

পুনে: ২৬ জুলাই, ২০২৫: পিয়াজিও ভেহিকেলস প্রাইভেট লিমিটেড ইতালীয় অটোমোবাইল সংস্থা পিয়াজিও গ্রুপের সহযোগী সংস্থা এবং ভারতের অন্যতম প্রধান ছোট যাত্রী ও বাণিজ্যিক যানবাহন প্রস্তুতকারক, তাদের নতুন ২০২৫ অ্যাপে ইলেকট্রিক ইভি রেঞ্জ উন্মোচন করেছে। এই লঞ্চের অধীনে রয়েছে সম্পূর্ণ নতুন অ্যাপে ই-সিটি আলট্রা এবং ই-সিটি এফ এক্স ম্যাক্স। এই দুটি বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার ব্র্যান্ডটির প্যাসেঞ্জার ভেহিকেল পোর্টফোলিওকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে, যা লাস্ট-মাইল মোবিলিটির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে সাহায্য করবে এবং উন্নত পারফরম্যান্স ও নির্ভরযোগ্যতা প্রদান করবে। অ্যাপে ই-সিটি আলট্রা তার টেকসই, সম্পূর্ণ মেটাল বডি, উন্নত দশ দশমিক দুই কিলোওয়াট আওয়ার এলএফপি ব্যাটারি এবং ইন্টেলিজেন্ট টেলিমেটিক্স-এর জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যা এটিকে শহরের ব্যস্ত রাস্তার জন্য একটি মজবুত ও হাই-টেক সমাধান করে তুলেছে। অন্যদিকে, অ্যাপে ই-সিটি এফএক্স ম্যাক্স তার সেগমেন্ট-সেরা ৩০ এনএম টর্ক এবং স্মার্ট এনার্জি মনিটরিং-এর জন্য পরিচিত, যা দীর্ঘ ব্যাটারি লাইফ ও স্থিতিশীল পারফরম্যান্স নিশ্চিত করে।পিয়াজিও ভেহিকেলস প্রাইভেট লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও এমডি, মিঃ দিয়েগো গ্রাফি বলেন, "ভারত বৈদ্যুতিক গতিশীলতার দিকে একটি বড় পরিবর্তন আনছে এবং এই পরিবর্তনে তিন চাকার গাড়িগুলি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। শহুরে পরিবহণ ব্যবস্থাকে নতুন রূপ দিতে এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে একটি বড় সুযোগ। নতুন অ্যাপে ই-সিটি আলট্রা এবং অ্যাপে ই-সিটি এফ এক্স ম্যাক্স এই বাস্তবতাকে মাথায় রেখেই তৈরি করা হয়েছে। ভারতীয় গ্রাহকদের যা প্রয়োজন এই মডেলগুলি তা প্রদান করে সেরা শ্রেনীর রেঞ্জ, ব্যাটারির কম ক্ষয়, শক্তিশালী পারফরম্যান্স এবং ন্যূনতম পরিচালন খরচ। এই যানবাহনগুলি অর্থনৈতিক গতিশীলতার সহায়ক।

পিয়াজিও ভেহিকেলস প্রাইভেট লিমিটেডের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট সিভি ডোমেস্টিক বিজনেস অ্যান্ড রিটেল ফিনান্স, মিঃ অমিত সাগর বলেন, "ইলেকট্রিক প্যাসেঞ্জার থ্রি-হুইলারের বাজার দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে, যেখানে গ্রাহকরা ক্রমবর্ধমানভাবে এমন যানবাহন খুঁজছেন যা বেশি রেঞ্জ, নির্ভরযোগ্য ব্যাটারি লাইফ এবং কম রক্ষণাবেক্ষণ খরচ প্রদান করে। অ্যাপে ই-সিটি আলট্রা এবং অ্যাপে ই-সিটি এফএক্স ম্যাক্স এই প্রয়োজনগুলোকে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়েছে। নতুন অ্যাপে ই-সিটি আলট্রা উচ্চ কার্যকারিতার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

অ্যাপে ই-সিটি এফএক্স ম্যাক্স-এর এক্স-শোরুম মূল্য শুরু হচ্ছে তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা থেকে এবং অ্যাপে ই-সিটি আলট্রা-এর মূল্য তিন লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা থেকে শুরু। দুটি মডেলই সারা ভারত জুড়ে পিয়াজিওর ডিলারশিপে পাওয়া যাবে।

ভারতীয় মজদুর সংঘের ৭০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে সিপাহীজলা অভয়ারণ্যে বানর সেনাদের মধ্যে ফল বিতরণ

আগরতলা, ২৬ জুলাই: ভারতীয় মজদুর সংঘের ৭০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে ত্রিপুরা টেক্সি চালক সংঘ বিশালগড় শাখার উদ্যোগে সিপাহীজলা অভয়ারণ্যে পবনপুত্র হনুমানের বানর সেনাদের মধ্যে ফল তুলে দিলেন সমস্ত শ্রমিকরা। মূলত ২২শে জুলাই থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে ভারতীয় মজদুর সংঘ অনুমোদিত ত্রিপুরার ট্যাক্সি চালক সংঘ বিশালগড় শাখার শ্রমিকরা।

ভারতীয় মজদুর সংঘের সোনালী ৭০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার তুলনায় সিপাহীজলা জেলায় একাধিক কর্মসূচি পালন করছেন ত্রিপুরার ট্যাক্সি চালক সংঘ বিশালগড় শাখা, মাদ্রাসায় পাঠরত ছাত্রদের বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ, বৃদ্ধাশ্রমে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ, কাঠফাটা রোদে পথচারীদের ঠান্ডা পানীয় বিতরণ সহ বানর সেনাদের মধ্যে ফল বিতরণ।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় মধ্য সংঘ সিপাহীজলার জেলা কমিটির সম্পাদক রাজু দাস, বিশালগড় শাখার নেতৃত্ব মিঠুন সরকার রাজীব সরকার সহ অন্যান্য শ্রমিকরা। বিশালগড় টেক্সি চালক সংঘের শ্রমিকদের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে অনেকটাই খুশি বিশালগড়বাসী।

রিসোর্স ইউনিটের উদ্যোগে ঔষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

সোনামুড়া, ২৬ জুলাই : ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটির অন্তর্গত ত্রিপুরা রাজ্য ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইস মনিটরিং এবং রিসোর্স ইউনিটের উদ্যোগে ঔষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং 'ফার্মা সহি দাম' এবং ভূমিকা শীর্ষক ১ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। মূলত মহাকুমার বিভিন্ন ওষুধ বিক্রেতাদের নিয়ে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতি কাঞ্চন সিনহা ডেপোটি ড্রাগস কন্টোলার এবং সদস্য সচিব টি পি এম আর ইউ ত্রিপুরা সরকার, সঞ্জয় দাস ইন্সপেক্টিং অফিসার ড্রাগস ত্রিপুরা সরকার, বিকাশ দেববর্মা , অভিজিৎ দাস, মৃণাল কান্তি সরকার , এবং সংস্থার প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর দিবাকর পাল প্রমুখ।

সেমিনারে বক্তারা মূল্য ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরেন। এবং পাশাপাশি বিক্রেতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের খোলামেলা উত্তর দেন।

উল্লেখ্য এনপিপিএ হচ্ছে ভারত সরকারের রসায়ন ও যার মন্ত্রণালয়ের ফার্মাসিউটিক্যাল বিভাগের অধীনে ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রক একটি সংস্থা, এ সংস্থার নিয়মিত ঔষধের দাম নির্ধারণ সংশোধন এবং পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৯৭ সালে। পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যসহ দেশের মোট ৩১ টি রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রাইস মনিটরিং এন্ড রিসোর্স ইউনিট। মূলত বাজার বৃদ্ধির তথ্য সংগ্রহ ওষুধের দাম পর্যবেক্ষণ রাজ্য ও জেলা স্তরে বক্তাদের সচেতন করা ও নিয়মিত প্রচারের মাধ্যমে ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইস ইন অথরিটিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানে এবং প্রয়োজনীয় ওষুধের ন্যায্যমূল্য সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে কাজ করে থাকেন বলে জানান ডেপোটি ড্রাগস কন্টোলার এবং সদস্য সচিব টিপিএম আর ইউ ত্রিপুরা সরকার শ্রীমতি কাঞ্চন সিনহা।

কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে নিরাপত্তারক্ষীদের মধ্যে মিষ্টির বিতরণ

আগরতলা, ২৬ জুলাই : কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে ওমেন্স কলেজের এনএসএস-র উদ্যোগে নিরাপত্তারক্ষীদের মধ্যে মিষ্টির বিতরণ করা হয়েছে।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এক কলেজ ছাত্রী বলেন, কার্গিল বিজয় দিবস প্রতি বছর ২৬ জুলাই পালিত হয়। ১৯৯৯ সালের এই দিনে লাদাখের উত্তর কার্গিল জেলার পাহাড়ের চূড়ায় পাকিস্তানি বাহিনীকে তাদের দখলকৃত অবস্থান থেকে বিতাড়িত করেছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনী। কার্গিল যুদ্ধে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের বিজয় উদযাপনের জন্য প্রতি বছর এই দিবস পালন করা হয়।

তাই কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে ওমেন্স কলেজের এনএসএস-র উদ্যোগে নিরাপত্তারক্ষীদের মধ্যে মিষ্টির বিতরণ করা হয়েছে।

মাদক কারবারি ও মাদকসেবনের বিরুদ্ধে এক জনসচেতনতা পদযাত্রা ও পথসভা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২৬ জুলাই : আজ সূর্যমণি নগর বিধানসভা মন্ডলের অন্তর্গত বাগমারা গ্রাম পঞ্চায়েত এবং আগরতলা পৌর নিগমের ৫১ নং ওয়ার্ডে মাদক কারবারি ও মাদকসেবনের বিরুদ্ধে এক জনসচেতনতা পদযাত্রা ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন স্থানীয় বিধায়ক তথা ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল।বিপুল সংখ্যক সাধারণ নাগরিকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই পদযাত্রা প্রমাণ করে, রাজ্যের মানুষ এখন উন্নয়ন ও স্বচ্ছতার রাজনীতির পাশে আছে।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রতিটি কার্যক্রম আজ জনগণের আস্থা অর্জন করেছে। পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল বলেন,ত্রিপুরাকে যারা আবার বিভ্রান্তি, বিশৃঙ্খলা এবং লুটপাটের অন্ধকারে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে আজ মানুষ রাস্তায় নেমেছে। এই লড়াই শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলের নয়, এই লড়াই এক আদর্শের পক্ষে, এক সাহসী ও সৎ সমাজ গঠনের লড়াই। মাদকমুক্ত ত্রিপুরা গঠনে জনসচেতনতাই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

তিনি আরও বলেন, "জনতাই আমাদের শক্তি। সেই শক্তির উপর ভর করেই আমরা এগিয়ে চলেছি এবং চলবো। এই যুদ্ধে প্রতিটি নাগরিকের অংশগ্রহণ আমাদের ভবিষ্যৎকে আরও মজবুত করে তুলবে।"ত্রিপুরাকে মাদকমুক্ত করতে প্রশাসন ও জনগণের একযোগে প্রচেষ্টার আহ্বান জানান তিনি। এদিনের কর্মসূচিতে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব, সমাজকর্মী, যুব সমাজ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

শান্তির বাজার মন্ডল বিজেপির যুব মোর্চার উদ্দ্যোগে কার্গিল বিজয় দিসব উদযাপন

বিলোনিয়া, ২৬ জুলাই : শনিবার প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে ৩৬ শান্তির বাজার মন্ডল বিজেপির যুবমোর্চার উদ্দ্যোগে সকলের হাতে মশাল নিয়ে মিছিলের মাধ্যমের কার্গিল বিজয় দিবস পালন করা হয়। ৩৬ শান্তির বাজার মন্ডল বিজেপির যুবমোর্চার উদ্দ্যোগে আয়োজিত আজকের মিছিলে উপস্থিতছিলেন প্রদেশ বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি তথা বিধায়ক সুশান্ত দেব, বিজেপির দক্ষিন জেলার যুব মোর্চার সভাপতি বিপুল ভৌমিক, শান্তির বাজার বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি রামপ্রসাদ শীল, বিজেপির দক্ষিন জেলার কৃষানমোর্চার সভাপতি সত্যব্রত সাহা, শান্তির বাজার বিজেপির মন্ডল সভাপতি দেবাশিষ ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। আজকের এই মিছিলের গুরুত্ব সম্পর্কে জনসম্মুখে বক্তব্যতুলেধরেন বিধায়ক সুশান্ত দেব। শান্তির বাজার মন্ডল বিজেপির যুব মোর্চার উদ্দ্যোগে আয়োজিত আজকের এই মিছিলে যুব মোর্চার কর্মী সমর্থক ও বিজেপির কর্মীসমর্থকদের উপস্থিতির হারছিলো লক্ষনীয়।

পাঁচ দফা দাবির ভিত্তিতে পদযাত্রা ও বাজার সভা অনুষ্ঠিত সিপিএমের

আগরতলা, ২৬ জুলাই : পাঁচ দফা দাবির ভিত্তিতে সিপিএম উত্তর জেলার ৫৪নং কদমতলা-কুর্তি বিধানসভার অন্তর্গত রাজনগর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে পদযাত্রা ও বাজার সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিন তাদের এই পাঁচ দফা দাবি গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কদমতলা থেকে রানীবাড়ি পর্যন্ত পূর্ত দপ্তরের বেহাল সড়কটি দ্রুত সংস্কার করা, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহার এবং স্মার্ট মিটার বাতিল করা। তাছাড়া কদমতলা ব্লক এলাকার কালাগাঙ্গেরপার পঞ্চায়েতে প্রধান, উপপ্রধানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পরও সরকারিভাবে কোন কাজের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। ফলে প্রশাসনিক বিভিন্ন কাজগুলো শীঘ্রই চালু করা এবং কদমতলা ব্লক এলাকার বিভিন্ন গ্রামীণ রাস্তাঘাট বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। তা দ্রুত সংস্কার করে গ্রামীণ মানুষদের যাতায়াতের সুব্যবস্থা করা, দীর্ঘদিন থেকে বন্ধ থাকা রেগার কাজ চালু করা, ইত্যাদি দাবি গুলো নিয়েই ছিল তাদের এদিনকার এই পদযাত্রা কর্মসূচির আয়োজন।

সোনালী এক মুহূর্তের সাক্ষী ....

সুপ্রভাত দেবনাথ, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। আমার জীবনের এক স্মরণীয় দিন। সোনালী এক মুহূর্তের সাক্ষী। ব্যক্তিগত নিরিখে যদি বলি, ১৯৮৮ সাল থেকে আজ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৭ বছর ধরে ক্রীড়া সাংবাদিকতার প্রেক্ষাপটে এটি একটি মাইলস্টোন। টিসিএ-র সেই ছোট্ট ঘরে প্রতিদিন গিয়ে খবর সংগ্রহ করে আনা, এমবিবি স্টেডিয়ামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, ক্লাব হাউজের দারোদ্ঘাটন, এমন কি ১৯৯৬ সালে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং প্রথম ম্যাচ কাভার করার এক্রিডিটেড স্পোর্টস জার্নালিস্ট-এর কার্ড পেয়ে ক্রিকেটের নন্দনকানন ইডেনে যাওয়া, অনুষ্ঠান উপভোগ করা, প্রথম ম্যাচ কাভারেজ -- প্রতি মুহূর্তেই একটা কথা মনে আসতো, যদি কখনও ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সদস্য হতে পারতাম।

দেরিতে হলেও টিসিএ-র বর্তমান পরিচালন কমিটি, পরিবার বড় করার মন-মানসিকতায় সত্যিকার অর্থে বৃহৎ মনের পরিচয় দিয়েছেন। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি প্রস্তাবক, সমর্থক থেকে শুরু করে প্রত্যেককে। রাজ্য ক্রিকেটের মান উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য হিসেবে জড়িত হয়ে কিছু করার সুযোগ করে দিয়েছেন বলে। নতুন আঙ্গিকে আমার মতো আরো যাঁরা একনিষ্ঠ সংগঠক ব্যক্তিত্বের নিদর্শন স্বরূপ টিসিএ-র আজীবন সদস্য পদ পেয়েছেন, আমি প্রত্যেককেই ধন্যবাদ জানাবো, তাঁদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছি বলে।

উল্লেখ্য, আজ শনিবার দুপুরে শহরের এক অভিজাত হোটেলে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত নবীন এবং পুরাতন আজীবন সদস্যদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান এবং প্রাসঙ্গিক সম্মিলনী অনুষ্ঠানে টিসিএ-র পক্ষ থেকে সংবর্ধিত হয়ে প্রত্যেকের পাশাপাশি আমিও নিজেকে ধন্য মনে করছি।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধক তথা প্রধান অতিথি হিসেবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, হিউম্যান রাইটস কমিশনের চেয়ারম্যান তথা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অরিন্দম লোধ, ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সভাপতি তপন লোধ, সহ-সভাপতি উপানন্দ দেববর্মা, সচিব সুব্রত দে, কোষাধ্যক্ষ বাসুদেব চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পুরাতন আজীবন সদস্যদের পাশাপাশি টিসিএ-র পরিচালন কমিটি এবং কর্মকর্তাবৃন্দ নতুনদের যেভাবে বরণ করে নিলেন, সাংগঠনিক দৃষ্টিকোণে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সামগ্রিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য বিষয়টা অত্যন্ত বৃহৎ মানের পাথেয় হয়ে থাকবে।

অনূর্ধ্ব ১৮ ঘরোয়া ক্লাব লীগে বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ওপিসি কে হারিয়ে ইউবিএসটি-র শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে লীগ সূচনা ইউনাইটেড বি এস টি-র। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ৯ উইকেটের বড় ব্যবধানে ওপিসি কে হারিয়ে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ইউনাইটেড বি এস টি। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ আন্তঃ ক্লাব বয়স ভিত্তিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। দ্বিতীয় দিনের খেলায় টিআইটি গ্রাউন্ডে ইউনাইটেড বি এস টি আজ, শনিবার ৯ উইকেটের ব্যবধানে ওপিসি কে পরাজিত করেছে।

ম্যাচ শুরুতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ওপিসি ৪৩.৩ ওভার খেলে ১৩৯ রানে ইনিংস শেষ করে নেয়। দলের পক্ষে অভিরূপ দাস সর্বাধিক ৩২ রান পায়। সৌরভ সূত্রধর পেয়েছে ২১ রান। ইউনাইটেড বিএসটি-র কুমার চৌধুরী ১২ রানের বিনিময়ে ৪টি উইকেট তুলে নিয়ে ওপিসি-কে থামিয়ে দিয়েছে।

অভয় দেব ১৮ রানে এবং জয়দীপ দত্ত ২১ রানে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ইউনাইটেড বি এস টি ৯ ওভার খেলে এক উইকেট হারিয়ে ৫৪ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। পরবর্তী সময়ে ম্যাচ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার তেমন পরিস্থিতি আর আসে নি। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ভিজেডি মেথডে ইউনাইটেড বিএসটি-কে ১৮ ওভারে ৫২ রানের টার্গেট স্থির করা হলে নয় উইকেটের ব্যবধানে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। ইউনাইটেড বিএসটি-র গৌরব রাজ সাহা সর্বাধিক কুড়ি রান পায়। দুর্দান্ত বোলিংয়ের সৌজন্যে কুমার চৌধুরী পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

নিজেদের মাঠে ‘নিষিদ্ধ’ হতে যাচ্ছে কোহলির বেঙ্গালুরু

গত ৪ জুন আইপিএলের শিরোপা উৎসবের সময় স্টেডিয়ামের বাইরে পদদলিত হয়ে ১১ জনের মৃত্যু ও অন্তত ৭০ জন আহত হওয়ার ঘটনায় ফ্যাঞ্চাইজিটিকেই দায়ী করেছে ভারতের কর্ণাটক রাজ্য সরকার। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজির বিপণনপ্রধান নিখিল সোসালেকে। এমনকি দলটির সবচেয়ে বড় তারকা বিরাট কোহলির বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনা হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডও (বিসিসিআই) মালিকপক্ষকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে।প্রথমবারের মতো আইপিএলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর থেকে দুঃসময় পার করতে থাকা বেঙ্গালুরু এবার পেল আরেকটি দুঃসংবাদ। কোহলিদের ঘরের মাঠ এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামকে বড় ইভেন্ট আয়োজনের জন্য অনুপযুক্ত ঘোষণা করে সেখানে ম্যাচ আয়োজন বন্ধের সুপারিশ করেছে বিচারপতি জন মাইকেল কুনিয়ার নেতৃত্বাধীন তদন্ত কমিশন। কর্ণাটক সরকার যদি কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়, তাহলে ২০২৬ আইপিএলে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে খেলতে পারবেন না কোহলিরা। কর্ণাটক থেকে প্রকাশিত দৈনিক ডেকান হেরাল্ড জানিয়েছে, তদন্ত কমিশন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের নকশা ও কাঠামো গণজমায়েতের জন্য অনুপযুক্ত ও অনিরাপদ।

স্থানীয় পুলিশ অনুমতি না দিলেও সেদিন বেঙ্গালুরু শহরের বিধান সৌধ থেকে ‘ভিক্টরি প্যারেড’ করতে করতেই চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে পৌঁছান কোহলি, রজত পাতিদার, ক্রুনাল পান্ডিয়া, ফিল সল্টরা।ওই দিন সকালেই ফ্র্যাঞ্চাইজিটি তাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পেজগুলোতে কোহলিকে দিয়ে প্রচার চালায়। ভিডিও পোস্টে কোহলি ভক্ত---সমর্থকদের শিরোপা উৎসবে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। ডেকান হেরাল্ডের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্টেডিয়ামের দর্শক ধারণক্ষমতা ৩২ হাজার হলেও কোহলির আমন্ত্রণে স্টেডিয়াম এলাকায় হাজির হন প্রায় ৩ লাখ মানুষ, যা প্রত্যাশার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি। কমিশন তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, এ ধরনের অবকাঠামোগত পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান স্থানে (এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে) বিপুল জনসমাগমের ইভেন্ট আয়োজন অব্যাহত রাখা জননিরাপত্তা, নগরে চলাফেরা এবং জরুরি প্রস্তুতির জন্য ঝুঁকি তৈরি করবে। ৩২.৭৯ একর জমির ওপর নির্মিত এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ১৯৭৪ সাল থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট হয়ে আসছে। এই মাঠে আইপিএলের দুটি ফাইনালসহ (২০১৪ ও ২০১৬ সালে) ম্যাচ হয়েছে ১০০টি। স্টেডিয়ামটি পরিচালনার দায়িত্বে আছে কর্ণাটক রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা (কেএসসিএ)। তবে স্টেডিয়ামটির মালিকানা কর্ণাটক রাজ্যের গণপূর্ত বিভাগের। তারা ১৯৯৯ সালের জুলাইয়ে ৯৯ বছরের জন্য কেএসসিএকে স্টেডিয়াম ইজারা দেয়।

এক দিনেই দ্রাবিড়, কালিস, পন্টিংকে টপকে গেলেন রুট, সামনে শুধু সচিন

ম্যাঞ্চেস্টারে নজির গড়লেন জো রুট। টেস্টে সর্বাধিক রানের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠলেন তিনি। এক দিনেই রাহুল দ্রাবিড়, জাক কালিস ও রিকি পন্টিংকে টপকে গেলেন ইংল্যান্ডের ব্যাটার। তাঁর সামনে এখন শুধুই সচিন তেন্ডুলকর। ম্যাঞ্চেস্টারে ভারতের বিরুদ্ধে শতরান করে নজিরও গড়েছেন রুট।

ম্যাঞ্চেস্টারে ব্যাট করতে নামার সময় রুটের রান ছিল ১৩,২৫৯। তখন তাঁর উপরে সচিন ছাড়াও ছিলেন দ্রাবিড়, কালিস ও পন্টিং। একে একে সকলকে টপকালেন তিনি। মাত্র আট বলের ব্যবধানে দ্রাবিড় ও কালিসকে ছাপিয়ে যান রুট। তবে পন্টিংকে টপকাতে সময় লাগল তাঁর। ১১৯ রানের মাথায় অংশুল কম্বোজের বলে সিঙ্গল নিয়ে পন্টিংকে টপকে গেলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ১৫০ রানে আউট হলেন রুট। অর্থাৎ, টেস্টে তাঁর রান বেড়ে হল ১৩,৪০৯।

১৬৮ টেস্টে ১৩,৩৭৮ রান করেছেন পন্টিং। ১৬৬ টেস্টে কালিসের রান ১৩,২৮৯। দ্রাবিড় ১৬৪ টেস্টে ১৩,২৮৮ রান করেছেন। তাঁদের থেকে কম টেস্টে তাঁদের টপকেছেন রুট। এটা তাঁর ১৫৮তম টেস্ট। শীর্ষে থাকা সচিন ২০০ টেস্টে ১৫,৯২১ রান করেছেন। সেই রেকর্ড ভাঙতে হলে এখনও কয়েক বছর খেলতে হবে রুটকে। তবে রুটের যা ফিটনেস ও ইংল্যান্ড বছরে যতগুলো টেস্ট খেলে তাতে সচিনের রেকর্ড ভাঙা অসম্ভব নয় রুটের পক্ষে।ম্যাঞ্চেস্টারে ভারতের বিরুদ্ধে নিজের ১২তম টেস্ট শতরান করলেন রুট। ভারতের বিরুদ্ধে টেস্টে এত শতরান আর কারও নেই। স্টিভ স্মিথ ১১টা শতরান করেছেন। এত দিন দুই ক্রিকেটার এক জায়গায় ছিলেন। এ বার স্মিথকে ছাপিয়ে গেলেন রুট। নজির গড়লেন তিনি।টেস্টে শতরানের তালিকাতেও চার নম্বরে উঠলেন রুট। টেস্টে ৩৮তম শতরান করলেন তিনি। শ্রীলঙ্কার কুমার সঙ্গকারারও ৩৮টা শতরান রয়েছে। শীর্ষে থাকা সচিনের শতরানের সংখ্যা ৫১। দুই নম্বরে থাকা কালিস ৪৫ ও তিনে থাকা পন্টিং ৪১টা শতরান করেছেন। শেষ পাঁচ বছরে ২২টা শতরান করেছেন রুট। ফলে রানের পাশাপাশি শতরানের নিরিখেও সকলকে টপকে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে রুটের।

আইসিসি-র থেকে আরও বেশি টাকা দাবি করুক ভারতীয় বোর্ড, চান শাস্ত্রী

আইসিসি-র লভ্যাংশের ৩৮.৫ শতাংশ ভাগ পাবে ভারতীয় বোর্ড। অঙ্কের হিসাবে যা ১৯৬৮ কোটি টাকা। তবে এই টাকাও যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন রবি শাস্ত্রী। ক্রিকেটের প্রতি ভারতের যা অবদান, তার জন্য আইসিসি-র থেকে ভারতীয় বোর্ডের আরও বেশি লভ্যাংশ চাওয়া উচিত বলে মনে করেন শাস্ত্রী। তাঁর মতে, এই লভ্যাংশ চাওয়ার হক রয়েছে ভারতের।

২০২৪-২৭ চক্রে ভারতকে ৩৮.৬ শতাংশ লভ্যাংশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিসি। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ইংল্যান্ডের থেকে ছ’গুণ বেশি লভ্যাংশ পাবে ভারত। ইংল্যান্ড পাবে ৬.৮৯ শতাংশ। অস্ট্রেলিয়া পাবে ৬.২৫ শতাংশ। ১২ শতাংশ লভ্যাংশ দেওয়া হবে ন’টি পূর্ণ সদস্য দেশকে। ভারতের এই ‘দাদাগিরি’ নিয়ে অতীতে সরব হয়েছে অনেক দেশই।

তবে সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন শাস্ত্রী। ‘উইজডেন’-এ দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, “আমি চাই ভারত আরও বেশি লভ্যাংশ পাক। কারণ আইসিসি যে অর্থ পায় তার বেশির ভাগটাই আসে ভারতের বাজার থেকে। তাই ভারতকেও সঠিক লভ্যাংশ দেওয়া দরকার। কোনও দিন হয়তো অন্য কোনও দেশের অর্থনীতি উন্নত হয়ে যাবে। সেখান থেকে আইসিসি বেশি টাকা পাবে। ’৭০ বা ’৮০-র দশকে তেমনটাই হত।”

শাস্ত্রীর সংযোজন, “সঠিক ভাবেই আইসিসি-র আয়ের আরও বেশি অংশ চাইতে পারে ভারত। ওরা যখন বিদেশে যায় তখন সম্প্রচারস্বত্ব থেকে কত টাকা ওঠে সেটা খেয়াল করে দেখুন। আমাদের দেশে এলে কত টাকায় সম্প্রচারস্বত্ব বিক্রি করা হয় সেটা দেখুন। আমার মতে, আরও বেশি টাকা পেলে তবেই সঠিক বিচার হবে।”অতীতে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) অবশ্য প্রকাশ্যে ভারতের এই লভ্যাংশ পাওয়ার বিরোধিতা করেছিল। তৎকালীন পিসিবি প্রধান নজম শেট্টি বলেছিলেন, “আমরা এখনকার লভ্যাংশ নিয়ে সন্তুষ্ট নই।

অনূর্ধ ১৮ ক্লাব লীগে বিসিসি-কে হারিয়ে ফুলিঙ্গের দারুন সূচনা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে দারুণ সূচনা স্ফুলিঙ্গ ক্লাবেরও। ৭ উইকেটের বড় ব্যবধানে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব কে পরাজিত করে স্ফুলিঙ্গ ঘরোয়া অনূর্ধ ১৮ ক্লাব লীগ ক্রিকেটে জয় দিয়ে সূচনা করেছে। বামুটিয়ায় তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে শনিবার সকালে যথাসময়ে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে বনমালী পুর ক্রিকেট ক্লাব তথা বিসিসি প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ২৮.১ ওভার খেলে ৮১ রানে ইনিংস শেষ করে নেয়। ব্যাটিং ব্যর্থতায় দলের পক্ষে বেশি রান হয়নি। প্রীতম দাস সর্বাধিক ১৪ রান পায়। স্ফুলিঙ্গের বোলার উদয় মিত্র ২০ রানের বিনিময়ে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে বিসিসি-র দৌরাত্ম্য থামিয়ে দেয়। এছাড়া, সোমরাজ দে পাঁচ রানে দুইটি এবং শাহীন জামান চৌধুরী একটি উইকেট পেয়েছে। পালটা ব্যাট করতে নেমে স্ফুলিঙ্গ ২০.৫ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে অয়ন রায় এর ৩১ রান এবং রাজদীপ দেবনাথ এর ২৯ রান দলকে সহজ জয় এনে দেয়। দুর্দান্ত বোলিং এর স্বীকৃতি হিসেবে উদয় মিত্র পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

গিলের অধিনায়কত্ব নিয়ে প্রশ্ন শাস্ত্রীর, নিশানায় কোচ গম্ভীরও

ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে ভারতীয় দলের উপর চাপ যত বাড়ছে, প্রত্যাশিতভাবেই তত বেশি করে প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্টকে। এবার একযোগে ভারতীয় দলের কোচ এবং অধিনায়ককে বিঁধলেন প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী। তাঁর মতে, গিলের বোধোদয় হয়েছে ২৪ ঘণ্টা পর। তাছাড়া ড্রেসিংরুম থেকে যতটা সাহায্য পাওয়ার কথা ছিল সেটাও তিনি পাননি।

আসলে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চতুর্থ টেস্টে এই মুহূর্তে শোচনীয় পরিস্থিতি। সেটার জন্য নির্বিষ বোলিংকে যতটা দায়ী করছেন শাস্ত্রী, ততটাই দায়ী করছেন ভ্রান্ত রণকৌশলকে। তাঁর বক্তব্য, আগের ম্যাচে ভালো পারফর্ম করা ওয়াশিংটন সুন্দরকে এত দেরিতে বল করানো কেন? তাছাড়া নতুন বলে কেন অংশুল কম্বোজ, সিরাজের মতো সিনিয়র ক্রিকেটারকে কেন নতুন বল দেওয়া হল না?শাস্ত্রী বলছেন, “আগের ম্যাচে চার উইকেট পেল একজন। তাঁকে আনা হল ৬৭, ৬৯ নম্বর ওভারে। এতে ওই বোলারের কাছে কী বার্তা যাচ্ছে? ও তো ভাববে আমি চার উইকেট পেয়েছি, আমার ৩০,৩৫ ওভারের মধ্যে বল করার কথা। আর তুমি আমাকে ৬৯ ওভারে বল করাচ্ছ! তাও ও বল করতে এসেই দুই উইকেট পেয়ে গেল। আমার মনে হয় কৌশলগত ভাবে আমরা ভুল করে ফেলেছি।” প্রাক্তন ভারতীয় হেডকোচের কথায়, “অংশুল কম্বোজ, যে কিনা নিজের প্রথম টেস্ট খেলছে তাঁকে নতুন বল না দিয়ে সেটা দেওয়ার দরকার ছিল সিরাজকে। তাছাড়া যে বাউন্সার দেওয়ার কৌশল ভারত তৃতীয় দিন নিল সেটা দ্বিতীয় দিন নেওয়া উচিত ছিল। ২৪ ঘণ্টা পর বোধোদয় হল।”শাস্ত্রী মনে করছেন, গিল যে ভুলগুলি করছেন সেটা শুধরে নেওয়ার সুযোগ আছে। কিন্তু ড্রেসিংরুম থেকে যে সাহায্যটা তাঁর পাওয়ার কথা, সেটা পাচ্ছেন না। প্রাক্তন কোচ বলছেন, “এই ভুলগুলো ড্রেসিংরুম থেকে শুধরে দিতে হয়। আমার সময় কোহলির ক্ষেত্রেও মাঝে মাঝে করতে হত। ও অতিমাত্রাই আগ্রাসী ছিল। ভাবত প্রতি সেশনে পাঁচ উইকেট করে পড়বে। কিন্তু সেটা হয় না। ওকে বোঝাতে হত।” প্রাক্তন কোচ বলছেন, গিলের ক্ষেত্রেও তাই। এই সময় ড্রেসিংরুমের ভূমিকাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়। অন্তত প্রথম দেড় বছর গিলকে আরও

নিষিদ্ধ হলেন মেসি ও আলবা

এমএলএস অল-স্টার গেমে না খেলার শাস্তি হিসেবে এক ম্যাচ নিষিদ্ধ হয়েছেন ইন্টার মায়ামি তারকা লিওনেল মেসি ও জর্দি আলবা। এমএলএসের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘এ সপ্তাহে মেজর লিগ সকার অল-স্টার গেমে অনুপস্থিত থাকার কারণে শনিবার সিনসিনাটির বিপক্ষে ম্যাচে খেলতে পারবেন না ইন্টার মায়ামির জর্দি আলবা এবং লিওনেল মেসি। নিয়ম অনুযায়ী, লিগের কাছ থেকে আগেই অনুমতি না নিয়ে কোনো খেলোয়াড় যদি অল-স্টার গেমে অনুপস্থিত থাকেন, তাহলে তিনি তাঁর ক্লাবের পরের ম্যাচটি খেলতে পারবেন না।’

ফোনে সংবাদমাধ্যম দ্য অ্যাথলেটিককে এমএলএস কমিশনার ডন গারবার বলেছেন, মেসিকে নিষিদ্ধ করাটা ছিল ‘খুব খুব কঠিন’।

গারবার বলেছেন, ‘সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমি জানি মেসি এমএলএসকে ভালোবাসেন। এমএলএস একদমই আলাদা লিগ। এমএলএস কী, কী করতে সক্ষম, সেসব বিশ্বকে দেখাতে মেসি বছরজুড়ে সাহায্য করছেন। আমার মনে হয় এটা গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে আমার কাছেমেজর লিগ সকারের জন্য লিওনেল মেসির চেয়ে কেউ বেশি করেনি। সেটা শুধু মাঠের বাইরে নয়, মাঠের ভেতরেও। দর্শকেরা (তাঁর) সব ম্যাচই দেখেন। ইন্টার মায়ামির প্রতি তাঁর অঙ্গীকারকে আমি সম্মান ও প্রশংসা করি।’

গারবার এরপর বলেছেন, ‘তাঁর (এমএলএস অল-স্টার গেমে) না খেলার বিষয়টি আমি বুঝি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে অল-স্টার গেমে কোনো খেলোয়াড়ের অংশ নেওয়ার বিষয়ে আমাদের দীর্ঘদিনের প্রচলিত নিয়ম আছে এবং সেটা কার্যকর করতে হয়েছে। এটা ছিল খুব খুব কঠিন সিদ্ধান্ত, কিন্তু আশা করি এটা মেসি এবং বাকিরা বুঝবেন এবং সম্মান করবেন। তিনি তাঁর ক্লাব, সতীর্থ ও লিগের জন্য দিনের পর দিন (মাঠে) নেমেছেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তকে আমি সম্মান করি।’

গত ৩০ এপ্রিল থেকে মায়ামির প্রতিটি ম্যাচেই ৯০ মিনিট করে খেলেছেন ৩৮ বছর বয়সী মেসি। গত ১৪ জুন থেকে খেলেছেন ৯ ম্যাচ, এর মধ্যে ৪ ম্যাচ খেলেছেন ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে। সর্বশেষ গত ২৭ এপ্রিল মায়ামির ম্যাচে মেসিকে দেখা যায়নি। কিন্তু তার পর থেকে মায়ামির কোনো ম্যাচ মিস করেননি আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি।

আরেকটু পিছিয়ে হিসাব করলে গত ২ এপ্রিল থেকে মায়ামির খেলা ২৩টি ম্যাচের মধ্যে ২২ ম্যাচেই প্রতিটি মিনিট মাঠে ছিলেন মেসি। এর মধ্যে ৩৫ দিনের ব্যবধানে খেলেছেন ৯ ম্যাচ। সংবাদমাধ্যম তখন জানিয়েছিল, বিশ্রাম নিতেই এমএলএস অল---স্টার গেমে খেলেননি মেসি।

গত বুধবার এমএলএস অল-স্টার গেমে লিগা-এমএক্সের একাদশকে ৩-১ গোলে হারায় এমএলএস একাদশ। এই ম্যাচে এমএলএসের অল-স্টার একাদশে খেলার জন্য মায়ামি থেকে মেসি ও আলবা নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম ইউএসএ টুডে জানিয়েছে, অল-স্টার গেম শুরুর প্রায় ৮ ঘণ্টা আগে এমএলএস কর্তৃপক্ষ জানায়, এই ম্যাচে মেসি ও আলবা খেলতে পারবেন না।

এর কারণ, মেসি ও আলবার না খেলার বিষয়টি এমএলএস কর্তৃপক্ষও দেরিতে জানতে পারে। বার্তা সংস্থা এএফপি এর আগে জানিয়েছিল, শেষ মুহূর্তে মায়ামির পক্ষ থেকে এমএলএসকে জানানো হয়, মেসি ও আলবা এই ম্যাচে খেলতে পারবেন না। তখন এমএলএস কমিশনার গারবার বলেছিলেন, মেসি এই ম্যাচ খেলবেন না, সেটা এমএলএস কর্তৃপক্ষকে ‘আরও আগে জানানো উচিত ছিল’।

ভারত-ইংল্যান্ড বাগ্‌যুদ্ধ চলছেই! রুট-স্টোকসদের রাগাতে কী করলেন যশস্বী

ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে ইংল্যান্ড। প্রথম ইনিংসে বড় লিডের পথে তারা। মাঠের লড়াইয়ে ইংল্যান্ড টেক্কা দিলেও বাগ্‌যুদ্ধে পাল্লা দিচ্ছে ভারত। বেন স্টোকস, জো রুটকে রাগাতে স্লেজ করলেন যশস্বী জয়সওয়াল। সতীর্থদের তাতানোর চেষ্টা করলেন তিনি।

তৃতীয় দিনের শুরু থেকে ভাল খেলছিল ইংল্যান্ড। প্রথমে জো রুট ও ওলি পোপ এবং তার পর রুটের সঙ্গে জুটি বাঁধেন বেন স্টোকস। পোপ শতরান হাতছাড়া করলেও রুট টেস্টে তাঁর ৩৮তম শতরান করেন। অর্ধশতরান করেন স্টোকসও। প্রথম দুই সেশনে অনেক চেষ্টা করেও ভারতের পেসারেরা উইকেট তুলতে পারেননি। শুভমন গিলদের শরীরী ভাষা নেতিবাচক হয়ে যাচ্ছিল। তখনই সতীর্থদের তাতানোর চেষ্টা করেন যশস্বী।

চা বিরতির আগে দেখা যায়, স্টাম্প মাইক্রোফোনের সামনে এসে কিছু বলছেন যশস্বী। পরে শোনা যায়, তিনি বলছেন, “চলো চলো, উইকেট পড়বে। চাপে ফেলো ওদের।” তার পরেই সাই সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, “এখানে একটু ইংরেজি দরকার। তোমার কাছে আমি ইংরেজি শুনতে চাই।” সুদর্শন তামিলনাড়ুর ক্রিকেটার। তিনি সাধারণত ইংরেজিতেই কথা বলে থাকেন। সেই কারণেই যশস্বী তাঁকে ইংরেজিতে স্লেজ করতে বলেন। কারণ, তাঁর হিন্দিতে স্লেজিং ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারেরা বুঝতে পারবেন না। তাঁদের বোঝাতে সুদর্শনকে ইংরেজিতে বলতে বলেন তিনি। তার পর সুদর্শন পাল্টা কি বলেন তা অবশ্য শোনা যায়নি।

ম্যাঞ্চেস্টারে প্রথমে ব্যাট করে ৩৫৮ রান করেছে ভারত। যশস্বী ও লোকেশ রাহুল শুরুটা ভাল করেছিলেন। ওপেনিংয়ে ৯২ রানের জুটি বাঁধেন তাঁরা। যশস্বী অর্ধশতরান করেন। ভাল শুরুর পরেও ৪০০-এর বেশি রান করতে পারেনি ভারত। জবাবে রুটের ১৫০ রানে ভর করে প্রথম ইনিংসে বড় লিডের পথে ইংল্যান্ড। যা পরিস্থিতি তাতে দ্বিতীয় ইনিংসে ভাল ব্যাট করতে না পারলে এই টেস্টেও হারতে হবে ভারতকে। কারণ, এখনও দু’দিনের খেলা বাকি রয়েছে।

প্রথম তিন টেস্টের মধ্যে দুটো হেরেছে ভারত। হেডিংলে ও লর্ডসে ভারত হারলেও দুটো ম্যাচেই লড়াই হয়েছে। একটা সময় মনে হয়েছিল, ভারত জিতবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাজিমাত করেছে ইংল্যান্ড। ম্যাঞ্চেস্টারে ইংল্যান্ড অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। এই টেস্ট জিতলে সিরিজ জিতে যাবেন স্টোকসেরা। সেই কারণেই সতীর্থদের চাঙ্গা করতে প্রতিপক্ষকে নিশানা করলেন যশস্বী। বাগ্‌যুদ্ধের আশ্রয় নিলেন তিনি।

অল্পের জন্য রক্ষা পেল রোহিতের বিশ্বরেকর্ড! ১১ ছক্কায় ৩৭ বলে শতরান অস্ট্রেলিয়ার ডেভিডের

দু’মাস পর মাঠে নেমে নজির গড়লেন টিম ডেভিড। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে রান তাড়া করতে নেমে মাত্র ৩৭ বলে শতরান করলেন অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটার। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে দ্রুততম শতরান করেছেন তিনি। তাঁর ব্যাটে ভর করে ম্যাচ ও সিরিজ জিতেছে অস্ট্রেলিয়া।

২১৫ রান তাড়া করতে নেমে পাওয়ার প্লে-র শেষ ওভারে ব্যাট করতে নামেন ডেভিড। তত ক্ষণে তিন ব্যাটার আউট হয়েছেন। চার মেরে ইনিংস শুরু করেন ডেভিড। তার পরে আর তাঁকে থামানো যায়নি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের তিন স্পিনার গুড়াকেশ মোতি, আকিল হোসেন ও রস্টন চেসের তিন ওভারে তিনটে করে মোট ন’টা ছক্কা মারেন ডেভিড।

মাত্র ১৬ বলে ৫০ করেন তিনি। এর আগে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে মার্কাস স্টোইনিস ও ট্রেভিস হেড ১৭ বলে ৫০ করেছিলেন। সেই রেকর্ড ভেঙে দেন তিনি। চতুর্থ উইকেটে মিচেল ওয়েনের সঙ্গে ১২৮ রানের জুটি বাঁধেন ডেভিড। সেই জুটিই দলকে জয়ের কাছে নিয়ে যায়। চার মেরে নিজের শতরান ও সেই সঙ্গে দলের জয় পূর্ণ করেন ডেভিড। এর আগে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৪৩ বলে শতরান করেছিলেন জশ ইংলিস। সেই রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন ডেভিড। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম শতরানের বিশ্বরেকর্ড রয়েছে রোহিত শর্মার দখলে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে মাত্র ৩৫ বলে তিন অঙ্কে পৌঁছেছিলেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার ডেভিড মিলারও ৩৫ বলে শতরান করেছেন। ৩৭ বলে শতরান রয়েছে ভারতের অভিষেক শর্মারও। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেই ইনিংস খেলেছিলেন ভারতের বাঁহাতি ওপেনার।মাত্র ১৬.১ ওভারে ২১৫ রান তাড়া করে নেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ৩-০ এগিয়ে তারা। অর্থাৎ, টেস্টের পর টি-টোয়েন্টি সিরিজও জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়ায় ২৩ মে-র পর থেকে আর খেলেননি ডেভিড। আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে শেষ দিকে খেলতে পারেননি তিনি। তবু আইপিএল জিতেছে তাঁর দল। এ বার মাঠে নেমে নজির গড়লেন ডেভিড।

গম্ভীরের সঙ্গে এখনও ভারতীয় ক্রিকেটারদের দূরত্ব রয়েছে? গৌতিকে নিয়ে মন্তব্য ভারতকে বিশ্বকাপ জেতানো কোচের

ভারতের কোচ হিসাবে এক বছর পূর্ণ হয়েছে গৌতম গম্ভীরের। তবে এখনও ক্রিকেটারদের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব হয়তো পুরোপুরি মেটেনি। এমনটাই মনে করছেন গ্যারি কার্স্টেন। ভারতকে বিশ্বকাপ জেতানো কোচের মতে, কবে গম্ভীরের সঙ্গে ক্রিকেটারদের নৈকট্য তৈরি হয় সেটা দেখার জন্য তিনি মুখিয়ে। ‘ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’ ওয়েবসাইটে কার্স্টেন বলেছেন, “সত্যি বলতে, কোচ গৌতমকে আমি একেবারেই চিনি না। তবে ক্রিকেটার গম্ভীরকে খুব পছন্দ করতাম। ওর মধ্যে সেই কাঠিন্য ছিল যেটা খুব দরকারি ছিল। মানসিক ভাবে খুব শক্তিশালী। তবে ওর ব্যক্তিত্ব এবং স্টাইল বাকিদের থেকে আলাদা। সেই ব্যক্তিত্ব এবং স্টাইলের সঙ্গে কি মানিয়ে নিতে পেরেছে ক্রিকেটারেরা? এটাই দেখার জন্য আমি মুখিয়ে রয়েছি।”কার্স্টেনের সংযোজন, “আইপিএলে ও সাফল্য পেয়েছে। আমার মনে আছে, এক দিনের দল এবং টেস্ট দল আলাদা করে দেওয়ার সময় ওকে নিউ জিল্যান্ড সিরিজে অধিনায়ক করেছিলাম। দারুণ খেলেছিল সেই সিরিজে।” কার্স্টেনের কোচিংয়ে ২০১১ বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। ফাইনালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে গম্ভীর ম্যাচ জেতানো ৯৭ রানের ইনিংস খেলেছিলেন।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

শনিবার কার্গিল দিবস উপলক্ষ্যে আগরতলায় বিজয় দেবনাথ ম্যাচের কাঠির উপর ভাস্কর্য তুলে ধরেন।

আঞ্চলিক আয়ুর্বেদ গবেষণা কেন্দ্রের অত্যাধুনিক আয়ুর্বেদিক হেলথ কিওস্ক মেশিনের উদ্বোধন

আগরতলা, ২৬ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অনুপ্রেরণায় সারাদেশে আয়ুর্বেদিক স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রকের অন্তর্গত সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন আয়ুর্বেদিক সায়েন্সেস (সিসিআরএএস) আজ আগরতলার আঞ্চলিক আয়ুর্বেদ গবেষণা কেন্দ্র (আরএআরসি) একটি অত্যাধুনিক আয়ুর্বেদিক হেলথ কিওস্ক মেশিন উদ্বোধন করল।

এই স্বাস্থ্য কিওস্ক মেশিন দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সূচক নিরূপণ করবে, 'স্বাস্থ্য মূল্যায়ন' (যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক স্বাস্থ্য বিচার করা হবে) এবং 'অগ্নি মূল্যায়ন' (যা হজমশক্তি বা বিপাক ক্রিয়ার অবস্থা নির্ণয় করবে)। এছাড়াও, এটি ব্যবহারকারীর বয়স, ওজন ও উচ্চতা অনুযায়ী বডি মাস ইনডেক্স (বিএমআই) নির্ধারণ করবে, জল ও খনিজ উপাদানের ভারসাম্য মূল্যায়ন করে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ে সহায়তা করবে।

সিসিআরএএস-এর এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, এই যন্ত্রটি আয়ুর্বেদের প্রাচীন মূল্যায়ন পদ্ধতিকে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে মেলানোর এক উদ্যোগ। এটি সময়মতো স্বাস্থ্য তথ্য জানিয়ে সাধারণ মানুষকে স্বনির্ভর করতে সহায়তা করবে এবং সামগ্রিক সুস্থতা নিশ্চিত করবে।

এই উপলক্ষে সিসিআরএএস-এর মহাপরিচালক প্রফেসর (বৈদ্য) রবিনারায়ণ আচার্য আগরতলায় আরএআরসি পরিদর্শনে আসেন। তিনি চলমান গবেষণা, জনসচেতনতা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন। তিনি বলেন, আগতলার কেন্দ্রটি উপজাতি স্বাস্থ্য, ভেষজ গাছপালা সংরক্ষণ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমাদের লক্ষ্য আয়ুর্বেদকে আরও তথ্যসমৃদ্ধ ও সহজলভ্য করে তোলা।

জানা গেছে, আগরতলার এই গবেষণা কেন্দ্রে প্রতিদিন ৪০-৫০ জন রোগী নিঃশুল্ক ওপিডি পরিষেবা গ্রহণ করেন। ২০১৯ সাল থেকে উপজাতি স্বাস্থ্য গবেষণা প্রকল্প (টিএইচসিআরপি-টওএসপি)-এর অধীনে স্বাস্থ্য শিবির এবং উপজাতি জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতির দলিলীকরণ চলছে।

উত্তর-পূর্ব আয়ুর্বেদিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (এএইচসি-এনই) উদ্যোগের আওতায় ত্রিপুরার বিভিন্ন জেলায় উপ-কেন্দ্রগুলি ওপিডি, স্বাস্থ্য সচেতনতা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা (যেমন হিমোগ্লোবিন ও রক্তে সুগার পরীক্ষা) চালু করেছে।

২০২২ সাল থেকে কেন্দ্রটি জাতীয় ঔষধি উদ্ভিদ বোর্ড (এনএমপিবি)-এর প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। যার আওতায় ত্রিপুরা ও মিজোরামে ইতিমধ্যেই ৪১৬টি ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা দাবি নথিভুক্ত হয়েছে এবং ৭৩৯টি উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

২০২২ সালের এপ্রিল মাসে, আরএআরসি আগরতলা একটি পেরিফেরাল ফার্মাকোভিজিল্যান্স সেন্টার হিসেবে মনোনীত হয়েছে। যার দায়িত্ব ভ্রান্তিপূর্ণ বিজ্ঞাপন ও আয়ুর্বেদিক ওষুধের পার্শ প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ। আজকের অনুষ্ঠানে প্রফেসর আচার্য একটি স্বাস্থ্য কিওস্ক-ও উদ্বোধন করেন, যা বিএমআই, এসপিও২, রক্তচাপসহ একাধিক প্রাথমিক স্বাস্থ্য তথ্য সহজে জানার সুযোগ করে দেবে। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় গবেষণা আধিকারিক ডা. দীপিকা তেওয়ারি মহাপরিচালককে স্বাগত জানান এবং কেন্দ্রের কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। ডা. বিমল তেওয়ারি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

রাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত মনকাডা দিবস

আগরতলা, ২৬ জুলাই : কিউবা বিপ্লবকে সামনে রেখে আজ থেকে ১ আগষ্ট পর্যন্ত সারা ভারত কৃষক সভা সারা দেশে "মনকাডা দিবস" পালন করবে। ভারতের সবকটা গাম থেকে ব্লক, হয়ে শহর ও শহরতলীতে এই দিবসটি পালন করে কিউবার প্রতি সংহতি জানাবে সারা ভারত কৃষক সভা। রাজ্য কৃষক সভাও এই দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করবে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানিয়েছেন সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর।.

এদিন পবিত্র কর বলেন, ১৯৫৩ সালে ২৬ জুলাই কিউবা তখন আমেরিকার তল্পিবাহক স্বৈরাচারী শাসক বাতিস্তার স্বৈরশাসনের কবলে। ঐ দিনটিতে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রত্যয় নিয়ে একদল তরুণ বিপ্লবী মরণপণ লড়াইয়ের এক উজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করে ছিল। যার নেতৃত্বে ছিলেন ফিডেল কাস্ত্রো। মনকাডা হচ্ছে কিউবার দ্বিতীয় বৃহত্তম সামরিক দুর্গ। বাতিস্তার সময়ে ঐ দুর্গ ছিল মার্কিন নেতৃত্বাধীন কিউবার সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে।ওই দিনে ফিডেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বাধীন বিপ্লবীরা মনকাডা সেনা দুর্গে আক্রমণ চালায়। দুর্গ দখল করতে পারেনি বটে কিন্তু ফিডেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বাধীন ঐ বিদ্রোহীরা কিউবার বিপ্লবের বীজ পুঁতে দিতে সক্ষম হয়েছিল ঐ দিন ঐ আক্রমণের মধ্য দিয়ে। কিউবার রাষ্ট্র বিপ্লবের অঙ্কুরিত সেই দিনকে স্মরণ করে কিউবার বিপ্লবের প্রতি সংহতি জানাবে কৃষক সভা।

কার্গিল বিজয় দিবস উদযাপন ইয়াকুবনগর বিএসএফ ক্যাম্পে

আগরতলা, ২৬ জুলাই : উদ্ভাবনী সামাজিক সংস্থার ব্যবস্থাপনায় এবং মাই ভারত উত্তর ত্রিপুরার উদ্যোগে আজ ইয়াকুবনগর বিএসএফ ৯৭ বিএন ক্যাম্প প্রাঙ্গণে কার্গিল বিজয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মিহির রঞ্জন নাথ, ধর্মনগর পুর পরিষদের কাউন্সিলর রূপালী অধিকারী, গঙ্গানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্জলা দাস, বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সঞ্জয় দাস, বিএসএফ ৯৭ বিএন-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট দেবেন্দ্র কুমার ভার্মা এবং উদ্ভাবনী সামাজিক সংস্থার সহ-সভাপতি শিল্পী নাথ।

মাই ভারত উত্তর ত্রিপুরার ও.এ. রনদ্বীপ রুদ্র পাল স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, ১৯৯৯ সালের এই দিনে লাদাখের কার্গিল অঞ্চলে পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীরত্বপূর্ণ জয়ই আজকের এই দিবসের মূল প্রেরণা। এই অনুষ্ঠান শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, সেনা জওয়ানদের সংবর্ধনা, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পাঠ্যসামগ্রী বিতরণ, ডগ শো, অস্ত্র প্রদর্শনী এবং একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

পুরো অনুষ্ঠানটি উদ্ভাবনী সামাজিক সংস্থার সদস্যদের তত্ত্বাবধানে সুচারুভাবে পরিচালিত হয়। বক্তৃতার পর্বে অতিথিবৃন্দ শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং সমাজ গঠনে ও দেশসেবায় সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান।বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং এলাকার বহু বাসিন্দার অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি এক প্রাণবন্ত এবং স্মরণীয় রূপ লাভ করে।

কৃষিকাজে উৎসাহ প্রদানে সরকার বদ্ধপরিকর ঃ খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুলাই।। রাজ্য সরকার কৃষকদের কৃষিকাজে উৎসাহ প্রদানে বদ্ধপরিকর। কৃষকরা যাতে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রি করে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারেন সেজন্য প্রতি বছর দুটি মরশুমে কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করা হয়। আজ সাত্রুমের সাতচাঁদ ব্লকের বটতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্রজেন্দ্রনগর ধান ক্রয় কেন্দ্রে রাজ্যভিত্তিক বোরো ধান ক্রয় কর্মসূচির সূচনা করে খাদ্য, জনসংভরণ এবং ভোক্তাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠার পর প্রথম থেকেই এই ধান ক্রয় কর্মসূচি শুরু হয়েছে এবং তাতে ব্যাপক সাড়াও মিলেছে। তিনি আরও বলেন, একটা সময় ফড়েরা খুব কম মূল্য দিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করতো। ফলে কৃষকরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো। এতে করে তারা ক্রমে ক্রমে ধান চাষে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিলেন। বর্তমানে সেই উৎসাহ আবার ফিরে এসেছে। খাদ্য, জনসংকরণ এবং ভোক্তাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে রাজ্যভিত্তিক খারিফ বিপণন মরশুম ২০২৫-২৬ এর জন্য কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় কর্মসূচি শুরু হয়েছে।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে খাদ্য, জনসংভরণ এবং ভোক্তাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, সরকার ১ লক্ষ ১৭ হাজারের বেশি কৃষকের কাছ থেকে ২ লক্ষ ২৫ হাজার মেট্রিক টনের উপর ধান ক্রয় করেছে এবং তাতে করে কৃষকরা প্রায় ৪৪৬ কোটি টাকার উপর অর্থ পেয়েছে। ফলে কৃষকরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হবে, কৃষকদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং তারাও রাজ্যের জি.ডি.পি. বৃদ্ধিতে সক্রিয় অংশীদারিত্ব দেখাতে পারবে। ২০১৮ সালে সরকার প্রতিষ্ঠার পর সরকারের কৃষকবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গির কারণে কৃষক সমাজ আর্থিকভাবে সমৃদ্ধশালী হয়েছে এবং এতে করে কৃষকদের সরকারের উপর ভরসা বেড়ে গেছে। কৃষকদেরকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে আগে যেখানে ধান বিক্রির সহায়ক মূল্য ছিল ১৭ টাকা ৫০ পয়সা প্রতি কেজি এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩ টাকা প্রতি কেজি। তাতে কৃষকরা আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারছেন। খাদ্যমন্ত্রী বলেন, ২ লক্ষ ৮৪ হাজারের বেশি কৃষক পি.এম. কিষাণ সম্মান নিধি। প্রকল্পে ৮৪৩.৬৫ কোটি টাকা পেয়েছেন। খাদ্যমন্ত্রী বলেন, গত বছর দক্ষিণ জেলা থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ ধান ক্রয় করা হয়েছে। এবার ৩১টি ধান ক্রয় কেন্দ্র থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করা হবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন খাদ্য, জনসংভরণ এবং ভোক্তাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের বিশেষ সচিব দেবপ্রিয় বর্ধন। এছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ও বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মাইলাড্ডু মগ, বিধায়ক স্বপ্না মজুমদার, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও প্রাক্তন বিধায়ক শঙ্কর রায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী দ্বীপায়ন চৌধুরী প্রমুখ। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খাদ্য, জনসংভরণ এবং ভোক্তাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব এবং অধিকর্তা সুমিত লোখ, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ড. ফণীভূষণ জমাতিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা মোহম্মদ সাজ্জাদ পি, সাত্রুম মহকুমার মহকুমা শাসক শিবজ্যোতি দত্ত সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিগণ সাত্রুম নগর পঞ্চায়েতের দ্বারা নিজস্বভাবে তৈরি কম্পোস্ট সারের রিব্র্যান্ডিং করেন, যার নাম দেওয়া হয় ফেণী কম্পোস্ট সার। এছাড়াও খাদ্যমন্ত্রী কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের একটি প্রাইমারি রুরাল মার্কেট স্টলের উদ্বোধন করেন।

রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সাথে আলোচনা হয়েছে বিপ্লব

আগরতলা, ২৬ জুলাই : ত্রিপুরার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সাথে আলোচনা হয়েছে। আজ আগরতলা বীর বিক্রম বিমানবন্দরে অবতরণ করে এমনটাই জানালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।এদিন শ্রী দেব বলেন, ত্রিপুরায় অধিক বৃষ্টির ফলে আগামীদিনের বিভিন্ন অঞ্চলে চলাচল অযোগ্য হয়ে পড়ে। তাই রাজ্যে সব ঋতুতে চলাচলযোগ্য রাস্তা তৈরি করার বিষয় সড়ক কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গড়করি সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।তিনি আরও বলেন, গোমতী এবং মুহুরী নদীর উপরে আরসিসি ব্রিজ নির্মাণ করা, আগরতলা- সাব্রুম এপ্রোচ রোডের কাজ চলতি বছরের নভেম্বর মাসের মধ্যে দ্রুত সম্পন্ন করার দাবি জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি, নির্মাণের গুনগত মান নিয়ে সংশয় রয়েছে সেই কাজ গুলির জন্য উচ্চ পর্যায়ের অধিকারীকদের একটি পর্যবেক্ষক টীম গঠন করার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

তাছাড়া, কেন্দ্রীয় আবাসন, শহরাঞ্চল বিষয়ক এবং বিদ্যুৎ মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর'র সাথে সাক্ষাৎ করে লাইট হাউজ প্রজেক্টের কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করার দাবি জানিয়েছেন।

বৃষ্টি উপেক্ষা করেই খগেন্দ্র স্মরণ বামেদের তীব্র আক্রমণ কিশোর বর্মনের

কল্যাণপুর, ২৬ জুলাই : সিপিআইএম মানেই হচ্ছে খুনের রাজত্ব। সিপিআইএম মানেই হচ্ছে গণতন্ত্রের ধর্ষণ, সাধারণ মানুষের অধিকার হরণ, সিপিআইএম মানেই হচ্ছে ত্রিপুরা ,পশ্চিমবঙ্গ কেরালা, সহ বিভিন্ন রাজ্যে দিনের পর দিন হত্যা লীলা সংগঠিত করা। আজ বিজেপি দল আয়োজিত খগেন্দ্র দেবনাথ স্মরণ শীর্ষক জনজমায়েতে এমনটাই অভিযোগ করেন ত্রিপুরা সরকারের পঞ্চায়েত এবং উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী কিশোর বর্মন। প্রাকৃতিক এই দুর্যোগের মধ্যে শহীদ স্মরণে সমাবেশে এইভাবে আপনাদের উপস্থিতি প্রমাণ করছে, এই এলাকার মানুষ সন্ত্রাসবাদ তথা ঘৃণ্য রাজনীতির বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করেছেন। আজকের সমাবেশে, একটা কথাই বলবো, শুধুমাত্র আজকে খগেন্দ্র দেবনাথ কে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলাম না, সেই সাথে সাথে যারা পরিকল্পনা করে বছরের পর বছর এই রাজ্যের মধ্যে সন্ত্রাসবাদের রাজত্ব কায়েম করেছিল তাদের বিরুদ্ধে আমাদের ঘৃণা বর্ষণ করলাম। পশ্চিম ঘিলাতলির দাওছড়া এলাকাতে আয়োজিত শহীদ স্মরণে সমাবেশ ঝাঁঝালো ভাষায় উপরে উল্লেখিত কথাগুলো বলছিলেন মন্ত্রী কিশোর বর্মন।

পাশাপাশি শ্রী বর্মন দাবি করেন বর্তমান সময়ে যখন ত্রিপুরা রাজ্যে স্বচ্ছ এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই উন্নয়নের পাশাপাশি আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন চলছে, সেই সময় পরিকল্পনা করে বিভিন্ন কায়দায় রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলাকে ক্রমান্বয়ে বিঘ্নিত করার এবং উন্নয়নকে স্তব্ধ করার প্রয়াস চলছে। আজকে প্রয়াত বামবিরোধী নেতা খগেন্দ্র দেবনাথের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করার পাশাপাশি আমাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে, নিজেদের স্বার্থে, এলাকার স্বার্থে ,ভবিষ্যতের স্বার্থে সন্ত্রাসবাদের পায়ের নিজের জমি ফিরে পেতে দেওয়া যাবে না, অনেকটা এই ভাবেই শহীদ স্মরণে সমাবেশে বক্তব্য রাখছিলেন কিশোর বর্মন।

পাশাপাশি তিনি আত্মবিশ্বাসী, যেভাবে রাজ্যের মানুষ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা বর্ষণ করছেন, যেইভাবে রাজ্যের মানুষ উন্নয়নের পক্ষে কথা বলছেন তার নিরিখে আগামী দিনে প্রকৃত অর্থে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা তথা উন্নত ভারত গঠন সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

কমলপুর টাউন হলে ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২৬ জুলাই : আজ কমলপুর টাউন হলে ত্রিপুরা ইকফাই ইউনিভার্সিটি উদ্যোগে এবার উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ২০০ ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে।কমলপুর টাউন হলে ইকফাই ইউনিভার্সিটির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের প্রদীপ জ্বালিয়ে সূচনা করেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব।

অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ইকফাই ইউনিভার্সিটির অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর কোডিনেটর বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, ত্রিপুরা ইকফাই ইউনিভার্সিটির ডিন ফ্যাকালটি, ম্যানেজমেন্টের প্রফেসর সুজিত দেব ও কমলপুর প্রেস ক্লাবের সম্পাদক সুপ্রিয় দত্ত প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের প্রদীপ জ্বালিয়ে সূচনা করার পর বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্য বলেন, আমাদের নেশা থেকে বিরত থাকতে হবে। অভিভাবকদের প্রতি সম্মান জানাতে হবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের গুরুজনদের সম্মান জানাতে হবে। পাশাপাশি খেলাধুলার মাধ্যমে শরীর চর্চা রাখতে হবে। বর্তমান সময়ে খেলাধুলা ও যোগব্যায়ামের বিকল্প নেই। বিধায়ক শ্রী দেব বলেন, বর্তমানে সরকারি চাকরি পাওয়া কঠিন। নিজের যোগ্যতা অর্জন করলে সরাসরি চাকরি পাওয়া সম্ভব। তাছাড়া, অনুষ্ঠান মঞ্চে বক্তব্য রাখেন, উপস্থিত অন্যান্য অতিথিরা।

বাইখোড়া এসএসবি ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় কমিউনিটিহলে অনুষ্ঠিত

বিলোনিয়া, ২৬ জুলাই : গোমতী কো অপারেটিভ মিল্ক প্রডিউসার্স ইউনিয়ন লিমিটেডের উদ্দ্যোগে শনিবার জোলাইবাড়ী বিধানসভাকেন্দ্রের অধীনে বাইখোড়া এস এস বি ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় কমিউনিটি হলে জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের দুগ্ধ উৎপাদকদের নিয়ে কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বর্তমান সময়ে গ্রামাঞ্চলের কৃষকরা গৌপালন করে গরুথেকে উৎপাদিত দুগ্ধ সঠিকভাবে বাজারজাত নাকরতে পেয়েক্ষতির সন্মুখিন হচ্ছে। তাই গৌপালকের আর্থিক দিকদিকদিয়ে সাবলম্বী করতে নানান প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে জোলাইবাড়ী বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া। মন্ত্রীর প্রচেষ্টায় জোলাইবাড়ী বিধানসভাকেন্দ্রে বসবাসকারী গৌপালকদের সহযোগীতায় আজকের কৃষক সন্মেলনের আয়োজন করাহয়। আজকের এই সন্মেলনের মধ্য দিয়ে গরুর দুধ থেকে কি কি জিনিষ উৎপাদন করাযায় এবং কিভাবে এই গরুর দুধ সংগ্রহ করে জোলাইবাড়ী থেকে আগরতলায় নিয়েযা ওয়া সম্ভব হবে তানিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আজকের এই সন্মেলনে উপস্থিতছিলেন জোলাইবাড়ী বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লচরন নোয়াতিয়া, গোমতী কো অপারেটিভ মিল্ক প্রডিউসার্স ইউনিয়ন লিমিটেডের চেয়ারম্যান রতন ঘোষ, দক্ষিন জেলার জেলাশাসক মহম্মদ সাজাদ পি আই এ এস, দক্ষিন জেলাপরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, ভাইস চেয়ারম্যান কেশব চেঁধুরী, বিশিষ্ট সমাজসেবী দীপায়ন চেঁধুরী, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুজিত দত্ত সহ অন্যান্যরা।

শনিবার আগরতলায় আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে একান্ত আলাপ চারিতায় ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

খোয়াই জেলা কমিটির উদ্যোগে কার্গিল বিজয় দিবস' উদযাপিত

আগরতলা, ২৬ জুলাই : ভারতীয় জনতা পার্টির খোয়াই জেলা কমিটির উদ্যোগে এবং ২৯ কৃষ্ণপুর মণ্ডলের ব্যবস্থাপনায় চাকমাঘাট কমিউনিটি হল প্রাঙ্গণে 'কার্গিল বিজয় দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত হলো এক বর্ণাঢ্য সভা ও দেশাত্মবোধক মশাল মিছিল।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়, বিজেপির খোয়াই জেলা সভাপতি বিনয় দেববর্মা, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান নির্মল সূত্রধর,২৯ কৃষ্ণপুর মণ্ডল সভাপতি ধনঞ্জয় দাস সহ বিজেপির অন্যান্য শীর্ষ নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানটির শুভ সূচনা করেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। তিনি তাঁর বক্তব্যে কার্গিল যুদ্ধে শহিদ জওয়ানদের বীরত্ব, আত্মত্যাগ এবং দেশপ্রেমের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

রাজ্য সরকার রাজ্যের ক্রীড়াবিদদের জন্য উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে কাজ করছে. : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৬ জুলাই : খেলাধুলার ক্ষেত্রে রাজ্যের ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রতিভার কোনও অভাব নেই। রাজ্য সরকার রাজ্যের ক্রীড়াবিদদের জন্য উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে কাজ করছে। অন্যান্য ক্রীড়াক্ষেত্রের পাশাপাশি ক্রিকেটের উন্নয়নেও রাজ্য সরকার যথেষ্ট আন্তরিক। আজ আগরতলার সোনারতরী হোটেলে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের নবীন লাইফটাইম মেম্বারদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। উল্লেখ্য, ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনে নতুন ৭৯ জন লাইফটাইম মেম্বার নির্বাচিত হয়েছেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ক্রিকেটে আমাদের দেশের একটা বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। রাজ্যের ক্রিকেটের নাম উজ্জ্বল করতে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। আগামীদিনে টি.সি.এ.-র সহযোগিতায় রাজ্যেও অনেক প্রতিভাবান ক্রিকেটার তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, খেলাধুলার সাথে জড়িত থাকলে শুধু স্বাস্থ্যেরই উন্নতি হয় না, মানসিকভাবেও নিজেকে সুগঠিত করা যায়। খেলাধুলার মাধ্যমেই স্বাস্থ্য এবং মানসিকতার বিকাশ ঘটে। পাশাপাশি খেলাধুলার মাধ্যমেই ছেলেমেয়েদের বিপথগামিতা থেকে দূরে রাখা সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, ক্রীড়াক্ষেত্রে রাজ্য বর্তমানে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। বর্তমান রাজ্য সরকারের সময়কালে রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রের পরিকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। এরফলে রাজ্যের ছেলেমেয়েরা জাতীয়, আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতায় সাফল্যও পাচ্ছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুব্রত দে ও সভাপতি তপন লোধ। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিচারপতি তথা ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অরিন্দম লোধ।

ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার উদ্যোগে কার্গিল বিজয় দিবস, শহরে মশাল মিছিল

আগরতলা, ২৬ জুলাই : ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার উদ্যোগে কার্গিক বিজয় দিবস পালন করা হয়েছে। আজ রাতে রাজধানী আগরতলা রবীন্দ্র ভবনের সামনে থেকে একটি মশাল মিছিল বের হয় শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে আবার রবীন্দ্র ভবনের সামনে এসে শেষ হয়। এদিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন উপদেশ বিজেপি সাধারণ সম্পাদক ভগবান দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। এদিন মিছিল শুরু হওয়ার আগে ভগবান দাস সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, ১৯৯৯ সালের এই দিনে লাদাখের কার্গিল অঞ্চলে পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীরত্বপূর্ণ জয়ই আজকের এই দিবসের মূল প্রেরণা। এই অনুষ্ঠান শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য।।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas